বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৯ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১৩ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৪ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

‘১২টা-৪টে’ সংস্কৃতিতে ব্রেক !

রাইটার্সে কড়া টাইমকার্ড

মানস দাস ● নয়া জামানা

রাজ্য সরকারি দপ্তরে আর চলবে না ঢিলেঢালা হাজিরা কিংবা সময়ের আগেই অফিস ছাড়ার প্রবণতা। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকায় সরকারি কর্মীদের নির্দিষ্ট সময় মেনে অফিসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে নিজ নিজ দপ্তরে হাজির থাকতে হবে। একইসঙ্গে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে অফিস ছাড়া যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সরকারি পরিষেবাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং কার্যকর করতেই এই পদক্ষেপ।নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক গতি বাড়ানো এবং অফিসে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই ভাবনা থেকেই সরকারি দপ্তরে ত্ফুল ওয়ার্কিং আওয়ারদ কার্যকর করতে এই নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি অফিসে দেরিতে আসা, আগে বেরিয়ে যাওয়া এবং কাজের ধীরগতিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। বহু ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠেছে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পূর্ণ করতে দিনের পর দিন দপ্তরের চক্কর কাটতে হয় নাগরিকদের।এবার সেই ছবিই বদলাতে চাইছে সরকার।প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই নির্দেশ শুধুমাত্র সময় বেঁধে দেওয়া নয় বরং সরকারি কর্মসংস্কৃতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত।অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত হলে ফাইল নিষ্পত্তির গতি বাড়বে,পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, আগের সরকারও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বললেও বাস্তবে সময়ানুবর্তিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। তবে বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপ সরকারি দপ্তরে নতুন কর্মসংস্কৃতির সূচনা করতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

বর্ষার আগে নদীবাঁধে উদ্বেগ...

নয়া জামানা ঃ বর্ষার আগেই উত্তরবঙ্গের নদীবাঁধের পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। জলপাইগুড়িতে সেচ দফতরের জরুরি বৈঠকে উঠে আসে, পূর্বতন সরকারের আমলে অনুমোদন না মেলায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। ফলে এবারের বর্ষায় বন্যা ও নদীভাঙন মোকাবিলায় বড় চ্যালেঞ্জের আশঙ্কা করছেন আধিকারিকরা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও সিকিমের আবহাওয়া প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাতিল নিট পরীক্ষা

নয়া জামানা ঃ প্রশ্নফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগে শেষমেশ বাতিল করা হল ৩ মে’র নিট-ইউজি পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের আস্থা ফেরাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনটিএ। গোটা ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে। নতুন করে রেজিস্ট্রেশন বা অতিরিক্ত ফি লাগবে না বলেও জানিয়েছে এনটিএ।খুব শীঘ্রই পুনঃপরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হবে।

জ্বালানিতে স্বস্তি

নয়া জামানা ঃ পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ঘিরে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা বাড়লেও আতঙ্কের কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। তাঁর দাবি, দেশে বর্তমানে ৬৯ দিনের অপরিশোধিত তেল ও এলএনজি মজুত রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৪৫ দিনের এলপিজি সংরক্ষিত আছে। প্রতিদিন ৫৪ হাজার টন এলপিজি উৎপাদনও হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা শুধুই আর্থিক চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বলেও জানান তিনি।

বন্ধ ৭১৭ মদের দোকান

নয়া জামানা ঃ তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় দায়িত্ব নিয়েই বড় পদক্ষেপ নিলেন। মন্দির, স্কুল ও বাসস্ট্যান্ডের ৫০০ মিটারের মধ্যে থাকা ৭১৭টি সরকারি মদের দোকান আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপুল রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। বিজয়ের এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন দেখা গিয়েছে।

শিরদাঁড়া সোজা রেখে কাজ করুন ঃ মনোজ আগরওয়াল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই স্পষ্ট বার্তা দিলেন মনোজ আগরওয়াল। মঙ্গলবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ত্সবাই শিরদাঁড়া সোজা রেখে কাজ করুন। সৎভাবে দায়িত্ব পালন করলে মাথা নত করার প্রয়োজন হয় না। আপনারা আইএএস অফিসার, নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়েও কড়া নির্দেশ দেন নতুন মুখ্যসচিব। যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প এখনও পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণমাত্রায় চালু হয়নি, সেগুলি দ্রুত কার্যকর করার ওপর জোর দেন তিনি। পাশাপাশি সরকারের ‘সংকল্প পত্রে’ ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশও দেন মনোজ আগরওয়াল।তিনি বলেন, ত্সংকল্প পত্রে যা যা ঘোষণা করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি দ্রুত পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাক। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য কার্যকর প্রশাসন।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্বে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন মনোজ আগরওয়াল। ভোট প্রক্রিয়া, এসআইআর পর্ব এবং নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশাসনিক মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। যদিও সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে সমস্ত বিতর্ক এড়িয়ে তিনি দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মত।ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর নতুন সরকারের তরফে তাঁকেই রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্তকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

চিকেনস নেকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার-বার্তা নিশীথের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডর তথা ‘চিকেনস নেক’-এর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হচ্ছে নতুন বিজেপি সরকার।
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক জানান, এই গুরুত্বপূর্ণ করিডরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে এবং কোনওরকম খামতি রাখা হবে না।প্রসঙ্গত, বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার ‘চিকেনস নেক’-এর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, দেশের এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিরও নজর রয়েছে এই করিডরের উপর। সেই প্রেক্ষিতেই সরকার পরিবর্তনের পর বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।শিলিগুড়ি করিডর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ রক্ষা করে। ভৌগোলিকভাবে এই এলাকার চারপাশে রয়েছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং চীন। ফলে নিরাপত্তার দিক থেকে অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা এই করিডরকে কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানান, ইতিমধ্যেই এলাকায় নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী
এলাকায় ফেন্সিং, টহলদারি ও আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থার ওপরও জোর দেওয়া হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। পাশাপাশি, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে।এদিন জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ও অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন নিশীথ প্রামাণিক। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, দেশের নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই সরকার কাজ করবে।

৩০০ পকসো মামলার নিস্পত্তির নির্দেশ কমিশনারের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নাবালিকাদের উপর যৌন নির্যাতন, পকসো মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এবং শহরে বাল্যবিবাহের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা। নতুন সরকার গঠনের পর মঙ্গলবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের সমস্ত থানার ওসি ও লালবাজারের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে তিনি কড়া বার্তা দেন।বৈঠকে পুলিশ কমিশনার স্পষ্ট জানান, নাবালিকাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, যে শহর থেকে একসময় বাল্যবিবাহ রোধের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই কলকাতাতেই এখনও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে প্রায় ৩০০টি পকসো মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। বহু ক্ষেত্রে এখনও চার্জশিট জমা পড়েনি, ফলে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তদন্ত দ্রুত শেষ করে চার্জশিট জমা দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও নাবালিকার বিয়ের খবর পেলেই তা অবিলম্বে আটকাতে হবে। একইসঙ্গে, কোনও নাবালিকা পালিয়ে বিয়ে করার পর সেই তথ্য সামনে এলেও পুলিশকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পকসো আইন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।লালবাজারের একাংশের দাবি, অনেক সময় পরিবার থেকেই নাবালিকার বিয়ে মেনে নেওয়া হয় এবং পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করা হয় না। পরে হাসপাতালে সন্তান প্রসবের সময় বিষয়টি সামনে আসে। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রেও দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করা, অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও বৈঠকে রাজনৈতিক হিংসা ও অপরাধ দমনের প্রসঙ্গও উঠে আসে। পুলিশ কমিশনার স্পষ্ট বার্তা দেন, অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কোনওরকম ছাড় দেওয়া হবে না। যে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক হোক না কেন, অপরাধে যুক্ত থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
পুলিশের দাবি, কিছু ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। তাঁদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তদন্ত প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করতে ফরেনসিক বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে লালবাজার।

ষাটোর্ধ্ব ২৪৩ আমলাকে সরাল রাজ্য সরকার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ষাটোর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের বিভিন্ন সরকারি বোর্ড, কমিশন ও কমিটির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার প্রকাশিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ২৪৩ জন আধিকারিকের নাম প্রকাশ করা হয়েছে, যাঁরা এতদিন বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বে ছিলেন। অর্থ, ভূমি-সহ একাধিক দপ্তরের বিভিন্ন বোর্ড ও কমিটির দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা।রাজ্য সরকারের দাবি, পূর্ববর্তী প্রশাসনের আমলে অবসর গ্রহণের পরেও বহু আমলাকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কমিশনে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল। এর ফলে তাঁরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা, বেতন ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা পেতেন। পাশাপাশি তাঁদের জন্য সরকারি গাড়ির ব্যবস্থাও ছিল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ‘পোস্ট অফ বেনিফিট’-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা হয়েছিল, যার ফলে সরকারি খাতে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছিল।নতুন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই এই বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী আগেই একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছিল যে, ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে কোনও অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে আর সরকারি বোর্ড বা কমিশনের দায়িত্বে রাখা হবে না।মঙ্গলবার প্রকাশিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নাম প্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথাও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি ব্যয়ে সাশ্রয় হওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনে নতুন প্রজন্মের আধিকারিকদের জন্যও সুযোগ তৈরি হবে।সরকারের দাবি, প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সুজিত বোসের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে ঃ দিলীপ ঘোষ

সোমবার রাতে দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে ইডি। বিজেপি বাংলায় সরকার গঠনের এই প্রথম জালে হেভিওয়েট নেতা। মঙ্গলবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এই ইস্যুতেই মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বললেন, ত্মানুষের টাকা চুরি করেছে। শাস্তি তো পেতেই হবে। আইন সকলকে শাস্তি দেবেক্ষ্ম। দুর্নীতিবাজরা কেউ ছাড়া পাবেন না বলেও বার্তা দিলীপের। তিনি আরো বলেন, সুজিতের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। কলকাতায় থাকলে প্রতিদিনই ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে যান বঙ্গ বিজেপির দাবাং নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবারও তার অন্যথা হয়নি। এদিন সেখানেই সুজিত বসুর গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। বলেন, ত্সরকারের কাছে কোনও ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নন। ১৫ বছর ধরে দুর্নীতি হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।মানুষের টাকা যারা চুরি করেছে তাঁদের শাস্তি পেতে হবে। প্রশাসন নিজের কাজ করছে। আইন সব দোষীদের শাস্তি দেবে। দিলীপ ঘোষ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অপরাধের সঙ্গে জড়িত সকলকে আইনি পথে শাস্তি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সোমবার টানা ১০ ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার পর প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে ইডি। রাতে সিজিও কমপ্লেক্সে ছিলেন তিনি। রাতে প্রথমে স্ত্রী ও মেয়ে রাতের খাবার ও ওষুধ নিয়ে সিজিওতে যান ৷৷
জানা যায়, পরবর্তীতে ইডি আধিকারিকদের সুজিতবাবু জানান, তাঁর শরীর খারাপ লাগছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রাতে বাড়িতে অক্সিজেন দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি। এরপর সুজিত পুত্র সমুদ্র বসুকে অক্সিজেন নিয়ে সিজিওতে তলব করা হয়। মঙ্গলবার সাতসকালে প্রাক্তন মন্ত্রীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিধাননগর হাসপাতালে।

প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়, এবার নজর স্পিকার নির্বাচনে

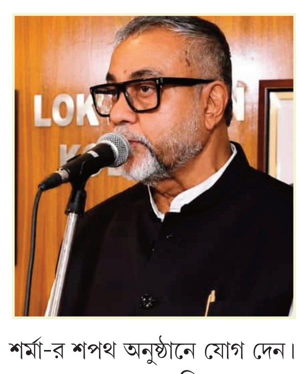

ীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে বিধানসভায় শুরু হল নতুন অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিকতা। মঙ্গলবার লোকভবনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু গম্ভীর অনুষ্ঠানে প্রোটেম স্পিকার পদে শপথ নিলেন তাপস রায় । রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।শপথের পর তাপস রায় জানান, আগামী দু’দিন ধরে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব চলবে।এরপর ১৫ মে বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হবে নতুন স্পিকার নির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, অভিজ্ঞ সাংসদ-রাজনীতিক তাপস রায়কেই হয়তো অধ্যক্ষ পদের জন্য সামনে আনতে পারে নতুন সরকার।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকালে তিনি অসমে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা-র শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখান থেকে সরাসরি কলকাতায় ফিরে লোকভবনের অনুষ্ঠানে হাজির হন তিনি। উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী এবং একাধিক জয়ী বিধায়কও।রাজনৈতিক পরিবর্তনের রং স্পষ্ট ধরা পড়েছে বিধানসভা চত্বরেও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোটা ভবন গেরুয়া আলোয় সেজে ওঠে। শুধু মূল ভবন নয়, চারপাশের নিরাপত্তা বেষ্টনীতেও দেখা যায় নতুন রঙের ছাপ।এবারের বিধানসভায় মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে আপাতত ২৯০ জন বিধায়ক শপথ নেবেন। ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন বাকি রয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং হুমায়ুন কবির দু’টি করে আসনে জয়ী হওয়ায় বর্তমানে কার্যকর সদস্য সংখ্যা ২৯০।শপথগ্রহণের সূচি অনুযায়ী বুধবার প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদের বিধায়কেরা শপথ নেবেন। দ্বিতীয়ার্ধে নদিয়া ও দুই ২৪ পরগনার বিধায়কদের পালা। বৃহস্পতিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের সদস্যরা শপথ নেবেন। দিনের দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দুই বর্ধমান জেলার বিধায়কদের শপথগ্রহণ সম্পন্ন হবে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

ফের ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ ?

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, জ্বালানির অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চাপ সব মিলিয়ে ফের এক অদ্ভুত সতর্কতার আবহ তৈরি হয়েছে দেশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করেছে।অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো, সোনা কেনা এড়িয়ে চলা এবং প্রয়োজনে ফের ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এ ফেরার ইঙ্গিত নিছক সাধারণ পরামর্শ নয় বরং তা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বার্তা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের ঠিক পরেই দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের অন্যতম বৃহৎ কর্মী সংগঠন ন্যাসকেন্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি এমপ্লয়িজ সেনেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ চালুর আবেদন জানিয়েছে। শ্রম মন্ত্রক, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্দেশে পাঠানো ওই চিঠিতে সংগঠনটি স্পষ্ট জানিয়েছে, জাতীয় স্বার্থে যতটা সম্ভব দূরবর্তী কর্মপদ্ধতি চালু করা উচিত। প্রয়োজনে সরকার আনুষ্ঠানিক সার্কুলার জারি করুক বলেও আবেদন জানানো হয়েছে।এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।কারণ সাধারণত সরকার কোনও নীতিগত পরিবর্তনের আগে শিল্পমহলের মতামত নেয়।কিন্তু এবার উল্টো ছবি দেখা গেল। সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগেই শিল্পমহল এবং কর্মী সংগঠন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে তবে কি সরকার ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের কোনও কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রস্তুতি নিচ্ছে ?করোনা অতিমারির সময় দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ মডেল ভারতের অর্থনীতিতে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল।অফিস যাতায়াত কমায় জ্বালানির ব্যবহার কমেছিল বড় শহরগুলিতে যানজট ও দূষণও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল।একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিও বুঝেছিল কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করিয়েও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা সম্ভব।তবে এই ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জও।দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে কাজের ফলে কর্মীদের মানসিক চাপ, পারিবারিক ও পেশাগত জীবনের সীমারেখা মুছে যাওয়া এবং কর্পোরেট সংস্কৃতির ক্ষয় এসব প্রশ্নও সামনে এসেছে। ফলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের যুক্তিতে ফের পুরোপুরি ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এ ফেরা কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।তবুও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে কেন্দ্রের উদ্বেগ অমূলক নয়। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব সরাসরি পড়তে পারে তেলের দামে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে এবং আমদানি ব্যয়ে। সেই পরিস্থিতিতে জ্বালানি সাশ্রয়ী নীতি হিসেবে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ ফের একবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।এখন গোটা দেশের নজর কেন্দ্র সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। সরকার কি সত্যিই আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ চালুর পথে হাঁটবে ? নাকি এটি শুধুই সতর্কতামূলক বার্তা ? উত্তর মিলবে সময়ের সঙ্গেই। তবে এটুকু স্পষ্ট, যুদ্ধের অভিঘাত এখন শুধু সীমান্তে নয়, অর্থনীতি ও কর্মসংস্কৃতির দরজাতেও কড়া নাড়ছে।

জীবনী

ড্যাফনি দ্যু মরিয়র

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় এবং রহস্যময়ী ব্রিটিশ লেখিকা ড্যাফনি দ্যু মরিয়র ১৯০৭ সালের ১৩ মে লন্ডনে এক বিশিষ্ট শৈল্পিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর বাবা স্যার জেরাল্ড দ্যু মরিয়র ছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা-ম্যানেজার এবং মা মুরিয়েল বিউমন্ট ছিলেন একজন অভিনেত্রী। সাহিত্যিক আভিজাত্যের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা তাঁর পিতামহ জর্জ দ্যু মরিয়র ছিলেন একজন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট এবং ঔপন্যাসিক। শৈশব থেকেই ড্যাফনি ছিলেন কিছুটা অন্তর্মুখী এবং কল্পনাবিলাসী। তিনি লন্ডনের পাশাপাশি প্যারিসেও শিক্ষা লাভ করেন।ছোটবেলা থেকেই তাঁর পড়ার নেশা ছিল প্রবল এবং খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি ছোটগল্প ও কবিতা লিখতে শুরু করেন।

ড্যাফনির সাহিত্যিক জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছিল কর্নওয়ালের উপকূলীয় অঞ্চল। ১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে তাঁদের পরিবার কর্নওয়ালে একটি বাড়ি কেনে এবং এই অঞ্চলের নির্জনতা, সমুদ্র আর রহস্যময় পরিবেশ ড্যাফনিকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৩১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দ্য লাভিং স্পিরিট’ প্রকাশিত হয়। যদিও এটি সাফল্য পায়, তবে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ‘রেবেকা’ তাঁকে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি এনে দেয়। ‘রেবেকা’ কেবল একটি প্রেমের গল্প ছিল না এটি ছিল মনস্তাত্ত্বিক রহস্য আর রোমাঞ্চের এক অনন্য মিশ্রণ। উপন্যাসের সেই বিখ্যাত শুরু; "Last night I dreamt I went to Manderley again"— আজও পাঠকদের শিহরিত করে।এই বইটির জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে এটি কখনও মুদ্রণের বাইরে যায়নি এবং এর ওপর ভিত্তি করে আলফ্রেড হিচকক তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।ড্যাফনি দ্যু মরিয়রকে প্রায়শই কেবল রোমান্টিক লেখিকা হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু তাঁর লেখায় সবসময়ই এক ধরণের অন্ধকার, রহস্য এবং অতিপ্রাকৃত আবহ বিরাজ করত।তাঁর ছোটগল্পগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ‘দ্য বার্ডস’ এবং ‘ডোন্ট লুক নাও’ এর মতো গল্পগুলোতে তিনি মানুষের অবচেতন মনের ভয় আর প্রকৃতির রুদ্ররূপকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,তা অতুলনীয়।হিচককের ‘দ্য বার্ডস’ চলচ্চিত্রটি তাঁরই গল্পের ছায়া অবলম্বনে তৈরি।তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ‘মাই কাজিন র‌্যাচেল’, ‘জ্যামাইকা ইন’ এবং ‘দ্য কিং’স জেনারেল’।ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আর রহস্যকে মিলিয়ে দেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর কলমে ছিল।ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৩২ সালে তিনি মেজর জেনারেল ফ্রেডরিক ব্রাউনিংকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের তিন সন্তান ছিল।ড্যাফনি নিভৃতচারী জীবন পছন্দ করতেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় কর্নওয়ালের মেনাবিলি নামক এক নির্জন প্রাসাদে কাটিয়েছেন, যা তাঁর অনেক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। তিনি কেবল ঔপন্যাসিক ছিলেন না তিনি জীবনীকার এবং নাট্যকার হিসেবেও সফল ছিলেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ‘ডেম’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লেখালেখির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ১৯ এপ্রিল ৮১ বছর বয়সে কর্নওয়ালে এই মহান লেখিকার জীবনাবসান ঘটে।ড্যাফনি দ্যু মরিয়র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন এক মায়াবী ও রহস্যঘেরা জগৎ তৈরি করে গেছেন যা আজও বিশ্বজুড়ে অগণিত পাঠককে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। ডার্ক সাসপেন্স এবং গথিক ফিকশনের জগতে তিনি চিরকাল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন।

শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিকুঞ্জ

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলের এক রাজনৈতিক উপাখ্যান

সঞ্জয়কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতীক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। কখনও ফুল, কখনও হাতুড়ি-কাস্তে, কখনও পদ্ম। কিন্তু রাজনীতির আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, কখনও কখনও বাড়ির নামও হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ভাষ্য। একদিকে শান্তিনিকেতন, অন্যদিকে শান্তিকুঞ্জ। নাম দুটির মধ্যে আপাত শান্তির সুর থাকলেও বাস্তব রাজনৈতিক অভিঘাত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিকে ঘিরে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, অন্যটিকে ঘিরে বিকল্প শক্তির উত্থান। আর এই দুই নামের অন্তরালে দাঁড়িয়ে দুই রাজনৈতিক চরিত্র, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী।

এই রাজনৈতিক উপাখ্যান কেবল দুই নেতার ব্যক্তিগত সংঘাতের বিষয় নয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার রসায়ন বদলের ইতিহাস। একদা একই রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য থাকা দুই নেতার পথভিন্নতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতার পালাবদলে তার সমাপ্তি। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানের ইতিহাসে শুভেন্দু অধিকারীর নাম উপেক্ষা করা যায় না। নন্দীগ্রামের আন্দোলন থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের বিস্তার, দক্ষিণবঙ্গের সাংগঠনিক শক্তি নির্মাণ থেকে বিরোধী শিবিরের মোকাবিলা, সর্বত্র শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন দলের প্রথম সারির মুখ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করতেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর যদি সংগঠনের ভিতরে কোনও শক্তিশালী প্রশাসনিক মুখ থেকে থাকে, তবে তিনি শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু রাজনীতির ইতিহাসে প্রায়শই দেখা যায়, ক্ষমতার কেন্দ্র যখন পরিবারমুখী হতে শুরু করে, তখন পুরনো সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত উত্থান, দলের অন্দরে তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ আস্থা শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে কখনও প্রথমদিকে বিদ্রোহী অবস্থান নেননি। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরত্ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। দলীয় সভায় অনুপস্থিতি, সাংগঠনিক ক্ষোভ, প্রশাসনিক বঞ্চনার অভিযোগ, সিদ্ধান্তগ্রহণে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার অনুভূতি, সব মিলিয়ে তিনি ক্রমশ বিকল্প পথের দিকে হাঁটতে থাকেন।

তবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের একাংশের দাবি ছিল ভিন্ন। তাঁদের মতে, বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার চাপ থেকেই শুভেন্দুর রাজনৈতিক অবস্থান বদল হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে এই অভিযোগ নতুন নয়। বহু ক্ষেত্রেই বিরোধী দল থেকে শাসক শিবিরে যোগদান কিংবা উল্টো পথচলার সঙ্গে তদন্ত-রাজনীতির সম্পর্ক খুঁজে দেখা হয়। শুভেন্দুর ক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও তাঁর অনুগামীরা বরাবরই দাবি করেছেন, এটি ছিল ‘আত্মসম্মানের লড়াই’। ২০২০ সালে অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান ছিল সেই দীর্ঘ রাজনৈতিক দূরত্বের আনুষ্ঠানিক পরিণতি। সেই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতি যেন আচমকা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কারণ শুভেন্দু অধিকারী শুধুমাত্র একজন নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনিক স্থপতিদের অন্যতম। তাঁর দলত্যাগ ছিল তৃণমূলের ভিতরে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের সরে যাওয়া।অন্যদিকে ঠিক সেই সময়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান আরও সুদৃঢ় হতে থাকে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে তাঁর উন্নীত হওয়া দলীয় বার্তাকে স্পষ্ট করেছিল। তৃণমূলের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দল কার্যত নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন তাই কেবল তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই ছিল না। সেটি ছিল মমতা ববন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী, পুরনো বনাম নতুন, উত্তরাধিকার বনাম বিদ্রোহের রাজনৈতিক সংঘর্ষ। নন্দীগ্রাম সেই সংঘর্ষের প্রতীক হয়ে ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নিরাপদ কেন্দ্র ছেড়ে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী সেখানে বিজেপির মুখ। নন্দীগ্রামের ফলাফল রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরক ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর জয় তাঁকে বিজেপির রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দেয়। যদিও সামগ্রিক ফলাফলে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন, তবু নন্দীগ্রামের প্রতীকী অভিঘাত ছিল গভীর। শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কেবল দলত্যাগী নন, তিনি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক আক্রমণ আরও ধারালো হয়ে ওঠে। বিধানসভা থেকে রাজপথ, প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি, কয়লা ও গরুপাচার প্রসঙ্গ থেকে পৌর প্রশাসনের অস্বচ্ছতা, প্রতিটি ইস্যুতে শুভেন্দু সরকারকে আক্রমণ করতে থাকেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও তাঁকে বাংলায় নিজেদের প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্রমশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব বাড়ছিল। পুরনো নেতাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষও জমছিল নীরবে। বহু পুরনো সংগঠক মনে করছিলেন, দল ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞদের জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। জেলা নেতৃত্বের স্বাধীনতা কমছে। রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিবারতন্ত্রের প্রশ্ন বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসে নেহরু-গান্ধী পরিবার থেকে সমাজবাদী পার্টিতে যাদব পরিবার, শিবসেনায় ঠাকরে পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় জনতা দলে লালু পরিবার, সর্বত্র এই বিতর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরে সেই একই প্রশ্ন ধীরে ধীরে সামনে চলে আসে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত উত্থানকে বিরোধীরা ‘যোগ্যতার চেয়ে অধিক প্রাপ্তি’ বলে কটাক্ষ করতে শুরু করে।

তারই রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে এই কল্পিত রাজনৈতিক উপাখ্যানে দেখা যায়, অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক উত্থান। ২০৭ আসন পেয়ে প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। আর তৃণমূল কংগ্রেস নেমে আসে ৮০ আসনে। রাজনৈতিকভাবে এই ফলাফল কেবল সরকার বদল নয়, এক যুগের অবসান। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের পরে ভবানীপুর জয় তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রায় পৌরাণিক উচ্চতায় পৌঁছে দেয় বিজেপির সমর্থকদের চোখে। ‘ঘরে ঢুকে হারানো’র রাজনৈতিক প্রতীক নির্মাণে বিজেপি সফল হয়।৯ মে, ২৫ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণ নিছক প্রশাসনিক ঘটনা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রতীকেরও পুনর্লিখন। ‘শান্তিকুঞ্জ’ এখন নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র। এই উপাখ্যানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক সম্ভবত প্রতীকের রাজনীতি। ‘শান্তিনিকেতন’ নামটি বহন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, পারিবারিক কেন্দ্রিকতা। অন্যদিকে ‘শান্তিকুঞ্জ’ যেন সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, নিকেতনের আক্ষরিক ভার কুঞ্জে না থাকলেও রাজনৈতিক ভার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিতরে আরও একটি স্তর রয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে যে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হতে শুরু করে, তা আসলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। ফরাক্কার মনিরুল ইসলাম থেকে বহরমপুরের নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় কিংবা ইংরেজবাজারের কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর মতো নেতাদের ক্ষোভ যেন বুঝিয়ে দেয়, রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব শেষপর্যন্ত সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়। ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘটনা নতুন নয়। বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনের শেষপর্বেও একই অভিযোগ উঠেছিল। দল ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে, স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব কমছে, সমালোচনার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। ইতিহাস যেন ভিন্ন চরিত্রে একই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা কখনও একরৈখিক নয়। শুভেন্দু অধিকারীর উত্থান যেমন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল, তেমনই সেটি বিরোধী রাজনীতির শূন্যতা পূরণের প্রক্রিয়াও। আবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান যেমন পারিবারিক উত্তরাধিকারের প্রশ্ন তোলে, তেমনই তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার সমর্থকরাও কম নন।শেষ পর্যন্ত এই উপাখ্যান আমাদের মনে করিয়ে দেয়, রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই। আছে কেবল ক্ষমতার পরিবর্তনশীল ভরকেন্দ্র। কখনও ‘শান্তিনিকেতন’ সেই কেন্দ্র হয়, কখনও ‘শান্তিকুঞ্জ’। ইতিহাস শেষ কথা বলে না, কেবল নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

ঔদ্ধত্যের পরাজয়

প্রথম পর্ব

আবু হায়াত বিশ্বাস

মার্চ মাস। সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব তখন সবে শুরু হয়েছে। দিল্লির সংবিধান সদনে দলীয় অফিসে বসে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী নেতা সাংবাদিকদের সামনে বুক ঠুকে দাবি করেছিলেন; বাংলায় তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ২০০-র বেশি আসন নিশ্চিত। বিজেপিকে রুখতে কারও প্রয়োজন নেই। ‘ একাই যথেষ্ট মমতাদি’ ; এই ভাষাতেই তিনি বিরোধীদের কার্যত উপহাস করেছিলেন। কংগ্রেসকে তুচ্ছ করে, সিপিএমকে রাজনৈতিকভাবে মৃত ঘোষণা করে তিনি এমন এক আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিলেন, যেন নির্বাচন কেবল আনুষ্ঠানিকতা, ফল আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। সেই সময় অনেকেই বিষয়টিকে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু আজ পরিষ্কার, সেটি আত্মবিশ্বাস ছিল না, ছিল সীমাহীন ঔদ্ধত্য।৪ মে বাংলার মানুষ সেই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে। তৃণমূল শুধু ক্ষমতা হারায়নি, ভেঙে পড়েছে তাদের ‘অজেয়’ ভাবমূর্তিও। দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের পর বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে; গণতন্ত্রে কোনও দলই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ যখন চুপ থাকে, তখন ক্ষমতাসীনরা প্রায়ই ভুল করে মনে করে নেয়, জনগণ সব মেনে নিচ্ছে। কিন্তু ভোটবাক্সে জমে থাকা ক্ষোভ বিস্ফোরিত হলে সবচেয়ে শক্তিশালী বলয়ও ভেঙে পড়ে। বাংলার নির্বাচন সেই বাস্তবতারই নির্মম উদাহরণ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূল এই পরাজয় মেনে নিতেও পারেনি। ভোট চলাকালীন যাদের মুখে কোনও অভিযোগ ছিল না, ফল বেরোতেই তারাই বলতে শুরু করল ‘ ভোট লুঠ হয়েছে’ । অথচ গোটা নির্বাচন পর্বে বড় কোনও হিংসা, বুথ দখল বা ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ কার্যত সামনে আসেনি। বরং বহু বছর পর সাধারণ মানুষ অবাধে ভোট দিতে পেরেছে বলেই প্রকৃত জনমত প্রকাশ্যে এসেছে। এতদিন গ্রাম থেকে শহর; সর্বত্র শাসকদলের প্রভাব, ভয় এবং সংগঠিত দাদাগিরির অভিযোগ ছিল। মানুষ মনে করত, ভোট দেওয়া মানেই যেন এক অদৃশ্য চাপের মুখোমুখি হওয়া। এবার নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে সেই ভয় অনেকটাই কেটেছিল। মানুষ নিজের মতো ভোট দিয়েছে। আর সেই স্বাধীন ভোটই তৃণমূলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।মমতা ব্যানার্জি নিজেও রাজনৈতিক পরাজয়ের পর ন্যূনতম আত্মসমালোচনার পথে হাঁটেননি। বরং জনরায়ের মধ্যেও অজুহাত খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। এই মানসিকতা আসলে ক্ষমতার অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে অনেক সময় শাসকদল বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, সরকার মানেই দল, আর দল মানেই সরকার। সেই কারণেই বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে উপহাস করা হয়েছে, সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে, আর সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ছিল দুর্নীতি।

মহানগর

নয়া জামানা

তিলজলার আগুনে কড়া শুভেন্দু!

অবৈধ বহুতল ভাঙতে রাজ্যজুড়ে বড় অভিযানের ইঙ্গিত

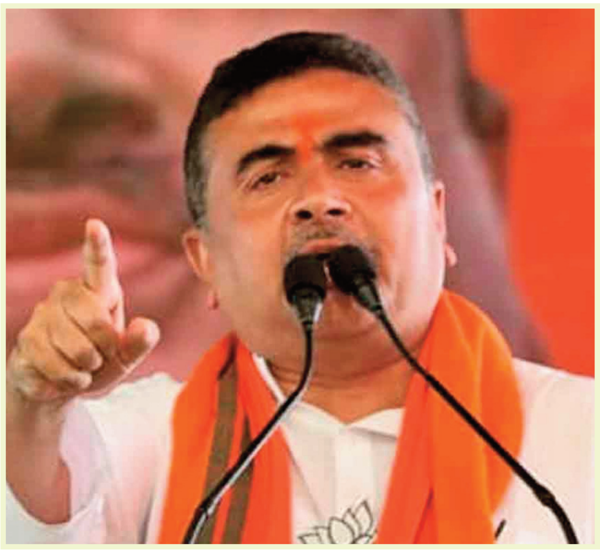

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তিলজলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘিরে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার।আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতলটি যে অবৈধ নির্মাণ ছিল, তা স্পষ্ট জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন।তাঁর সাফ বার্তা,এই ধরনের বেআইনি নির্মাণ আর কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই চারটি দফতরকে নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুখ্য সচিবকে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টার মধ্যেই প্রাথমিক ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট সরকারের হাতে পৌঁছবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, আগুন লাগা ভবনটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তৈরি হয়েছিল। শুধু তিলজলা নয় রাজ্যের একাধিক এলাকায় এই ধরনের বিপজ্জনক নির্মাণ ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে আর খেলা চলবে না।তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, সরকার আইন মেনে কড়া ব্যবস্থা নেবে। দায়ীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে এবং বেআইনি নির্মাণ চক্রের বিরুদ্ধেও অভিযান শুরু হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে স্পষ্ট, নতুন সরকার প্রশাসনিক কড়াকড়ির পথে হাঁটতে চলেছে।এদিকে আগুন লাগার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চালায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,এলাকায় বহু বহুতলই নিয়ম না মেনে তৈরি হয়েছে অথচ প্রশাসনের নজরদারি ছিল না বললেই চলে।তিলজলার এই ঘটনা শুধু একটি অগ্নিকাণ্ড নয় বরং শহরের বুকে বেআইনি নির্মাণের ভয়াবহ বাস্তবতাকেই সামনে এনে দিল। আর সেই কারণেই এবার প্রশাসন 'অ্যাকশন মোডে' এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যাদবপুরে 'নতুন হাওয়া',প্রথমবার আরএসএসের কর্মসূচি ঘিরে চর্চা

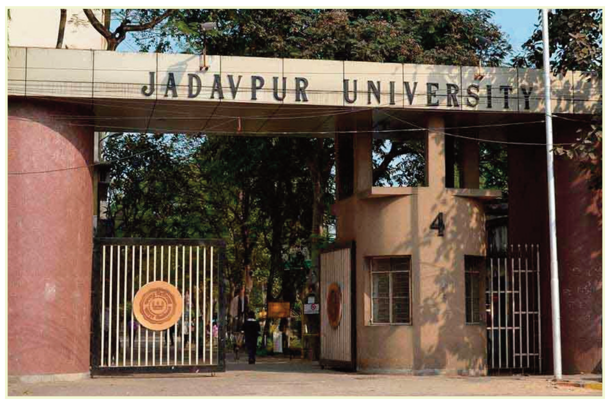

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী ভাবধারার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার প্রথমবার প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আরএসএসের প্রভাত শাখার উদ্যোগে যোগাসন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নেন সংগঠনের একাধিক সদস্য ও কর্মকর্তা। জানা গিয়েছে, অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে এই শাখার নাম ঋষি অরবিন্দের নামে রাখা হতে পারে, যদিও সংগঠনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা করা হয়নি।উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যাদবপুর ক্যাম্পাসে গেরুয়া শিবিরের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। গত ৬ মে বিজেপি সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পরিষদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আরএসএসের এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে।সংগঠনের একাংশের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা তউগ্র বামপন্থী প্রভাবদ দূর করতেই তারা সক্রিয় হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসার প্রয়োজন। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র পরিবেশে রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।যদিও কর্মচারী সংগঠনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এ ধরনের প্রভাত শাখা বা যোগাসন কর্মসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আলাদা অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না।রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএসের এই প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি নিঃসন্দেহে নতুন বিতর্ক ও জল্পনার জন্ম দিল।

শুভেন্দুর পিএ খুনে অ্যাকশন মুডে সিবিআই,মধ্যমগ্রামে তৎপর এসআইটি

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার ফুল অ্যাকশনে বিয়ায়। মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে মামলার দায়িত্ব। মুখ এ পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল।ঘটনাস্থল ঘিরে চলে দীর্ঘক্ষণ তদন্ত। খতিয়ে দেখা হয় হামলার সম্ভাব্য রুট, পালানোর পথ এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র। সিবিআই সূত্রে খবর, কলকাতা জোনের যুগ্ম নির্দেশকের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে বিশেষ SI। তদন্তকারীদের অনুমান, এই খুনের পিছনে ছিল সুপরিকল্পিত ছক এবং পেশাদার শার্প শুটারদের ব্যবহার করা হয়েছে।গত ৬ মে রাতে মধ্যমগ্রামে চন্দ্রনাথ রথের গাড়ির পথ আটকায় একটি সন্দেহজনক গাড়ি। এরপরই দুই বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা গাড়ি ঘিরে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথের। গুরুতর জখম হন তাঁর চালক, যিনি এখনও চিকিৎসাধীন।এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ ও বিহান থেকে রাজ সিং,

মায়াঙ্করাজ মিশ্র ও ভিকি মৌর্য নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে গ্রেফতারি প্রক্রিয়া নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। রাজ সিংয়ের আইনজীবীর অভিযোগ, ট্রানজিট রিমান্ড ছাড়াই তাঁকে অযোধ্যা থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে, যা আইনবিরুদ্ধ।এখন সবার নজর;এই খুনের নেপথ্যের 'মাস্টারমাইন্ড' কে? সেই উত্তর খুঁজতেই মাঠে নেমেছে সিবিআই।

৮ কোটির 'রেস্তোরাঁ রহস্য'! ১০ দিনের ইডি হেফাজতে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু

নয়া জামানা কলকাতা ঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বড় ধাক্কা প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জন্য। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালত তাঁকে আগামী ২১ মে পর্যন্ত ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রেস্তোরাঁ ব্যবসার আড়ালে কোটি কোটি টাকার কালো লেনদেন চালানো হয়েছে।এদিন আদালতে জানায়, গত সাত বছরে সুজিত বসু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একাধিক রেস্তোরাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৮ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য মিলেছে। কিন্তু সেই বিপুল অর্থের কোনও বৈধ উৎস এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেননি প্রাক্তন মন্ত্রী।সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে 'ঙ্কদ্রদ্রদ্ধব্বথন্দ্ধ' নামে থাকা একাধিক রেস্তোরাঁকে ঘিরে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা এই ব্যবসার মাধ্যমেই ঘুরিয়ে সাদা করা হয়েছে। ইডির দাবি, করোনাকালে যখন অধিকাংশ ব্যবসা কার্যত বন্ধের মুখে, তখনও সুজিত বসুর একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁর অ্যাকাউন্টে প্রায় ২ কোটি টাকা জমা পড়ে। সেই অস্বাভাবিক লেনদেনই তদন্তে নতুন মোড় এনে দেয়।

এদিন আদালতে ইডির আইনজীবীরা জানান, শুধু ব্যাঙ্ক লেনদেন নয়, একাধিক সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, এই মামলায় আরও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম সামনে আসতে পারে।অন্যদিকে আদালত চত্বরে সুজিত বসুকে ঘিরে নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। লকআপে তাঁকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। চেয়ার বসিয়ে রাখা থেকে মাথার উপর পাখা চালানো;এইসব দৃশ্য সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন কয়েকজন আইনজীবী। তাঁদের প্রশ্ন, তসাধারণ অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে যা হয় না, প্রাক্তন মন্ত্রীর জন্য আলাদা ব্যবস্থা কেন?দসব মিলিয়ে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর গ্রেফতারি ও ইডি হেফাজত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি করেছে।

সবুজ-মেরুন আকাশে নক্ষত্রপতন !চিরবিদায় টুটু বসু, স্তব্ধ কলকাতার ফুটবল মহল

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ কলকাতার ফুটবল আকাশ থেকে খসে পড়ল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মঙ্গলবার শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন টুটু বসু। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সোমবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসকরা প্রাণপণ চেষ্টা চালালেও শেষরক্ষা হয়নি।তাঁর প্রয়াণে শুধু মোহনবাগান নয় শোকস্তব্ধ গোটা ময়দান।আধুনিক মোহনবাগানের অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন টুটু বসু। নব্বইয়ের দশকে ক্লাব যখন নানা সংকটের মুখে , তখনই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে কিংবদন্তি প্রশাসক ধীরেন দে-র উত্তরসূরি হিসেবে সচিবের পদে বসেন টুটু বসু। তারপর ধীরে ধীরে বদলে দেন ক্লাবের চেহারা, মানসিকতা এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা।তাঁর হাত ধরেই মোহনবাগান পা রাখে পেশাদার ফুটবলের নতুন যুগে। ক্লাব প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনা, আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি, বড় বিনিয়োগ টানা সব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা। বিশেষ করে শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পরবর্তীতে কর্পোরেট কাঠামোয় মোহনবাগানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।প্রয়াত অঞ্জন মিত্র-র সঙ্গে তাঁর জুটি একসময় ময়দানের সবচেয়ে সফল প্রশাসনিক অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে ধরা হত। ক্লাবের আর্থিক টানাপোড়েন হোক কিংবা শক্তিশালী দল গঠন সবসময় সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে টুটু বসুকে।বর্তমানে কোনও পদে না থাকলেও, সমর্থকদের কাছে তিনি ছিলেন মোহনবাগানের অভিভাবক। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব । ময়দানের এক প্রবীণ কর্তার কথায়,কলকাতা ফুটবল আজ শুধু একজন প্রশাসককে নয়, এক আবেগকে হারাল।

কলকাতা পুলিশের জোড়া সাফল্যে চাপে মাওবাদী সংগঠন

সংবাদদাতা,মালদহ ঃ রাজ্যে মাওবাদী দমনে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। ঝাড়খণ্ড পুলিশের খাতায় দীর্ঘদিনের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাওবাদী নেত্রী শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তর কাশিপুর এলাকা থেকে। তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা। একই দিনে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আর এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা মাধাই পাত্র। ফলে একদিনে এই জোড়া ঘটনায় বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে মাওবাদী সংগঠনগুলি।কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা সাংবাদিক বৈঠকে জানান, দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নজরে ছিল বেলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় ষাটোর্ধ্ব এই নেত্রীর বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন থানায় খুন, নাশকতা, বিস্ফোরণ-সহ ২০টিরও বেশি গুরুতর মামলা রয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৪-০৫ সালের দিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি এলাকায় মাওবাদী কার্যকলাপে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল বেলা। একবার গ্রেফতার হওয়ার পর জামিনে মুক্তি পেয়েই সে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে আত্মগোপন করে। এরপর সেখান থেকেই নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নেমেছিল বলে অভিযোগ। তবে বর্তমানে বয়সজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিল সে।অন্যদিকে, হুগলির জাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা মাধাই পাত্র এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ২০০৭ সাল থেকে মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা মাধাই সাংবাদিকদের সামনে জানান, সংগঠনের আদর্শগত বিচ্যুতি এবং স্বাভাবিক জীবনে ফেরার ইচ্ছা থেকেই তিনি অস্ত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের 'সারেন্ডার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন' নীতির আওতায় মাধাইকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ধৃত বেলাকে জেরা করে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে সক্রিয় মাওবাদী নেটওয়ার্ক, তাদের গতিবিধি এবং সংগঠনের বর্তমান শক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।খুব শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি বিশেষ দল কলকাতায় এসে বেলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে সূত্রের খবর। নিরাপত্তা মহলের মতে, বেলার গ্রেফতারি এবং মাধাইয়ের আত্মসমর্পণ রাজ্যে মাওবাদী সংগঠনের ভিত আরও দুর্বল করে দিল।

ইভিএম বিতর্কে গ্রেফতার গর্গ, তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

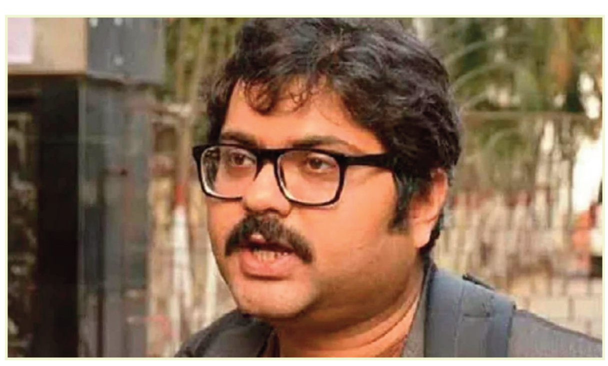

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বিধানসভা ভোটের আবহে ইভিএম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গ্রেফতার হলেন বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের উদ্যোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।অভিযোগ, নির্বাচনের আগে সমাজমাধ্যমে একাধিক উস্কানিমূলক পোস্ট করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন তিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, ইভিএম সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য প্রচার এবং আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের তরফে ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পরে সেই অভিযোগ সাইবার ক্রাইম বিভাগের হাতে যায়। তদন্তের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি পুলিশের।কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানান, গর্গকে দু'বার তলব করা হলেও তিনি হাজিরা দেননি। এরপরই তাঁকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ কমিশনারের দাবি, শুধুমাত্র ইভিএম ইস্যুই নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ঘিরে তাঁর একাধিক সমাজমাধ্যম পোস্টেও বিভাজনের ইঙ্গিত মিলেছে। সেই অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।বুধবার আদালতে তোলা হবে গর্গকে। তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানাতে পারে পুলিশ।গত কয়েক মাস ধরেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে সক্রিয় ছিলেন বাংলা পক্ষের এই মুখ। ভোটের আগে ইভিএম নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন তিনি। ভোটগ্রহণের পর ইভিএম তথারাপদ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

পাশাপাশি ভোটারদের ভিভিপ্যাট ভালো করে মিলিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন।উল্লেখ্য, ভবানীপুরে ভোট দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছিল গর্গকে। সেখানে তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর' স্লোগান ওঠে বলে অভিযোগ।পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

তপসিয়ায় আগুনের বিভীষিকা, ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু ২

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ আবারও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কাঁপল কলকাতা। মঙ্গলবার তপসিয়ার জিজে খান রোডের একটি চারতলা বহুতলে আচমকাই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও তিনজন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সময় দোতলায় পাঁচজন আটকে পড়েন। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা একটি বাথরুমে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেই ছোট ঘরই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকূপে পরিণত হয়। আগুনের তাপ ও বিষাক্ত ধোঁয়ায় একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন সবাই।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলকর্মীরা দরজা ভেঙে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। তবে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দমকল আধিকারিকদের মতে, আগুনের চেয়ে ধোঁয়ার কারণেই বেশি ক্ষতি হয়েছে।ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উঠছে প্রশ্ন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজনের অবস্থাও সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের।

অফিস ফেরার ভিড়ে আচমকা থমকাল গ্রিন লাইন, নাকাল হাজারো মেট্রো যাত্রী

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ অফিস ছুটির ব্যস্ত সময়ে আচমকাই থমকে গেল কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনের পরিষেবা। মঙ্গলবার বিকেলে শিয়ালদহ ও ফুলবাগান স্টেশনের মাঝখানে প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়তেই ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল। আর তাতেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে অফিস ফেরত যাত্রীদের একাংশকে দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়। অনেকেই বিকল্প পরিবহণের খোঁজে হিমশিম খান।মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলের ব্যস্ত সময়েই হঠাৎ প্রযুক্তিগত সমস্যার জেরে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মেট্রোর ইঞ্জিনিয়াররা। শুরু হয় ত্রুটি মেরামতির কাজ। যদিও পুরো পরিষেবা বন্ধ থাকেনি। হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা এবং সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত আংশিকভাবে মেট্রো চলাচল চালু রাখা হয়।তবে মাঝের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিষেবা বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সেক্টর ফাইভমুখী অফিসযাত্রীরা। প্রতিদিন বহু মানুষ হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গ্রিন লাইন ধরেই কর্মস্থলে যাতায়াত করেন। ফলে হঠাৎ এই বিপর্যয়ে স্টেশনগুলিতে ভিড় ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ সাধারণ মানুষের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়গিলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা। ১৬/৩৫ বুথের মোটা শিব থেকে খেড়িয়াপাড়া,

বানিয়াপাড়া সহ একাধিক গ্রামের সংযোগকারী এই রাস্তাটি এখনও পাকা না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের দাবি, তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের সময় সামান্য বালি-পাথর ফেলা হলেও স্থায়ী রাস্তা নির্মাণ হয়নি। ফলে বর্ষা এলেই রাস্তা কাদা ও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কয়েকশো পরিবার এই পথ ব্যবহার করে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। বর্তমানে বিজেপির পঞ্চায়েত বোর্ড থাকলেও কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা রত্না রায় জানান, রাজনৈতিক বিভেদের কারণেই উন্নয়ন থমকে রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, নতুন সরকার ও বর্তমান পঞ্চায়েতের কাছে দ্রুত পাকা রাস্তা নির্মাণের আবেদন জানানো হবে, যাতে যাতায়াতের স্থায়ী সমাধান হয়।

আমগুড়িতে বিজেপির বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/৩৫ বুথে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের আনন্দে মঙ্গলবার বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। এলাকার নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে এই মিছিলটি বুথের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। মিছিলে একটি ট্যাবলো বিশেষ আকর্ষণ ছিল, যেখানে রাম ও লক্ষণের প্রতিকৃতি নিয়ে পরিক্রমা করা হয়। কয়েকশো মানুষের অংশগ্রহণে মিছিলটি শেষে একটি মাঠে এসে সমবেত হয়। সেখানে একে অপরকে গেরুয়া আবির লাগিয়ে বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন কর্মী-সমর্থকরা। এলাকার

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা রত্না রায় বলেন, এই জয় শুধু বিজেপির নয়, সাধারণ মানুষের জয়। তাই সকলকে নিয়ে এই বিজয় মিছিল। বিজেপি নেতা জয়ন্ত রায় জানান, মিছিল শেষে বুথ সভাপতিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। প্রায় তিন হাজার মানুষের জন্য মাছ-মাংসসহ নানা খাবারের ব্যবস্থা করা হয় বলে তিনি জানান।

কালজানিতে অবৈধ বালু রুখল পুলিশ

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে ফের কড়া অভিযান চালাল কোচবিহার জেলা পুলিশ। সোমবার, ১২ মে দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ চিলাখানা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশান ঘাট সংলগ্ন কালজানি নদী এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযোগ ছিল, নদীর চর থেকে দুটি পাম্পিং মেশিন ব্যবহার করে বেআইনিভাবে বালু তোলা হচ্ছিল। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযান চালায় এবং অবৈধ কাজে ব্যবহৃত দুটি পাম্পিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করে। একই সঙ্গে মেশিনগুলির মালিককে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ উঠছিল। জেলা পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং জানান, আইনবিরোধী কোনও কাজ বরদাস্ত করা হবে না এবং অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে এমন অভিযান আগামী দিনেও চলবে।

জমি দখল চক্রের দাপট শিলিগুড়িতে

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শহরে ফের জমি দখলকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন উত্তর একটিয়াশাল এলাকায় প্রায় দেড় একর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ উঠেছে কুখ্যাত 'কেজিএফ গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে। জমির প্রকৃত মালিক অনুপম মৈত্রের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে অন্য এক ব্যক্তির নামে ওই জমি দখল করিয়ে দেওয়া হয়েছে৷

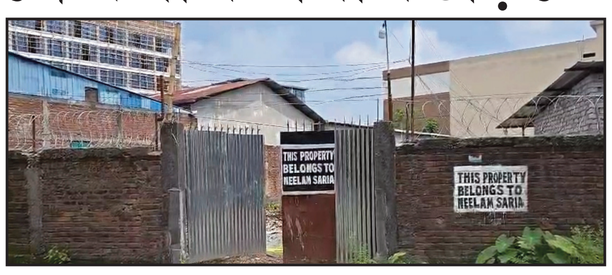

অনুপম মৈত্র জানান, বহু বছর আগে তিনি বৈধভাবে জমিটি ক্রয় করেন।

সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও গত এপ্রিল মাসে আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী জেসিবি মেশিন নিয়ে জমিতে ঢুকে পড়ে। তারা নির্মাণ ভেঙে দেয় এবং কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করে জমি দখল করে নেয়। পরে জমির বাইরে 'নিলম সরিয়া' নামে অন্য এক মালিকের নাম লিখে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরদিনই ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি। বাধ্য হয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে জমিতে ইনজাংশন জারি হলেও অভিযোগ, তা উপেক্ষা করেই সেখানে নতুন ঘর তৈরি করে নিরাপত্তারক্ষী বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনুপম মৈত্র পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকার বদল হলেও শিলিগুড়িতে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কমেনি। তৃণমূলের আশ্রয়ে থাকা এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আর্মি ক্যাম্পাস চুরি, উদ্ধার বাইক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ সেবক রোডের আর্মি ক্যাম্পাস থেকে চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধারে বড় সাফল্য পেল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম রাকেশ মিস্ত্রি (৩০)। তার বাড়ি খোলাচাঁদ ফাফরি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থানার একটি ডাকাতি মামলায় রাকেশ মিস্ত্রি আগে থেকেই জেলে বন্দি ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের

পুলিশ জানতে পারে, সেবক রোডের আর্মি ক্যাম্পাস থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেলের ঘটনায় তার যোগ থাকতে পারে। তদন্তে নেমে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, অন্য একটি মামলায় অভিযুক্ত বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলে রয়েছে। এরপর জলপাইগুড়ি আদালতের নির্দেশে তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে মোটরসাইকেল চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে বলে পুলিশ জানায়। ধৃতের দেখানো পথ অনুসরণ করে ফাফরি জঙ্গল এলাকা থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওই মোটরসাইকেলটি চুরি হয়েছিল। মঙ্গলবার ধৃতকে পুনরায় জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় সম্মান

জলপাইগুড়ির গর্ব গীতা কর্মকার

সুস্মিতা রায় ।। নয়া জামানা ।। জলপাইগুড়ি

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের গর্বের মুহূর্তে গোটা জলপাইগুড়ি জেলাকে সম্মানের শিখরে পৌঁছে দিলেন জেলার কৃতি নার্স গীতা কর্মকার। দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ নার্সিং সম্মান 'জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল পুরস্কার' তিনি গ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু,র হাত থেকে। এই সম্মান প্রাপ্তির মাধ্যমে জাতীয় স্তরে আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল জলপাইগুড়ির নাম।

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত গীতা কর্মকার এ বছর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্মানে ভূষিত হন। রোগীসেবায় তাঁর নিরলস নিষ্ঠা, মানবিক আচরণ, পেশাগত দক্ষতা এবং আত্মনিবেদনের স্বীকৃতিস্বরূপই তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সহকর্মীদের মতে, গীতা কর্মকারের কাছে রোগী কখনও কেবল একটি 'কেস' নয়, বরং একজন মানুষ;এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে৷

বিশেষ করে করোনা মহামারির ভয়াবহ সময়ে তাঁর ভূমিকা ছিল সত্যিই অনন্য। যখন সংক্রমণের ভয়ে অনেকেই আতঙ্কিত, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করে গিয়েছেন তিনি। দিনের পর দিন পরিবারের সঙ্গে দেখা না করে, দীর্ঘ সময় পিপিই কিট পরে কাজ করেছেন নিরলসভাবে। অসংখ্য করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবায় তিনি যে সাহস, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজও জেলার মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। শুধু হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তাঁর কাজ। সমাজসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডেও গীতা কর্মকার সক্রিয়ভাবে যুক্ত। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরিক সংসদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক উদ্যোগ এবং দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি শুধু একজন নার্স নন, বরং ভরসার নাম। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে গোটা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। চিকিৎসক মহল, নার্সিং স্টাফ, প্রশাসনিক কর্তারা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ;সকলেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছেন গীতা কর্মকারকে। অনেকের মতে, তাঁর এই সম্মান আগামী প্রজন্মের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। গীতা কর্মকারের এই অর্জনের মাধ্যমে জলপাইগুড়ির মুকুটে যুক্ত হলো আরও এক গৌরবোজ্জ্বল পালক।

ভোটকর্মীদের পারিশ্রমিক দাবিতে বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

রিঙ্কু সরকার, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেও দীর্ঘদিন পারিশ্রমিক না পাওয়ায় চরম ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের (এসডিও) দপ্তরে অভিযান চালিয়ে বকেয়া সম্মানিকের দাবিতে সরব হন শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া,নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া এলাকার ভোটকর্মীরা।

ভোটকর্মীদের দাবি, গত ১৩, ১৪ ও ১৬ এপ্রিল তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও পারিশ্রমিক জমা পড়েনি। একাধিকবার প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও স্পষ্ট উত্তর না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে বলে জানান তাঁরা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পরও মাসের পর মাস পারিশ্রমিক না পাওয়া অত্যন্ত হতাশাজনক। অনেকেরই অভিযোগ, এই সামান্য সম্মানিকের উপর নির্ভর করেই সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চলে। ফলে অর্থ না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এসডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ চলাকালীন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটকর্মীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এক সপ্তাহের মধ্যেই বকেয়া পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া হবে।

তবে নির্ধারিত সময়ে টাকা না পেলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভোটকর্মীরা।

বীরপাড়ায় অপহরণ মামলায় উদ্ধার দুই নাবালিকা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া থানার পুলিশের দ্রুত ও কার্যকর তৎপরতায় অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হলো ডালমোর এলাকার দুই নিখোঁজ নাবালিকা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দু'জন অভিযুক্তকে আটক করেছে। জেলা পুলিশের এই সাফল্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নাবালিকাদের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১০ মে বিকেলে ওই দুই নাবালিকা একটি স্থানীয় ফুটবল ম্যাচ দেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে পরদিন, ১১ মে, বীরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তদন্তে নামে। প্রাথমিক তদন্তে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় একাধিক টিম গঠন করে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। মোবাইল ট্র্যাকিং ও গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে অল্প সময়ের মধ্যেই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আটক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

ফালাকাটায় দুঃসাহসিক চুরি

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা শহরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সোমবার বিকেলে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপাড়ার বাসিন্দা অমিত দাসের ফাঁকা বাড়িতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাইরে থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা ঘরের টিনের বেড়া কেটে ভিতরে ঢোকে। এরপর স্টিলের আলমারির লকার ভেঙে সোনার অলঙ্কার চুরি করে পালায়। বাড়ি ফিরে ঘরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। অমিত দাসের স্ত্রী রিপা সরকার দাস জানান, প্রায় ৫০ গ্রাম সোনা চুরি হয়েছে, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা। রাতে ফালাকাটা থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

নকশালবাড়িতে এসএসবির জালে চার

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ নকশালবাড়িতে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে এসএসবির অভিযানে চারজনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন থাইল্যান্ডের দুই নাগরিক, নেপালের এক বাসিন্দা এবং এক ভারতীয় নাগরিক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ির রথখোলা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রথখোলা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে থাইল্যান্ডের বাসিন্দা নুসরা কিংওয়ান ও শাওনি চালাসিয়া, নেপালের বাসিন্দা শ্রেষ্ঠ ভরটালি এবং ভারতীয় নাগরিক মহম্মদ সলেমানকে আটক করা হয়। আটকদের কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত থাইল্যান্ডের দুই নাগরিকের একজনের কাছে ভারতীয় ভিসা এবং অপরজনের কাছে ই-ভিসা পাওয়া গেছে। অভিযানের সময় একটি চারচাকার গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পরে ধৃতদের নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পানিট্যাঙ্কিতে সিন্ডিকেট বিরোধী মিছিল বিজেপির

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির ইন্দো,নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কি এলাকায় সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মঙ্গলবার রানিগঞ্জ, বিন্নাবাড়ি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক অংশ নেন। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে তাঁরা সিন্ডিকেট প্রথা বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেন। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস,এর মদতে সিন্ডিকেট রাজ চলেছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক টাকা তোলা, নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন কারবারে বেআইনি হস্তক্ষেপ করা হতো বলে দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, এই প্রথার জেরে সাধারণ মানুষ কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মিছিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতারা বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই এই

খড়িবাড়ির ইন্দো,নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কি এলাকায় সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মঙ্গলবার রানিগঞ্জ,বিন্নাবাড়ি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক অংশ নেন। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে তাঁরা সিন্ডিকেট প্রথা বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেন।

ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। আগামী দিনে কেউ সিন্ডিকেটের নামে টাকা দাবি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, শ্রমজীবী মানুষদের ভয়মুক্ত পরিবেশে কাজের সুযোগ করে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা তপশিলী মোর্চার সভাপতি মনীষা সরকার, জেলা মুখপাত্র ববিতা ছেত্রী, মন্ডল সভাপতি রীনা মন্ডল-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় নেতারা জানান, সিন্ডিকেট প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। এলাকায় এই কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়ায়।

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

অবশেষে সুবিচার ! সরকার বদল হতেই দোকানঘর ফিরে পেলেন প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্ত্রী

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ এ যেন ক্ষ্মকারো সর্বনাশ,কারো পৌষ মাসক্ষ্ম। বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্য ঘটে গিয়েছে পালাবদল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আর এই নির্বাচন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলেছে একের পর এক সামাজিক পরিবর্তন। বিজেপি তাদের নির্বাচনী স্লোগান রেখেছিল ক্ষ্মভয় আউট, ভরসা ইনক্ষ্ম। এবার সেই স্লোগানে ভরসা করে ক্ষ্মসাহসী ক্ষ্ম হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষ। ভরসা -তেই নিজের দোকানঘর প্রায় এক দশক পর ফিরে পেলেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলরের স্ত্রী।মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জের ১৩নং ওয়ার্ডের আদর্শপল্লি সংলগ্ন হাই রোডে নিজের দোকানঘর দখলমুক্ত করলেন ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রয়াত হারাধন দাসের স্ত্রী মানসী দাস। উল্লেখ্য দোকানঘরটি পূর্ববর্তী শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে মানসী দাস বলেন তাঁর স্বামী হারাধন দাস ১৩ নং ওয়ার্ডের দশ বছরের কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি শেষের দিকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় চাকরি পান। তিনি পরলোক গমন করার পর ২০১৭ সালে পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে এই ওয়ার্ডে মানসী দাস প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। যদিও সে বছর ছাপ্পা ভোটের দাপটে হার স্বীকার করতে হয় বলে অভিযোগ তাঁর। আরও অভিযোগ তারপর এই দোকানঘর টি কার্যত দখল করে নেয় তৃণমূল। বেশ কয়েকবার অনুরোধ করলেও কর্ণপাত করেননি দলের নেতারা। বর্তমানে অঙ্গনওয়ারি চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন মানসী। ভয়ের কারণে এতদিন এই বিষয়ে মুখ খোলেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানান, বর্তমানে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। তাই তিনি এই দোকানঘর টি দখলমুক্ত করে খোলার সাহস পেয়েছেন। তিনি জানান আগামীতে এই দোকানঘরে কিছু ব্যবসা করতে পারবেন। সরকার পরিবর্তনের পর এই দোকানঘর ফিরে পাওয়ায় স্বভাবতই খুশি মানসী।

বিষাণ নাট্য সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ পঞ্চাশ (৫০) বছরে পদার্পণ করল গাজোলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বিষাণ নাট্য সংস্থা'। এই গৌরবময় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। এদিন বর্ণিল এই শোভাযাত্রাটি গাজোল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এরপর মূল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। সংস্থার ৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে মঞ্চে ৫০টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষাণ নাট্য সংস্থার সম্পাদক গদাধর রায়, অন্যতম অভিনেতা সঞ্জীব সরকার, গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিধানচন্দ্র রায়, গাজোল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যুৎ কুমার সর্দার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নাট্যপ্রেমী ও সাধারণ দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক বিশেষ মাত্রা পায়।

নতুন পৌরপ্রশাসক দায়িত্ব নেবার পূর্বেই বকেয়া বেতন নিয়ে বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদের

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ কারো বেতন বাকি ছয় মাস, কারো সাত মাস কারো বা আট মাস। দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছে না রায়গঞ্জ পুরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। আন্দোলন করছেন বারংবার, ডাক দিয়েছেন কর্ম বিরতির। কিন্তু কোনো হেলদোল নেই রায়গঞ্জ পুরসভার ।ইতিমধ্যেই পালাবদল হয়েছে রাজ্যে। ক্ষমতায় এসেছে নতুন সরকার। তাই অস্থায়ী কর্মীরা আবার আশায় বুক বাঁধছেন। সোমবার রায়গঞ্জ পৌরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাথে দেখা করে তাদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানান কর্মীরা। ২০১৭ সালে শেষবারের জন্য নির্বাচিত বোর্ড আছে পৌরসভায়। পাঁচ বছর পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও প্রশাসক মন্ডলী এবং পরে প্রশাসক বসিয়ে পৌরসভা চালায় তৃণমূল সরকার। সেই সময় থেকেই বেতন সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত। প্রায় ৮০০ সাফাই কর্মী রয়েছে এই মুহূর্তে পৌরসভায়। যাদের মধ্যে প্রায় ৪০০কর্মী সরাসরি রাস্তা সাফাইয়ের কাজ করে। বকেয়া বেতন না পেয়ে চরম সমস্যায় রয়েছে এই সকল কর্মীরা। মঙ্গলবার পৌরসভায় জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান এই সকল কর্মীরা। তারা অভিযোগ্ করেন, তাদেরকে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই পৌর প্রশাসকের পর থেকে ইস্তাফা দিয়েছেন প্রাক্তন পৌরপতি তথা পৌর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। রাজ্য সরকারের কাছে মেল মারফত তিনি তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন। পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পৌর প্রশাসক পদে দায়িত্ব নিচ্ছেন মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দোপাধ্যায় ।আজ, বুধবার সম্ভবত তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তার আগেই এক্সিকিউটিভ অফিসার মদন মন্ডলের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানান অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। যদিও এক্সিকিউটিভ অফিসার মদন মন্ডল জানান, কর্মীদের সমস্যার কথা শুনেছি ।বুধবার পৌর প্রশাসক হিসেবে মহাকুমা শাসক দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তিনি সাফাই কর্মীদের বকেয়া বেতনের বিষয়টি শুনে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে কর্মীদের কাজ ছেড়ে দিতে বলার অভিযোগটিকে তিনি ভিত্তিহীন বলেন।

জিম থেকে বেরোতেই যুবকের উপর দুষ্কৃতি হামলা ! রড-উইকেট দিয়ে বেধড়ক মার

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহ শহরে ।সোমবার ভর সন্ধ্যায় শহরের ১ নম্বর গভমেন্ট কলোনী এলাকায় এক যুবকের উপর ভয়াবহ হামলার অভিযোগ উঠল কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে।

লোহার রড, কাঠের উইকেট এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ওই যুবককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।আক্রান্ত যুবকের নাম রাতুল গড়াই। তিনি মালদহ শহরের ৩ নম্বর গভমেন্ট কলোনীর বাসিন্দা ।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সোমবার সন্ধ্যাতেও তিনি স্থানীয় একটি ফিটনেস সেন্টারে শরীরচর্চা করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ জিম থেকে বের হওয়া মাত্রই দুটি বাইকে করে মুখ ঢাকা অবস্থায় সাত-আটজন দুষ্কৃতী সেখানে হাজির হয় ।এরপর আচমকাই রাতুলের উপর চড়াও হয় তারা ।হাতে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখানোর পাশাপাশি লোহার রড ও কাঠের উইকেট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।প্রাণ বাঁচাতে কোনওরকমে দৌড়ে ফের ফিটনেস সেন্টারের ভিতরে ঢুকে পড়েন রাতুল ।তার চিৎকার শুনে জিমে থাকা বন্ধুরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা দ্রুত বাইকে চেপে এলাকা ছাড়ে ।কী কারণে এই হামলা,তা এখনও স্পষ্ট নয়। আক্রান্ত যুবক ও তার পরিবার গভীর আতঙ্কে রয়েছেন। গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রেশনে 'কারচুপি', চাঁচলে ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ চাঁচলে রেশন বণ্টনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হল ।চাঁচল থানার শাহবাজপুর কালীতলা এলাকায় এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে ওজনে কম চাল দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় রেশন গ্রাহকেরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয় ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার রেশন ডিলার আলাউদ্দিন আহমেদের দোকান থেকে দীর্ঘদিন ধরেই কম পরিমাণ চাল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল ।মঙ্গলবার কয়েকজন গ্রাহক চালের ওজন মাপতেই অভিযোগ সামনে আসে যে,কার্ড পিছু প্রায় ২৬৬ গ্রাম করে চাল কম দেওয়া হচ্ছে। এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা রেশন দোকানের সামনে জড়ো হয়ে ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ।পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী থেকে এভাবে চাল কম দেওয়া একপ্রকার প্রতারণা ।বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কড়া হস্তক্ষেপও দাবি করেন তাঁরা ।অনেকেই জানান, আগে থেকেও এমন অভিযোগ থাকলেও এবার হাতেনাতে বিষয়টি ধরা পড়ে ।যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেশন ডিলার আলাউদ্দিন আহমেদ। তাঁর দাবি, চাল ওজন করার যন্ত্রে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেওয়াতেই এই সমস্যা হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৫ কেজি চালে প্রায় ৪০০ গ্রাম কম দেখাচ্ছিল ।বিষয়টি বুঝতে পেরেই আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ।এতে আমার কোনও ব্যক্তিগত ভূমিকা নেই। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে ।প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

গ্রাহকের জয় , বিমা সংস্থাকে সুদ সহ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ উপভোক্তা আদালতের রায়, বিমা সংস্থাকে সুদ সহ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ উপভোক্তা আদালতের। জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৬ মে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত এলাকায় আশরাফ আলীর একটি হাইড্রোলিক এস্কেভেটরে আগুন লাগিয়ে দেয় কিছু দুষ্কৃতী। ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ভারী যন্ত্রটি। এরপর বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে একটি বেসরকারি বিমা সংস্থা গো ডিজিট-এর কাছে আবেদন জানান আশরাফ আলী। অভিযোগ, সমস্ত নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও বিমা সংস্থা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। এরপর প্রথমে বংশীহারী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আশরাফ আলী। পরে বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট কনজিউমার ফোরাম আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী অভিক কুমার সিনহা জানান, তার মক্কেল যথাযথভাবে বিমার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিমা সংস্থা সেই দাবি নাকচ করে দেয়। এরপর আমরা কনজিউমার ফোরামে মামলা হয়। আদালত সমস্ত নথি ও তথ্য খতিয়ে দেখে তার মক্কেলের পক্ষেই রায় দিয়েছে। তিনি আরও জানান, আদালত বিমা সংস্থাকে ২৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা মূল ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি মামলার প্রথম দিন থেকে ৯ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে পুরো অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আদালতের রায়ে খুশি মামলাকারী।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে হিন্দু মহিলাদের পাশে বিজেপি, আশ্বাস জেলা সভাপতির

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী ১ জুন থেকে এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পকে নারীকল্যাণ ও আর্থিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তবে এসআইআর তালিকা থেকে বহু মহিলার নাম বাদ পড়ার বিষয়টি সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই কিছু মহিলার মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বহু হিন্দু পরিবারের মহিলারা তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের আশ্বস্ত করে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি নিমাই কবিরাজ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, কোনও যোগ্য হিন্দু মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তাঁর বক্তব্য, যেসব হিন্দু মহিলার নাম বর্তমানে তালিকাভুক্ত নয় বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাঁদের জন্য কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের পথ তৈরি করা হবে। নাগরিকত্বের স্বীকৃতি মিললেই তাঁরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-সহ সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। নিমাই কবিরাজ বলেন, বিজেপি সরকার সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। কোনও প্রকৃত উপভোক্তা যাতে শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বঞ্চিত না হন, সেদিকে সরকার বিশেষভাবে নজর রাখছে।

তিনি আরও বলেন, নতুন সরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করছে। তাই প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে তাঁদের হাতে সরকারি পরিষেবার সুফল পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যেকোনও জটিলতা আইনসম্মত এবং সাংবিধানিক পথেই দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, এটি রাজ্যের মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার এক বৃহৎ পদক্ষেপ। নতুন সরকারের এই উদ্যোগে জেলার বহু মহিলা ও তাঁদের পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। বিজেপির মতে, প্রকৃত উপভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করেই উন্নয়নের মূলস্রোতে সকলকে সামিল করাই তাঁদের লক্ষ্য।

বুনিয়াদপুরের পাঠাগার থেকে উদ্ধার সাপ

মঙ্গলবার সর্পাতংকে হুলুস্থুল পড়ে গেল বুনিয়াদপুর পল্লীপাঠাগারে ।এদিন দুপুরে পাঠাগারের কর্মী তনুশ্রী গায়েন হঠাৎ লক্ষ্য করেন, একটি সাপ জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে ।তার চিৎকারে হাতেগোনা কয়েকজন পাঠক সর্পাতংকে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।মহিলা কর্মী দেখেন যে, সাপটি আলমারির নিচে ঢুকে গেল ।তিনি উপায় না দেখে পল্লীপাঠাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতি গোবিন্দ তালুকদারকে বিশদ জানিয়ে ফোন করেন ।তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বনদপ্তরে ফোন করে সাপটি ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

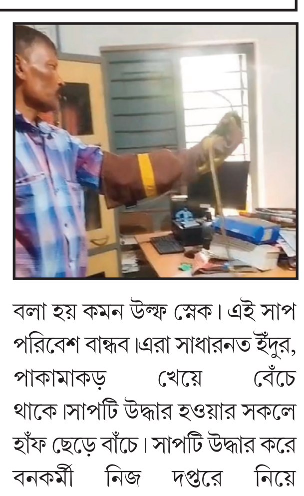

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মঙ্গলবার সর্পাতংকে হুলুস্থুল পড়ে গেল বুনিয়াদপুর পল্লীপাঠাগারে ।এদিন দুপুরে পাঠাগারের কর্মী তনুশ্রী গায়েন হঠাৎ লক্ষ্য করেন, একটি সাপ জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে ।তার চিৎকারে হাতেগোনা কয়েকজন পাঠক সর্পাতংকে বাইরে বেরিয়ে আসেন ।মহিলা কর্মী দেখেন যে, সাপটি আলমারির নিচে ঢুকে গেল ।তিনি উপায় না দেখে পল্লীপাঠাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতি গোবিন্দ তালুকদারকে বিশদ জানিয়ে ফোন করেন ।তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বনদপ্তরে ফোন করে সাপটি ধরার জন্য অনুরোধ করেন ।খবর পেয়েই বনদপ্তরের একজন কর্মী এসে বহু চেষ্টার পর সাপটি ধরতে সক্ষম হন ।বনদপ্তরের কর্মী জানান, সাপটি নির্বিষ এবং এই সাপের নাম ঘরচিতি ।ইংরেজিতে বলা হয় কমন উল্ফ স্নেক। এই সাপ পরিবেশ বান্ধব ।এরা সাধারনত ইঁদুর, পাকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে ।সাপটি উদ্ধার হওয়ার সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সাপটি উদ্ধার করে বনকর্মী নিজ দপ্তরে নিয়ে যান ।পল্লীপাঠাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতি গোবিন্দ তালুকদার বলেন, পাঠগারের পাশেই এক ডোবা এবং জঙ্গল থাকায় সম্ভবত সেখান থেকেই সাপটি ঘরে প্রবেশ করে ।ভাগ্যিস সেটি বিষাক্ত নয়! তবে, সাপটি উদ্ধার করায় সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

পরিত্যক্ত স্কুল বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ আগুন, এলাকায় চাঞ্চল্য

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ পাঞ্জিপাড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত স্কুল বিল্ডিংয়ে আচমকা আগুন লাগার ঘটনায় মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ওই স্কুল ভবনটি এলাকায় কিছু দুষ্কৃতীদের নেশার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। অভিযোগ, মঙ্গলবার নেশা করার সময় অসাবধানতাবশত কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন বিল্ডিংয়ের একাংশে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দমকল কর্মীরা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিত্যক্ত ভবনগুলিতে প্রশাসনের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় দিন দিন অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত একাধিক কর্মী

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসে বড়সড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া হল। মঙ্গলবার বিকেলে ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক অঞ্চল সভাপতিসহ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশিদ।

সাংবাদিক বৈঠকে হারুন রশিদ জানান, দীর্ঘদিন ধরে দলের বিরোধী কার্যকলাপ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ উঠছিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি দলীয়ভাবে খতিয়ে দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ।বহিষ্কৃতদের তালিকায় রয়েছেন গাইসাল-১ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি নওশাদ আনজুম, গাইসাল-২ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি মুকিমউদ্দিন, গোবিন্দপুর অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি কমরুল হক এবং মাটিখুন্দা-২ এলাকার মতিউর রহমান ।এদিন হারুন রশিদ বলেন,

দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কেউ যদি দলের আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করেন বা দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।তিনি আরও জানান, আগামী দিনে ইসলামপুর ব্লকজুড়ে কংগ্রেস সংগঠনকে আরও মজবুত করতে নতুন করে সাংগঠনিক কর্মসূচি নেওয়া হবে। তৃণমূল স্তরে কর্মীদের সক্রিয়তা বাড়ানো এবং দলীয় ঐক্য বজায় রাখার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ব্লক সভাপতি ।রাজনৈতিক

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

রানিতলায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ রানিতলা থানার পুলিশ রবিবার এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম শাজাহান আলী (৬০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, থানার অন্তর্গত আলাইপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার পরিচয় নিশ্চিত হয়। এদিন তাকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। কী কারণে তিনি এপারে এসেছিলেন এবং তার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভরতপুরে দুঃসাহসিক চুরি, নগদ-গয়না লুঠে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর থানার আঙ্গারপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জহুর আলি সেখের বাড়িতে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা নগদ টাকা, সোনার গয়না-সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুঠ করে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে জহুর আলির দুই পুত্রবধূ ও ছেলেরা পাশের একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা অত্যন্ত কৌশলে ঘরের গ্রিলের লক বাইরে থেকে আটকে দেয়, যাতে কেউ বেরোতে না পারেন। এরপর তারা জহুর আলির মা ক্ষীরমুনি বিবির ফাঁকা ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। অভিযোগ, ঘরের ভিতরে থাকা আলমারি, বাক্স ও ড্রামের তালা ভেঙে প্রায় এক লক্ষ টাকা নগদ এবং একটি সোনার আংটি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি, বেশ কিছু মূল্যবান কাঁসা ও পিতলের সামগ্রীও খোয়া গিয়েছে বলে পরিবারের দাবি। যাওয়ার আগে ঘরের জামাকাপড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তছনছ করে রেখে যায় দুষ্কৃতীরা। ক্ষতিগ্রস্ত জহুর আলি সেখ জানান, রাত প্রায় ১২টা নাগাদ তিনি বাড়ির বাইরে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে আসেনি। পরিবারের অনুমান, মধ্যরাতের পরেই চুরির ঘটনাটি ঘটে। সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, ঘরের গ্রিল বাইরে থেকে বন্ধ। পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় তারা বাইরে বেরিয়ে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। ঘটনার পর ভরতপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের, আহত আরও দুই

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার বালিদিয়ার গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম তাহিরুল শেখ। তাঁর বাড়ি জলঙ্গি থানা এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে তিনি রানীনগরের বুধুরপাড়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ সেখানে কাটানোর পর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরবাইকে করে এলাকায় বের হন বলে জানা যায়। অভিযোগ, সেই সময় রাস্তার মধ্যে একটি সাইকেলের সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাহিরুল শেখ ও তাঁর বন্ধু। আহত হন সাইকেল আরোহীও। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের গোধনপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাহিরুল শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর দুই আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রানীনগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির আনন্দের পরিবেশ মুহূর্তে শোকে বদলে যায়। মৃতের পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ।

মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টার। চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফল করেছে।

এর মধ্যে বালিয়া হাইস্কুলের ছাত্র আমিন সেখ ৬০০-র বেশি নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম দশের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও নাজরিন খাতুন, বর্ষা হালদার, নাসিমা খাতুন ও রিয়া খাতুন সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সকলেই বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী। এই সাফল্য উপলক্ষে কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কোচিং সেন্টারের প্রধান শিক্ষক সেতাবুর রহমান জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত।

হরিহরপাড়ার যুবকের আঙুর চাষে নতুন আশার আলো মুর্শিদাবাদে

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ হরিহরপাড়ার যুবকের সাফল্যে চর্চা রাজ্যজুড়ে, ফোন আসছে বাংলাদেশ থেকেও। মুর্শিদাবাদের মাটিতে এবার নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখালেন হরিহরপাড়ার যুবক শেহেরুল শেখ। জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের সলুয়া আকুন্দবেরিয়া এলাকার বাসিন্দা শেহেরুল পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিলেন আঙুর চাষ। আর সেই চাষই এখন তাকে এনে দিয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই নতুন ধরনের কৃষিকাজ নিয়ে আগ্রহ ছিল শাহরুলের। সেই ভাবনা থেকেই নিজের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে আঙুর চাষ শুরু করেন তিনি। প্রথমদিকে অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও, ধীরে ধীরে গাছে ফল ধরতে শুরু করলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বর্তমানে তার বাগানে ফলেছে সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় আঙুর, যা দেখে অবাক স্থানীয় মানুষজনও। সম্প্রতি নিজের আঙুর বাগানের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেন শেহেরুল। এরপরই রাতারাতি ভাইরাল হয়ে পড়েন তিনি। মুর্শিদাবাদ তো বটেই, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ ফোন করে আঙুর চাষ সম্পর্কে তথ্য নিচ্ছেন বলে দাবি শেহেরুলের। শেহেরুল জানান, প্রতিদিন কয়েক হাজার ফোন কল রিসিভ করতে হচ্ছে তাকে। অনেকেই তার বাগান দেখতে আসতে চাইছেন, আবার কেউ কেউ আঙুর চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এত সংখ্যক ফোন আসায় তার নিত্যদিনের কাজকর্মেও কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে বলে তিনি জানান। তবে এত কিছুর মধ্যেও নিজের সাফল্যে খুশি শেহেরুল। তিনি মনে করছেন, সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম থাকলে মুর্শিদাবাদের মাটিতেও আঙুর চাষ সম্ভব। তার এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জেলার অন্যান্য কৃষকদেরও নতুনভাবে ভাবতে উৎসাহ দেবে বলেই মত এলাকার মানুষের।

বাংলার বৃহত্তম টাঁকশালের স্মৃতি...

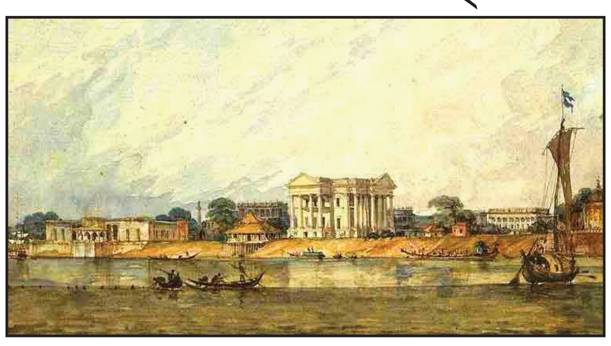

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গঙ্গার পলিতে ঢাকা পড়েছে ইতিহাস। অথচ এক সময় এই মাটির নিচেই স্পন্দিত হতো বাংলার অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জে মাটি খুঁড়তে গিয়ে শ্রমিকের কোদালে হঠাৎই বেজে উঠেছিল ধাতব শব্দ। মাটির জালা ভর্তি মোহর দেখে চমকে উঠেছিলেন সকলে। সেই মোহর পরীক্ষার পর রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এগুলি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব টাকশালের তৈরি। উদ্ধার হওয়া সেই পঁয়ষট্টিটি মোহর এখন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও জগৎশেঠ মানিকচাঁদের হাতে গড়া সেই টাকশালই ছিল এক সময় বাংলার বৃহত্তম মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যখন 'মুকসুদাবাদের' নাম বদলে 'মুর্শিদাবাদ' রাখলেন, তখনই তিনি এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বুনেছিলেন। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে। সুদূর পাটনা বা ঢাকা থেকে মুদ্রা আনিয়ে ব্যবসা চালানো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই সমস্যা মেটাতেই জন্ম নিল মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক টাকশাল। মূলত মানিকচাঁদের কুঠির বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরেই এটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রাও এই কারখানায় তৈরি হয়েছে। তবে টাকশালের সঠিক অবস্থান নিয়ে আজও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কারো মতে এটি ছিল ইচ্ছাগঞ্জের বিপরীতে, পরে যা ইমামবাড়ার কাছে সরে আসে। বর্তমান ইমামবাড়ার সামনের ঘাটটির নাম আজও 'মিন্টঘাট', যা সেই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। আবার একাংশের দাবি, যেহেতু টাকশাল দেখভালের ভার ছিল জগৎশেঠদের ওপর, তাই কারখানাটি ছিল তাঁদের বাড়ির ঠিক পাশেই। কিন্তু গঙ্গার করাল গ্রাসে জগৎশেঠদের সেই বসতবাড়ির সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে বাংলার বৃহত্তম টাকশালের অস্তিত্ব। নবাবী আমলে সোনা-রুপোর একচেটিয়া কারবারী ছিলেন জগৎশেঠরা। যে কেউ সোনা বা রুপো নিয়ে এই টাকশালে গেলে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে মোহর তৈরি করে নিতে পারত। এই কমিশন ভাগ হতো নবাব ও শেঠদের মধ্যে। ইংরেজ, ফরাসি বা ডাচ বণিকরাও বাধ্য হতেন এই দেশি টাকশালের দ্বারস্থ হতে। ১৭২৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু টাকশালের কমিশন বাবদ নবাবের কোষাগারে জমা পড়েছিল ছয় লক্ষ টাকা। লভ্যাংশের নিরিখে এটি ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের এই টাকশালের মুদ্রা চেনার এক অমোঘ বৈশিষ্ট্য ছিল 'যুঁইফুল' ছাপ। বাদশা ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত এই টাকশালের মুদ্রা আজও সংরক্ষিত আছে পাকিস্তানের লাহোর মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বের বিশেষ বছরগুলিতে যে মুদ্রাগুলি বের হতো, তার এক পিঠে থাকত ফার্সি হরফে বাদশার নাম এবং অন্য পিঠে লেখা থাকত 'জবরে মুর্শিদাবাদ' বা 'জলুষ ১৯'। এই নিখুঁত ছাঁচ ও শৈলী দেশি মুদ্রাশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে এই টাকশালের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। মজার বিষয় হলো, কোম্পানি যখন কলকাতায় নিজস্ব টাকশাল গড়ল, তখনও তারা দীর্ঘকাল ধরে মুর্শিদাবাদের নাম ও বিখ্যাত যুঁইফুল প্রতীক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল মুদ্রার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে। মানিকচাঁদের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন এই টাকশালের দায়িত্ব সামলেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে সগৌরবে চলার পর অবশেষে আধুনিকতার চাপে ও নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় বাংলার এই শ্রেষ্ঠ টাকশাল। আজ মাটির ঢিপি আর ভাঙা কলসিতেই আটকে আছে সেই স্বর্ণযুগের ইতিহাস। ফটো সোশ্যাল মিডিয়া ।

লোকসভায় বিজেপিকে 'অঘোষিত সমর্থন'-এর ইঙ্গিত হুমায়ুন কবীরের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর রাজ্যে প্রথমবার সরকার গঠন করেছে বিজেপি। শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই আবহেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন হুমায়ুন কবির। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শনিবার জানান, আগামী ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের অধিকাংশ আসনে বিজেপিকে তঅঘোষিত সমর্থনদ দিতে প্রস্তুত তাঁর দল। হুমায়ুন কবীর বলেন, মুর্শিদাবাদের তিনটি, মালদার দুটি এবং রায়গঞ্জ; এই ছয়টি লোকসভা আসনে তাঁদের দল প্রার্থী দেবে। বাকি আসনগুলিতে বিজেপিকে সমর্থনের ইঙ্গিত দেন তিনি। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের আসনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন। তিনি দাবি করেন, বহরমপুর কেন্দ্র থেকে নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং জঙ্গিপুর ও বহরমপুরে তাঁর দলের প্রার্থীদের জয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করবেন। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার দলবদল করেছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি প্রথমে কংগ্রেসে ছিলেন, পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর বিজেপিতে গেলেও পুনরায় তৃণমূলে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে দলবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তৃণমূল তাঁকে বহিষ্কার করলে তিনি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' গঠন করেন। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে নওদা ও রেজিনগর; দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন হুমায়ুন কবীর। তবে নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন তাঁকে ছাড়তে হবে। ইতিমধ্যেই তিনি জানিয়েছেন, রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেবেন এবং সেখানে তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদকে প্রার্থী করা হতে পারে। কিছুদিন আগেও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমা চাইলে সমর্থনের কথা বলেছিলেন হুমায়ুন কবীর। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর অবস্থান বদল এবং বিজেপিকে সমর্থনের ইঙ্গিত ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায় মেমু পরিষেবায় সম্প্রসারণ

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায় মেমু পরিষেবার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিল শিয়ালদহ বিভাগ।

আগামী ১৪ মে থেকে অতিরিক্ত একটি মেমু রেক চালু করা হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে দীর্ঘপথের যাত্রীদের ভ্রমণ আরও আরামদায়ক ও সুবিধাজনক হবে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ/কলকাতা থেকে লালগোলা পর্যন্ত প্রায় ২২০ কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। দীর্ঘদিন ধরেই এই রুটের যাত্রীরা শৌচাগার-সহ আধুনিক সুবিধাযুক্ত ট্রেনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও প্রবীণ যাত্রীদের সমস্যার কথা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল প্রশাসন। রেল সূত্রে খবর, আগে শিয়ালদহ-লালগোলা রুটে মাত্র একটি মেমু পরিষেবা চলাচল করলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ছয়ে পৌঁছেছে। নতুনভাবে মেমু রেকে রূপান্তরিত হওয়া ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে; ৬৩১০৫/৬৩১০৪, ৬৩১০৭/৬৩১০৬ এবং ৬৩১৭৭/৬৩১০৮ নম্বর শিয়ালদহ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার পরিষেবা। এই ট্রেনগুলি আগে ইএমইউ রেক দ্বারা পরিচালিত হত। শুধু লালগোলা শাখাই নয়, রানাঘাট শাখাতেও পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ করতে চালু করা হয়েছে ৬৩১১১ শিয়ালদহ-রানাঘাট মেমু প্যাসেঞ্জার। পাশাপাশি ৬৩১৩৩/৬৩১৩৪ মেমু পরিষেবা সংযোজনের ফলে রানাঘাট-লালগোলা শাখায় মেমু ট্রেনের সংখ্যা কার্যত দ্বিগুণ হয়েছে। অন্যদিকে, কলকাতা স্টেশন থেকে লালগোলাগামী ৬৩১০১/৬৩১০২ পরিষেবা, যা এতদিন মেমু রেক দিয়ে পরিচালিত হত, তা আপাতত ইএমইউ রেকে চালানো হবে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, মেমু রেকগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, যাত্রীদের জন্য আরও স্বাস্থ্যসম্মত, মর্যাদাপূর্ণ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। আধুনিক মেমু পরিষেবা চালুর মাধ্যমে প্রতিদিনের হাজার হাজার যাত্রীর চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, এই পদক্ষেপের ফলে শিয়ালদহ-লালগোলা ও সংলগ্ন শাখাগুলিতে যাত্রী পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং দৈনন্দিন যাতায়াত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে।

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখা যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখনউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

পঞ্চায়েত ভবনে ছবি টাঙানো ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের নানুর ব্লকের দাসকলগ্রাম কড়েয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে একাধিক ছবি টাঙানোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুপস্থিত থাকার সময়ে বিজেপি নেতাকর্মীরা পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রী, ভারত মাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙিয়ে দেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত দফতরে পৌঁছে ওই ছবিগুলি টাঙায়। একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নিয়ম মেনে পরিচালনার দাবিতে আধিকারিকদের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেওয়া হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তথা নানুর ২ নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি তারকেশ্বর সাহা। তিনি বলেন, আমরা চারটি ছবি লাগিয়ে দিয়েছি। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবিতে আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া সরকারি দফতরে রাজনৈতিকভাবে ছবি টাঙানো অনভিপ্রেত এবং তা প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। যদিও এ বিষয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানুরের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি কর্মী সন্দেহে কালীগঞ্জে যুবককে পিটিয়ে খুন

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বাজি ফাটানোর ঘটনায় লাগলো রাজনৈতিক রং। তার পরেই এক তরুণকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গত ৮ মে নদিয়ার কালীগঞ্জ থানার শেরপুর গ্রামে এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন আজিম খাঁ (২৪)। সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, আজিমদের বাড়ির কাছে আম ও লিচু বাগান লিজে নিয়েছেন দুই ব্যবসায়ী শেরফুল খাঁ ও মান্নান খাঁ। ৮ মে দুপুরে হনুমান ও বাদুড় তাড়ানোর জন্য ওই ব্যবসায়ীরা বাজি-পটকা ফাটাচ্ছিলেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় বিজেপির ভালো ফলের জন্য বাজি ফাটানো হচ্ছে অনুমান করে আজিম ও তাঁর পরিবারের উপরে ক্ষোভ এসে পড়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের। অভিযোগ, এর পরেই গ্রামের সাত জন বাড়িতে ঢুকে টানতে টানতে আজিমকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে মাথায় ও গলায় হাঁসুয়ার কোপ মারেন। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিলেন ওই তরুণ। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে তাঁকে প্রথমে কালীগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই সোমবার সকালে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের পরে মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশের দাবি, এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণ একেবারেই নেই।যদিও তৃণমূল ও বিজেপি জানিয়েছে, নিহত তরুণ তাদের কর্মী বা সমর্থক নন। কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী তৃণমূলের শেফালি খাতুনও বলেন, শেরপুরের ঘটনায় দুই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল। এতে কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই।

পূজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত ৩

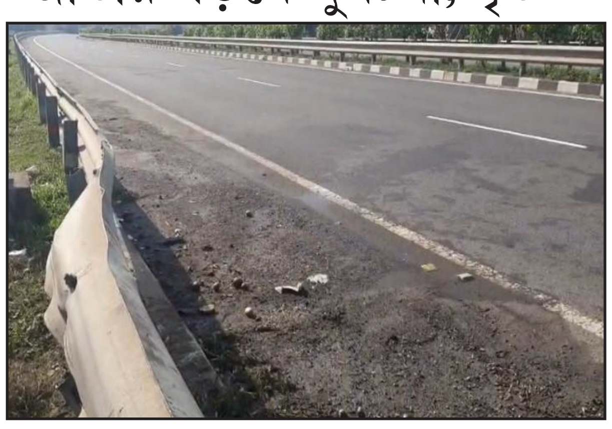

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পূজো দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় জাতীয় সড়কে ঘটে গেল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের এবং আহত প্রায় ১৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত তিনজনের বাড়ি নদীয়ার রানাঘাট ধানতলা দৌলা এলাকায়।

মৃতদের নাম গৌতম সিং, নারায়ণ সরকার এবং শ্রাবন্তী সিং। তাদের প্রত্যেকের বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় একই গ্রামের প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন পূজো দিতে গিয়েছিল বর্ধমানের জামালপুরে। তাদের মানতের পূজো ছিল সেখানে। সোমবার পুজো দিয়ে ম্যাক্স গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছিল তারা। রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া চাপাতলা এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পেছন থেকে একটি ডাম্পার গাড়ি এসে সজোরে ওই যাত্রীবোঝাই ম্যাক্স গাড়িটিতে ধাক্কা মারে। মুহূর্তে পাল্টি খেয়ে যাই ওই ম্যাক্স গাড়িটি। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। বাকিদের উদ্ধার করে রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। ঘাতক ওই ডাম্পার এবং ম্যাক্স গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তবে কি কারণে এই দুর্ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে রানাঘাট ধানতলা দৌলা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সরকার বলেন, তারা সকলেই পুজো দিতে গিয়েছিল জামালপুরে।পুজো দিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে একই সাথে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তারা।

লক্ষ্মী মন্দিরে ‘শুদ্ধিকরণ’ নিয়ে লাভপুরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ফুল্লরাতলা মন্দির চত্বরে ‘অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ’ লেখা ব্যানার টাঙানোকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার আবহ এখনও কাটেনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার লাভপুর স্টেশন সংলগ্ন লক্ষ্মী মন্দিরে আয়োজিত ‘শুদ্ধিকরণ’ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়।অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিজেপি নেতাকর্মীর উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা বাড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিশেষ পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মন্দির ‘শুদ্ধিকরণ’-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জয়ন্ত চন্দ্র। তিনি বলেন, পূর্বতন শাসক দলের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরটি নিজেদের মতো করে পরিচালনা ও ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের জন্য মন্দির পুরোপুরি উন্মুক্ত ছিল না। তাই বর্তমানে মন্দিরের ‘শুদ্ধিকরণ’ প্রয়োজন বলেই আমাদের মনে হয়েছে।অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিক্ষক মাধব দত্ত, স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু মানুষ। তাঁদের দাবি, মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখা এবং সকলের জন্য মন্দিরের দুয়ার খোলা রাখা জরুরি। অতীতে সেই পরিবেশ যথাযথভাবে বজায় থাকত না বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ফুল্লরাতলা মন্দিরে ‘অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ’ লেখা ব্যানার ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছিল। যদিও ব্যানার লাগানোর সঙ্গে জড়িত স্থানীয় কয়েকজন যুবক দাবি করেছিলেন, কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই।পরপর দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাভপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গ্রামীণ হাসপাতালের হাল হকিকত পর্যালোচনায় ‘অ্যাকশন মোডে’ বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নির্বাচনে জয়ের পর অনেকেই যখন রাজনৈতিক ব্যস্ততা বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন, তখন সাঁইথিয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর কাছে রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষের সেবা। সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনের পর এবার আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের দিনে হঠাৎ করেই সারপ্রাইজ ভিজিটে তিনি পৌঁছে যান প্যাটেল নগরের মহম্মদ বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে। বিধায়কের এই আকস্মিক সফর ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে তৈরি হয় চাঞ্চল্য ও উৎসাহের পরিবেশ। হাসপাতালে পৌঁছেই প্রথমে চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ, ভর্তি রোগীদের ওয়ার্ড থেকে শুরু করে হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন বিধায়ক। চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। কোথাও কোনো সমস্যা রয়েছে কি না, চিকিৎসা পেতে অসুবিধা হচ্ছে কি না, ওষুধ বা পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে কি না;সেই বিষয়েও সরাসরি সাধারণ মানুষের মতামত নেন তিনি।আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে হাসপাতালের নার্সদের বিশেষ শুভেচ্ছা ও সম্মান জানান

বিধায়ক। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলেন নার্সরা। দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে তাঁরা সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তাঁদের অবদান কখনও অস্বীকার করা যায় না। নার্সদের কাজের প্রশংসা করে তাঁদের আরও উৎসাহিত করেন তিনি।পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন বিধায়ক। সেখানে হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি, চিকিৎসা পরিষেবার মান, রোগীর চাপ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা, ওষুধ সরবরাহ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে ২৪ ঘণ্টা দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানান, চিকিৎসা পরিষেবায় কোনো রকম গাফিলতি বা অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। তবে শুধুমাত্র আশ্বাসেই থেমে থাকেননি তিনি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হাসপাতালের গেটের সামনে বিধায়কের নিজস্ব মোবাইল নম্বর এবং তাঁর প্রতিনিধি টিমের যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত একটি সহায়তা বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়। যাতে যেকোনো সমস্যায় বা জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এই উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।অনেকেই মনে করছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখার এই উদ্যোগ বাস্তবিক অর্থেই জনমুখী রাজনীতির পরিচয় বহন করে।এদিনের এই কর্মসূচিতে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় কর্মীরা। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় তাঁদেরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের পর থেকেই মানুষের সমস্যা ও প্রশাসনিক পরিষেবা নিয়ে যেভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন কৃষ্ণকান্ত সাহা, তাতে আগামী দিনে বীরভূমের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও গতি আসতে পারে।মানুষের পাশে থেকে কাজ করার এই বার্তা এবং সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর নজরদারি; দুই মিলিয়ে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের এই সফর নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিজেপির জয়ে কর্মী সমর্থকদের পদ্ম বিলোলেন চাষী নিখিল রায়

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিজেপিকে ভালোবেসে তিন বিঘা আয়তনের জলাশয়ে করেছিলেন পদ্মচাষ। তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপি বাংলার মসনদ দখল করায় আনন্দে আত্মহারা সত্তরোর্ধ্ব নিখিল রায় নিজের সেই জলাশয়ের সমস্ত পদ্ম তুলে বিলিয়ে দিলেন দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। নিজের জলাশয়ের পদ্মফুলের মালায় বরণ করলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী শ্রুতিশেখর গোস্বামীকেও। নিখিলবাবু চান, নতুন বিজেপি সরকার

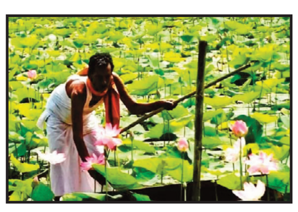

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটাক। মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একাধিক পরিকল্পনা যেন চালু করা হোক। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তাঁর আর্জি, রাজ্যের বেকার সমস্যা মেটাতে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হোক। এইরকম এক দলভক্ত কর্মীকে পেয়ে খুশি দলের অন্যান্য কর্মীরাও। ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখে বিজেপির প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল নিখিল বাবুর।সেই ভালোবাসা থেকেই পনের বছর আগে বাড়ির সংলগ্ন একটি জলাশয়ে কয়েকটি পদ্ম চারা রোপণ করেন।কাকতালীয়ভাবে হলেও নিখিলবাবু পদ্মচাষে বাংলার রাজনীতিতেও পদ্মচাষ হয়েছে বলে তিনি গর্ব করেন।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ভয়ের অবসান! বিজেপির উদ্যোগে গ্রামের ভিটেমাটিতে প্রত্যাবর্তন করল একাধিক পরিবার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের মহঃবাজার থানার অন্তর্গত ভাড়কাটা গ্রামের নূতন পাড়ায় দীর্ঘ কয়েক বছর পর নিজেদের বাড়িতে ফিরলেন একাধিক বাড়িছাড়া পরিবার। মঙ্গলবার সকাল থেকেই গ্রামে ফিরতে শুরু করেন প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন মানুষ। বহুদিন পর নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয় এলাকাজুড়ে।জানা গেছে, বিজেপি সংগঠনের উদ্যোগেই পরিবারগুলিকে পুনরায় গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অঞ্চল সভাপতি কর্নেল মুর্মু, সুশীল মুর্মু, মিস্ত্রি মুর্মু, বিমল হাঁসদা এবং বুথ সভাপতি সুরেশ মারিয়া সহ একাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক।পরিবারগুলোর অভিযোগ, রাজনৈতিক অত্যাচার ও লাগাতার হুমকির কারণেই এতদিন তারা এলাকা ছেড়ে বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।পরিবারগুলোর অভিভাবক তথা কিসান মোর্চা বীরভূমের ভাইস প্রেসিডেন্ট লালন ডোম দাবি করেন, তৃণমূলের কিছু নেতা-কর্মীর চাপ, হুমকি ও অত্যাচারের জেরেই তাদের গ্রামছাড়া হতে হয়। অভিযোগে তিনি কালী প্রসাদ ব্যানার্জী, মোশারফ আলী মোল্লা(পকেট) ও চন্দন শর্মার নাম উল্লেখ করেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রত্যক্ষদর্শী সুশীল মুর্মু জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ ছিল। সেই কারণেই বহু পরিবার নিজেদের বাড়িতে ফিরতে সাহস পাননি। মঙ্গলবার গ্রামে ফেরার পর স্থানীয় সাধারণ মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ান। গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে ফিরে আসা পরিবারগুলোর জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও করা হয়। দীর্ঘদিন পর বাড়িতে ফিরে অনেকের চোখে জল দেখা যায়। কেউ ভাঙা ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, কেউ আবার নতুন করে জীবন শুরুর স্বপ্ন দেখছেন।অন্যদিকে অভিযুক্তদের অন্যতম মোশারফ আলী মোল্লা ওরফে পকেট সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ছেলেগুলো কখনও বিজেপির কর্মী ছিল না। এরা আগে তৃণমূলের কর্মীই ছিল। ২০১৯ সালেও এরা তৃণমূল করত। কবে বিজেপি হলো, সেটা আমরা জানি না। তিনি আরও দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলে এলাকার পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহঃবাজারের ভাড়কাটা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে।

রামপুরহাট কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এবিভিপি-র বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বহু বছর ধরে রামপুরহাট কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার প্রতিবাদে এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল এবিভিপি সংগঠন।মঙ্গলবার বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত রামপুরহাট কলেজে এবিভিপির নতুন ও পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ, মিছিল ও স্লোগানের মাধ্যমে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। এদিন প্রথমে রামপুরহাট কলেজ মাঠ থেকে এবিভিপির পক্ষ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। সংগঠনের ছাত্র ও ছাত্রীরা হাতে এবিভিপির পতাকা নিয়ে কলেজ চত্বর ও মূল প্রবেশদ্বার পর্যন্ত মিছিল করেন। মিছিল চলাকালীন একাধিক স্লোগান দিতে থাকেন সংগঠনের সদস্যরা। পরে কলেজের মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আবারও বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে স্লোগান তোলা হয়। এরপর এবিভিপির ছাত্র ও ছাত্রীরা কলেজ চত্বরে সংগঠনের পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং কলেজের বিভিন্ন জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এবিভিপির পতাকা হাতে নিয়ে একাধিক স্লোগান দিতে থাকেন। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা কলেজের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কক্ষে যান। সেখানে ছাত্র ও ছাত্রীরা হাতে ভারত মাতার ছবি ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে গিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেন।পাশাপাশি

কলেজের একাধিক সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে লিখিত স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।সংগঠনের দাবি, ২০১৬ সালের পর থেকে রামপুরহাট কলেজে আর কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

এর ফলে কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়েছে এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মত প্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এবিভিপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কলেজে একপ্রকার স্বৈরাচারী পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের আবহ তৈরি হয়েছে। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ, কলেজ ক্যান্টিনে মাদকজাতীয় সামগ্রী বিক্রি, রাতে কলেজ চত্বরে অশান্তি এবং কলেজের পিছন দিকে অসামাজিক কার্যকলাপ চলার বিষয়ও তুলে ধরা হয়। দ্রুত এই সমস্ত বিষয়ের উপর নজরদারি বাড়িয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে।এছাড়াও এবিভিপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, কোনো রাজনৈতিক দলের ছেলেরা কলেজ চালাবে না, কলেজ পরিচালনা হবে শুধুমাত্র কলেজের ছাত্রছাত্রী ও প্রশাসনের নিয়ম মেনেই। কলেজ চত্বরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়া নিয়ম চালুর দাবি তোলা হয়। সংগঠনের বক্তব্য, কলেজের অফিসিয়াল আই-কার্ড ছাড়া কাউকে কলেজে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। আগে শুধুমাত্র ফোন করে অনুমতি নিয়ে কলেজে প্রবেশের অভিযোগ উঠছিল বলেও দাবি করেন সংগঠনের সদস্যরা। আই-কার্ড সঠিকভাবে যাচাই করেই কলেজে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে এবং কেউ নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তোলা হয়।পরে কলেজ চত্বরে এবং মূল প্রবেশদ্বারে এবিভিপির পতাকা লাগানো হয়। সমস্ত অভিযোগ ও দাবির বিষয় গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অভাবের সংসারেও মাধ্যমিকে ৬৪০, লক্ষ্য এবার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত চন্দ্রপুর থানার তাঁতিপাড়ার এক ছোট্ট বাড়ি। সেখানে অভাব যেন নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সেই অভাব দুঃখ আর প্রতিকূলতাকেও হার মানিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৪০ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে আর্টি গার্লস হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্রী মৌ দত্ত।তিন বছর আগে পরিবারের মাথার উপর থেকে সরে যায় বাবার স্নেহের ছায়া। মৌ এর বাবা মনোজ দত্তের মৃত্যুর পর থেকেই ভেঙে পড়ে সংসারের ভিত। তারপর থেকেই দুই মেয়ে ও বৃদ্ধ শাশুড়িকে নিয়ে সংসারের হাল ধরেন মৌ এর মা। জীবিকার একমাত্র ভরসা তাঁত শিল্পের কাজ।দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেও কোনোমতে চলে চারজনের সংসার।অভাবের

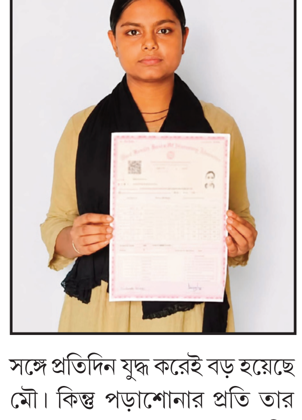

সঙ্গে প্রতিদিন যুদ্ধ করেই বড় হয়েছে মৌ। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তার জেদ আর একাগ্রতা কখনও থামেনি। ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী মৌ এবার মাধ্যমিকে ৬৪০ নম্বর পেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে ইচ্ছাশক্তি থাকলে দারিদ্র্যও স্বপ্নকে আটকে রাখতে পারে না।তবে এই সাফল্যের মাঝেও রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। মৌ এর স্বপ্ন বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করে বড় হওয়ার। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের পড়ার খরচ, বই-খাতা ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করা তার মায়ের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে জল নিয়ে মৌ জানায় আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু মায়ের পক্ষে হয়তো আর সম্ভব হবে না।আজ এই মেধাবী ছাত্রীর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন সমাজের সহৃদয় মানুষদের সাহায্যের হাত। প্রশাসন কিংবা কোনো শুভানুধ্যায়ী যদি এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও একদিন নিজের স্বপ্নপূরণ করতে পারবে তাঁতিপাড়ার মৌ দত্ত।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 13-05-2026 10:28 Page 8

আইপিএল নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া চক্র

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট উপলক্ষে প্রশাসনিক ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে শুরু হয় অনলাইন বেটিং চক্র। লক্ষ লক্ষ টাকার এই জুয়া চক্রের ফাঁদে অনেকেই সর্বশান্ত হয়ে পড়ছেন। বহু পরিবারে নেমে এসেছে আতঙ্কের ছায়া। যদিও ভোট পরবর্তীতে সেই জুয়ার চক্র এখনও চলছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। শহর ও জেলায় বিধানসভা নির্বাচন ও পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতে এখনও প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে পুলিশ প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যস্ততায় দিন কাটাচ্ছেন। ঠিক সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই শহর বর্ধমানে রমরমিয়ে চলছে অনলাইন বেটিং বা জুয়ার চক্র। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় এই জুয়া চক্রের প্রভাব বেশি। বর্তমানে দেশজুড়ে আইপিএল-এর মরশুম চলায় এই খেলাকে কেন্দ্র করেই জাঁকিয়ে বসেছে অবৈধ ব্যাবসার কারবার। সূত্রের খবর, খোদ বর্ধমান শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই বেটিং চক্রের জাল এতটাই গভীরে ছড়িয়েছে যে, প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অথবা কোনো অদৃশ্য মদতে এই চক্র পাড়ায় পাড়ায় গোপনে ছড়িয়ে পড়েছে। মোটরসাইকেল ও চার চাকার গাড়ির মাধ্যমে এই বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অতি গোপনে। সূত্র মারফত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরের এক অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি এই গোটা বেটিং সিন্ডিকেটের মূল পান্ডা বা 'কিংপিন' হিসাবে পরিচিত। শহরের রেনেসাঁ উপনগরী, নীলপুর এলাকা, বিসি রোড এবং জেলখানা মোড়ের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অতি গোপনে এই জুয়ার আসর বসছে। জানা গেছে, একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপের লিঙ্কের মাধ্যমে এই কারবার পরিচালনা করা হয়। খেলার গতিপ্রকৃতি এবং ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শর্তে বাজি ধরার ব্যবস্থা থাকে এখানে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী; মোটা অংকের টাকার লোভে এই মরণজালে পা দিচ্ছেন। বাজি ধরার অঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে লক্ষাধিক টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এক বিশাল পরিমাণ টাকা সমাজের মূল স্রোত থেকে অপরাধ জগতে চলে যাচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন পরিবারের সদস্যরা এই নেশায় মেতে উঠে সর্ব শ্রান্ত হচ্ছেন। সেই সব পরিবারের লোকজন এখন অনেকেই এই সর্বনাশা জুয়া বন্ধ করার জন্য পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। এমনকি অল্প বয়স্ক যুবক যুবতীরা এই চক্রে জড়িয়ে পড়ছে বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গেছে। বিশেষ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে আর্থিক লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এক একটি এলাকা থেকেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ - ৬০ লক্ষ টাকা পৌঁছে যাচ্ছে কাঞ্চননগরের ওই মূল অভিযুক্তের কাছে। অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে এই কারবার চালানো হলেও শহরের সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়ে তা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে বহু পরিবার অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। পরিবারের উপার্জিত টাকা এই জুয়ায় নষ্ট হওয়ায় সামাজিক অস্থিরতাও বাড়ছে। তা সত্ত্বেও অপরাধীদের চিহ্নিত করে ক্ষেত্রে পুলিশের মধ্যে কোনও সদিচ্ছা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তীব্র সন্দেহের দানা বাঁধছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে অবৈধ অনলাইন বেটিং চক্র চলতে থাকলেও কেন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও প্রভাবশালী প্রশাসনিক হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে। শহরবাসীর আশঙ্কা, অবিলম্বে এই চক্রটি দমন করা না গেলে বর্ধমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে এই বেটিং সাম্রাজ্যের গোড়া উপড়ে ফেলার দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা।

ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দিতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি বিধায়কের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কৃষি প্রধান পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষিজীবী মানুষের জন্য কাজ করবেন ভাতারের নব নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা।

বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকেই পূর্ব বর্ধমানের কৃষকদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন তিনি। ওই বৈঠকে কৃষকদের ন্যায্য ফসলের দাম, চালকল মিলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। প্রসঙ্গত,নির্বাচনের প্রচারপর্ব থেকেই সৌমেন কার্ফা নিজেকে ত ভাতাড়ের দ্বিতীয় ভোলা সেন দ হিসেবে মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকেই চাষিদের দুর্দশা ও এলাকার উন্নয়নের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে বৈঠকের পর সৌমেন কার্ফা বলেন,

তপরিবর্তনের বিজেপি সরকার মানুষের জন্য কাজ করবে। কৃষকরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান,

সেই বিষয়টি আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। পাশাপাশি চালকল গুলির উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হবে।দ তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা ও দ্রুত পরিষেবার ওপরও জোর দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। এদিনের বৈঠকের পর এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের প্রত্যাশা, নতুন সরকারের উদ্যোগে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাস্ত্ব স্তব পরিবর্তন দেখা যাবে।

বিজেপির বিজয় মিছিলে ঝাল-মুড়ি বিতরণ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ জেলায় নটি আসনে বিজেপির জয়জয়কারের পর থেকে চারিদিকে বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্বরা মেতে উঠেছে বিজয় উল্লাসে। ঠিক সেই আবহেই এদিন মঙ্গলবার এক অভিনব বিজয় মিছিলের সাক্ষী থাকলো জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাগডিহা-সিদ্ধপুর গ্ৰাম। এদিন জামুরিয়া মন্ডল টু এর বাগডিহা গ্রাম থেকে মিছিলটি শুরু করে গ্রামের বিভিন্ন অলিগলি প্রদক্ষিণ করে, পরে সিদ্ধপুর গ্রাম পৌঁছায় এবং সেই গ্রামটিও প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি বাগডিহা গ্রামে এসেই শেষ হয়। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির পাশাপাশি এদিন বিজয় মিছিলের অগ্রভাগে দেখা যায় ভারত মাতার প্রতিকৃতি সামনে রেখে খোল করতাল বাজিয়ে সাধারণ মানুষজনের কাছে সনাতন ধর্মের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। তার সাথে সাথে দেখা যায় এ দিনের বিজয় মিছিল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝাল-মুড়ি বিতরণ করে অভিনব ভাবে জয় উদযাপন করেন বাগডিহা সিদ্ধপুরের বিজেপি কর্মীরা । এদিনের এই অভিনব বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন , জামুরিয়া বিজেপি মন্ডল টু এর মন্ডল সভাপতি রাহুল বাউরী, ছিলেন আসানসোল জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি রমেশ ঘোষ , জামুড়িয়া মন্ডল টু -এর যুব সভাপতি দেবাশীষ দুবে , বিজেপি নেতা সরোজ মন্ডল, প্রশান্ত বাগ, স্বরূপ গোপ সহ আরো অনেকে।

এই প্রসঙ্গে এদিন আসানসোল জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি রমেশ ঘোষ জানান , দীর্ঘ ১৫ বছরের অপশাসন থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে তাই সকলেই উল্লাসে মেতে উঠেছে। এছাড়াও সদ্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া অশান্তির ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা অশান্তির সাথে যুক্ত তারা কেউই বিজেপি নয় কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সাথে যুক্ত আমরা জানি কারা আদি বিজেপি এবং কারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে এসে অশান্তি করছে। তাছাড়াও এদিন বিজেপি নেতা রমেশ ঘোষ কে বিগত দিনে অবৈধ বালি কারবারের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বালি ছাড়া ঘরবাড়ি তৈরি সম্ভব হবে না। যদি বালি গাড়ি চলাচল করে তাহলে তা সরকারি নিয়ম মেনে চললেও চলতে পারে। আগামী দিনে কোন রকম কোন অবৈধ কাজ বিজেপি সরকার বরদাস্ত করবে না। অন্যদিকে এদিন বিজয় মিছিলে ঝালমুড়ি বিতরণ প্রসঙ্গেও তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের এমন একজন ব্যক্তি যিনি যাই করেন সেটাই ট্রেন্ডিংয়ে চলে আসে। তাই তিনি প্রচারের সময় একবার ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন বলে সেটি এখন ট্রেন্ডিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।তাই বঙ্গে বিজেপির জয়ের পর থেকে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঝালমুড়ি বিতরণ প্রক্রিয়াটি চলছে। অন্যদিকে মিছিলে উপস্থিত স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা মন্ডল ২ এর সহকারী সভাপতি সরোজ মন্ডল জানান , বিজেপির এই জয়ে খুশি হয়ে অসংখ্য মানুষ আজ বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও তিনি বলেন আমরা সনাতনী , আমাদের ধর্মের একটি বড় অঙ্গ খোল করতাল , তাই আজকের এই বিজয় মিছিলের সামনের সারিতে খোল করতাল কে রাখা হয়েছিল। তার পাশাপাশি পিছনের সারিতে ছিল আরো নানান আয়োজন। বিশেষ করে এদিনের এই বিজয় উল্লাস ঘিরে বাগডিহা সিদ্ধপুর এলাকা এক উৎসব মুখর পরিবেশে সেজে উঠে।

পুলিশের জালে গরু পাচারচক্র, ২২ গরু-সহ গ্রেপ্তার ২

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই গরু পাচার রুখতে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছে নতুন প্রশাসন। বিভিন্ন জেলা জুড়ে বেআইনি গরু পাচার, অবৈধ গরু হাট এবং আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে তৎপর হয়ে উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশও। আর তারই জেরে সোমবার গভীর রাতে বড়সড় সাফল্য পেল বর্ধমান থানার পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে ২২টি গরু এবং গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ শহরের জি.টি. রোড এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু করে। ওই সময় একটি সন্দেহজনক গরুবোঝাই গাড়ি দ্রুতগতিতে যেতে দেখে পুলিশ সেটিকে আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশি তল্লাশির আঁচ পেতেই গাড়িতে থাকা কয়েকজন পাচারকারী পালানোর চেষ্টা করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত অভিযান চালায় পুলিশ। তৎপরতার সঙ্গে ধাওয়া করে দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও আরও দুই অভিযুক্ত অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। ধৃতদের নাম শেখ রফিকুল ইসলাম (৩০), বাড়ি কাটোয়া এবং অনোয়ার হোসেন সেখ (৫০), বাড়ি পূর্বস্থলী বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ২২টি গরুকে অমানবিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ অবস্থায় গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ মনে করছে, গরুগুলিকে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকা থেকে এনে কাটোয়ার দিকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই পাচারচক্র সক্রিয় ছিল এবং আন্তঃজেলা ও আন্তঃরাজ্য স্তরে একটি বড় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই কাজ চালানো হচ্ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের নাম জানার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই পলাতক দুই অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে গরু পাচার, পশু নির্যাতন এবং সংশ্লিষ্ট একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে উদ্ধার হওয়া গরুগুলিকে আপাতত এক ব্যক্তির জিম্মায় রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই গরু পাচারের ঘটনা ঘটছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের কড়া নজরদারির ফলে পাচারচক্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান শুরু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত চক্রগুলির বিরুদ্ধে আগামী দিনেও লাগাতার অভিযান চলবে। বেআইনি পাচার বা পশু নির্যাতনের ঘটনায় কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন।

প্রাক্তন মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা বর্ধমান ঃ মন্তেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর গাড়িতে হামলার ঘটনায় আর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এদিন তাকে গ্রেফতার করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। গত বছর জুলাই মাসে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মন্তেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী গাড়িতে হামলা হয়েছিল। যদিও ওই হামলার ঘটনা ঘটে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে। কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায় ওই দিনের গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগে একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। একাধিক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় মন্তেশ্বর থানায়। সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। কিন্তু সেই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে কুসুমগ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে কাঞ্চন ডাঙ্গাএলাকা থেকে আরো এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলো। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আব্বাস শেখ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় । মঙ্গলবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কালনা আদালতে তোলে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ।

বিজেপির কার্যালয় উদ্বোধন, যুব সমাজকে কাজের বার্তা বিধায়কের

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের জামুড়িয়া মন্ডল ১-এর কুনুস্তরিয়ায় উদ্বোধন হল একটি নবনির্মিত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়। ফিতে কেটে এই কার্যালয়টির দ্বার-উদঘাটন করেন জামুড়িয়ার বিধায়ক তথা শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিজন মুখার্জী। কার্যালয় উদ্বোধনের পাশপাশি এদিন ওই স্থানে উপস্থিত দলের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে ঝালমুড়ি ও মিঠাই বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিধায়ক ডঃ বিজন মুখার্জি বলেন যে, বিগত দিনের তৃণমূলের আমলে পার্টি অফিস উদ্বোধন তো দূরের কথা আমরা যদি নিজেদের বিজেপি কর্মী বলে পরিচয় দিতাম তাহলেও আমাদের উপর বিভিন্ন দিক থেকে টর্চার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সরকার আমাদের , জেলাতেও নয়ে নয় আসন বিজেপির, সেই উৎসাহ যেমন মানুষের মধ্যে একটা রয়েছে ঠিক তেমনি এই দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হওয়ায় জামুরিয়া বিধানসভায় আরও একটি খুশির মহল তৈরি হল। তার পাশাপাশি ঝালমুড়ি বিতরণ প্রসঙ্গে ডক্টর মুখার্জি বলেন, ঝালমুড়ি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। বিষয়টি আমরা জানতাম, কিন্তু তারপরও প্রধানমন্ত্রী আরো একবার বাংলায় এসে বাংলার মানুষকে বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়েছে। তাই বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচি এখন ঝাল-মুড়ি বিতরণ একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিধায়ক সাহেবে এদিন যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যে মানুষের জন্য কাজ করুন, কাজ করে বাংলার হিত-গৌরব কে শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে হবে। এছাড়াও তিনি আনন্দ উৎসব পালনের বার্তা দিলেও জানিয়ে দেন যে আপনারা আনন্দ করুন কিন্তু আপনার আনন্দ যেন কারোর নিরানন্দে পরিণত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

নদী থেকে মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নদী গর্ভ থেকে এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল।

পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকার দেবীপুর অঞ্চলে ধুসি নদী থেকে মঙ্গলবার ওই মৃতদেহ উদ্ধার হবার পর চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার নদীর ধারে স্থানীয় কয়েকজনের চোখে পড়ে জলে ভাসতে থাকা একটি দেহ। প্রথমে দূর থেকে কিছু বোঝা না গেলেও কাছে যেতেই শিউরে ওঠেন সকলে। নদীর জলে পড়ে রয়েছে এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। মুহূর্তের মধ্যেই খবর পৌঁছে যায় মেমারি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

তবে দেহের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে প্রথমে পরিচয় বা শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর সামনে আসে নতুন তথ্য। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃতদেহ হেতমপুর গ্রামের বাসিন্দা নবমী রাজমূল্য দাসের (৬৫)। গত ৪ মে থেকে ওই মহিলা নিখোঁজ ছিলেন পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। এদিন খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরনের পোশাক দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশ এখনও সরকারি ভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি।

কীভাবে মৃত্যু -- দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই ঘটনার পিছনে সেটা জানতে পুলিশ তদন্ত করছে। ময়না তদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

'গুন্ডারাজের অবসান'-উন্নয়নের বার্তা বিজেপি বিধায়কের

নয়া জামানা,সালানপুর ঃ বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক অরিজিৎ রায় এলাকার মানুষের কাছে উন্নয়ন ও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিলেন। মঙ্গলবার সালানপুরেটে রূপনারায়ণপুরে একটি নতুন বাইক শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, বারাবনির মানুষ এবার অত্যাচার ও ভয়ের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।জয়ের কৃতিত্ব সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে অরিজিৎ রায় বলেন, এটা শুধু আমার জয় নয়, বারাবনি, সালানপুর ও রূপনারায়ণপুরের মানুষের স্বাধীনতার জয়। মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ দিয়েছেন, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।এদিন তিনি আগের শাসক দল ও রাজ্য সরকার এবং জন প্রতিনিধিদেরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

তার অভিযোগ, ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিলো তৃণমূল কংগ্রেস। টানা তিনবার সেই দলের বিধায়ক থাকার পরেও আজও বহু মানুষ কাঁচা ও ভাঙাচোরা ঘরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ষার সময় ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে। আমার প্রথম লক্ষ্য হবে এই পরিবারগুলিকে পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া। এলাকার পানীয় জলের সমস্যাকেও বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন তিনি। অরিজিৎ রায় বলেন, গ্রামে গ্রামে জলের তীব্র সংকট রয়েছে। মা-বোনেদের চোখে জলের জন্য যে কষ্ট দেখেছি, তা দূর করা এবং প্রতিটি ঘরে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই আমার অগ্রাধিকার। হিন্দুস্তান কেবলস সহ এলাকার বন্ধ শিল্প সংস্থাগুলির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর রাজ্য ও কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকার কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। হিন্দুস্তান কেবলসের মতো বড় শিল্পকে ঘিরে নতুন বিকল্প খোঁজা হবে। যুব সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন শিল্প গড়ে তোলাই আমার প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, এখন আর বারাবনিতে দাদাগিরি বা গুন্ডারাজ চলবে না। মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এবার সবাই খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারবে এবং নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পাবেন। আমি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, গোটা এলাকার মানুষের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় বিজেপির কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নবনির্বাচিত বিধায়কের উন্নয়নমুখী ভাবনাকে স্বাগত জানান।

অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধে কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

সুজিত দত্ত , নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে শীঘ্রই কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। মঙ্গলবার বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই বিষয়ে সরাসরি সতর্কবার্তা দেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা এবং রাজ্য এসটি মোর্চার সহ-সভাপতি শিব্রাম হাঁসদা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মাদ্রাসা সরকারি অনুমোদন ছাড়াই গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও বৈধতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। মন্ত্রী আরও দাবি করেন, পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের আমলে প্রতি বছর সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সেই অর্থ প্রকৃত উন্নয়নমূলক কাজে কতটা ব্যয় হয়েছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তাই ওই বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার ও প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। তার কথায়, সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের নামে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। এদিন তিনি রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিয়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। মন্ত্রীর বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আদর্শ অনুসরণ করে আগামী দিনে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম-সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। বিশেষ করে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র শিল্প এবং স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে প্রতিটি জেলাতেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ছাত্রাবাস বা হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতারাও রাজ্যের শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরব হন। তারা দাবি করেন, স্বচ্ছ প্রশাসন ও জবাবদিহিতার মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অবৈধ মাদ্রাসা প্রসঙ্গে তার কড়া অবস্থান আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

দৃষ্টিহীন হয়েও স্বপ্নে উড়ান, মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় ফের নজর কাড়ল হলদিয়া

নয়া জামানা , হলদিয়া ঃ দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমই যে সাফল্যের আসল চাবিকাঠি, তা ফের প্রমাণ করল হলদিয়ার চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম আবাসিক শিক্ষায়তনের ছাত্ররা। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় দৃষ্টিহীন বিভাগে রাজ্যের প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিয়ে নজর কেড়েছে এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ পড়ুয়া। প্রথম স্থান অধিকার করেছে অক্ষয় গোড়ে, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৫২।

দ্বিতীয় হয়েছে শ্রীতম সরকার (৬৩৪) এবং তৃতীয় প্রদীপ নায়েক (৬২৭)। পাশাপাশি কৃষ্ণপদ মাহাতো (৬২৬) ও রোহিত ঘোড়ই (৬২৫) যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এই নিয়ে টানা আট বছর দৃষ্টিহীন বিভাগে রাজ্যস্তরের মেধাতালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। অক্ষয়ের বাড়ি চন্দ্রকোনায়। পড়াশোনার পাশাপাশি সে বেঙ্গল ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যানও। ভবিষ্যতে ইংরেজির শিক্ষক হতে চায় সে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী শ্রীতম বেলঘরিয়ার বাসিন্দা। গান-বাজনায় দক্ষ শ্রীতম ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছে। তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রদীপ নায়েক ঝাড়গ্রামের আউলিয়ার বাসিন্দা। দিনমজুর পরিবারের সন্তান হয়েও সে বড় স্বপ্ন দেখছে। চতুর্থ কৃষ্ণপদ খেলাধুলাতেও পারদর্শী। দৌড় ও লং জাম্পে একাধিক পদক জিতেছে সে। অন্যদিকে পঞ্চম রোহিত আগামী দিনে ইংরেজির শিক্ষক হতে চায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশিস পণ্ডা জানান, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনার সুযোগ এবং শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমই এই সাফল্যের মূল কারণ। ছাত্রছাত্রীরাও জানিয়েছে, শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হতো না।

হারতেই ‘নেতা উধাও’ অভিযোগ, আতঙ্কে তৃণমূল কর্মীরা ! অভয় দিচ্ছে বিজেপি

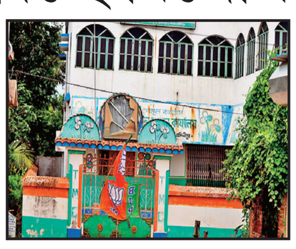

নয়া জামানা,কেশপুর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, ভোটে হারার পর এখন আর দলের নেতাদের দেখা মিলছে না। বিপদের সময় পাশে না পাওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। অন্যদিকে বিজেপির তরফে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হলেও অনেক তৃণমূল কর্মী এখনও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বলে দাবি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভার মধ্যে ১৩টিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই কেশপুর, গড়বেতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। অভিযোগ, একাধিক এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় বন্ধ হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও বিজেপির পতাকা টাঙানো হয়েছে বলেও দাবি তৃণমূলের। গড়বেতা ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসীম সিংহ রায় বলেন, তঅনেক কর্মী আতঙ্কে এলাকাছাড়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে দলীয় অফিস খোলার সাহস পাচ্ছেন না নেতা-কর্মীরা।দ একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা মিলছে না। কেশপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুত পাঁজারও দাবি, এলাকায় রাতারাতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দলের জনপ্রতিনিধিরাও স্বাভাবিকভাবে এলাকায় যেতে পারছেন না। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। গড়বেতার বিজেপি নেতা প্রদীপ লোধা বলেন, তএলাকায় কোনও অশান্তি হয়নি। কেউ ভয় পেয়ে এলাকা ছেড়ে থাকলে তার জন্য বিজেপি দায়ী নয়।দ কেশপুরের বিজেপি নেতা তন্ময় ঘোষও জানান, বিজেপি কোনও প্রতিহিংসার রাজনীতি চায় না।

মাটির পুতুল গড়ে সংসারে হাত, মাধ্যমিকে ৬২১ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ভ্রমরের

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ অভাবের সংসার, মাটির বাড়ি আর টিনের ছাউনি; সেই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও হার মানেনি ভ্রমর পাল। সংসারের কাজে সাহায্য করতে মাটির পুতুল তৈরি ও বিক্রি করেও এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬২১ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে ঝাড়গ্রামের এই মেধাবী ছাত্র। এখন তার স্বপ্ন, বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। ঝাড়গ্রামের বিনপুর-১ ব্লকের দহিজুড়ি মহাত্মা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের ছাত্র ভ্রমর। বাবা সুনীল পাল গ্রামে গ্রামে সাইকেলে করে ব্যাগ, ছাতা, টুপি ও চশমা বিক্রি করেন। সংসারের আর্থিক টানাপোড়েনে ছোট থেকেই বাবার পাশে দাঁড়াতে হয়েছে ভ্রমরকে। মাটির পুতুল তৈরি করে রথের মেলায় বিক্রি করা থেকে শুরু করে বাবার সঙ্গে চাযের কাজেও হাত লাগায় সে। এত কিছুর মধ্যেও পড়াশোনায় কখনও খামতি রাখেনি ভ্রমর। মাধ্যমিকে বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৮১, অঙ্কে ৯৭, ভূগোলে ৯৭-সহ মোট ৬২১ নম্বর পেয়েছে সে। তার প্রিয় বিষয় ভূগোল। স্কুলের পাশাপাশি দহিজুড়ির একটি কোচিং সেন্টারেও পড়াশোনা করেছে সে। শুধু ইংরেজির জন্য একজন গৃহ শিক্ষক ছিল। ভ্রমরের কথায়, সারাদিন বাড়ির কাজ থাকলেও প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা মন দিয়ে পড়তাম। আরও ভালো ফল করার ইচ্ছে ছিল। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক সরকার জানান, পঞ্চম শ্রেণি থেকেই ভ্রমর সবসময় ভালো ফল করেছে। স্কুলের পক্ষ থেকেও তাকে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে। ছেলের সাফল্যে গর্বিত বাবা সুনীল পাল বলেন, অভাব আছে, কিন্তু ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। ও যেন একদিন বড় মানুষ হয়, সেটাই আমাদের আশা।

ভাঙচুর থেকে প্রশ্নফাঁস, তমলুকে প্রতিবাদে সরব এসইউসিআই (সি)

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ রাজ্যজুড়ে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, মনীষীদের মূর্তি ভাঙচুর এবং নিট তথা মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে তমলুকে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। মঙ্গলবার তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির সূচনা হয়। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক হিংসা ও সমাজের বিশিষ্ট মনীষীদের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা উদ্বেগজনক। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও গড়বেতায় লেনিনের মূর্তি ভাঙা, বনগাঁয় কৃষক আন্দোলনের স্মারক নষ্ট করা এবং কোচবিহারে বীরসা মুন্ডার মূর্তি ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

এছাড়াও বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যজুড়ে খুন, সন্ত্রাস ও রাহাজানির অভিযোগ তুলে প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানায় এসইউসিআই (সি)। অন্যদিকে নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনাকে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে চরম ছিনিমিনি খেলা বলে উল্লেখ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তোলা হয়। হাসপাতাল মোড় থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মানিকতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শীলা দাস, লেখা রায়, অনুপ মাইতি, প্রবীর প্রধান, বাসুদেব সামন্ত-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে প্রতিবাদে সরব হয় এসইউসিআই (সি)।

উপাচার্যকে হুমকির অভিযোগে তোলপাড়, ঘটনার তীব্র নিন্দায় এ বি ভি পি-র

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার করকে হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শিক্ষাঙ্গন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ তারা কখনও সমর্থন করে না এবং সুস্থ ছাত্র রাজনীতির পক্ষেই তারা সবসময় অবস্থান নেবে। অভিযোগ, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন কয়েকজন যুবক উপাচার্যের ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ৭ থেকে ৮ জন যুবক উপাচার্যের টেবিল চাপড়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ইউনিয়নের ঘর বন্ধ থাকা নিয়ে জবাবদিহি চাইছেন। এমনকি উপাচার্যকে জোর করে তভারত মাতা কি জয়দ বলতেও বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক ও শিক্ষা মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ বি ভি পি-র রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, তকিছু ব্যক্তি নিজেদের পরিচয় গোপন করে এ বি ভি পি-র নাম ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সংগঠনের আদর্শের পরিপন্থী কোনও কাজের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।দ পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের কাছে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। অন্যদিকে, মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত বলেন, তশিক্ষাঙ্গনে কোনও রকম অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা বিজেপি বরদাস্ত করবে না।দ এ বি ভি পি-র জাতীয় কার্যকরী সদস্য অরুণাভ দত্তও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

রবীন্দ্র স্মরণে সাংস্কৃতিক আবহ, শিলদা কলেজে বর্ণাঢ্য জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য ‘রবীন্দ্র স্মরণ’ উৎসব। কলেজের সাংস্কৃতিক পরিষদ ও বাংলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ‘চিরনূতনের ডাক’; এই ভাবনাকে সামনে রেখেই কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এদিন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় বিশ্বকবিকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুশান্ত কুমার দোলুই, উপাধ্যক্ষা অধ্যাপিকা সুজাতা তেওয়ারি-সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ড. দোলুই। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা আজও সমাজকে পথ দেখায়। উপাধ্যক্ষা ড. সুজাতা তেওয়ারির বক্তব্যও উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে। প্রায় ২৭৮ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে কলেজ প্রাঙ্গণ এদিন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা অনামিকা মাজি এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অভীক প্রধান। শেষে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার কর সমাপ্তি ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংস্কৃতিক বিভাগের কনভেনর অধ্যাপিকা অনামিকা মাজি।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

নার্সদের সম্মানে বিজেপি, পুঞ্চা হাসপাতালে পালিত আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নার্সদের সম্মান জানাল ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপি কর্মীরা হাসপাতলে পৌঁছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নার্সদের শুভেচ্ছা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি জনপ্রিয় ঘোষ-সহ দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকেরা। এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছে প্রথমে আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের নার্সদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন বিজেপি কর্মীরা। নার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের নিষ্ঠা ও মানবিক পরিষেবার প্রশংসা করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, রোগীদের সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে তাঁরা মানুষের সেবা করে চলেছেন। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় নার্সদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে বলেও উল্লেখ করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, আধুনিক নার্সিং পরিষেবার পথপ্রদর্শক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়।

এই দিনের মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্সদের অসামান্য অবদানকে সম্মান জানানো। এদিনের অনুষ্ঠানে হাসপাতাল চত্বরে এক আন্তরিক ও আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। নার্সরাও এই সম্মান পেয়ে খুশি বলে জানান।

ঘণ্টা ৫ মিনিটে পক প্রণালী জয় ! মেদিনীপুরে ফিরতেই রাজকীয় সংবর্ধনা আফরিন জাবিকে

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ ইংলিশ চ্যানেলের পর এবার পক প্রণালী জয় করে নতুন ইতিহাস গড়লেন মেদিনীপুরের ‘জলকন্যা’ আফরিন জাবি। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পক প্রণালী মাত্র ৭ ঘণ্টা ৫ মিনিটে অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। এর আগে এত কম সময়ে কোনও মহিলা বা পুরুষ সাঁতারু এই জলপথ পার করতে পারেননি বলে দাবি করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ভারতীয় সময় ভোর ৩টা ৩৫ মিনিট নাগাদ শ্রীলঙ্কার থালাইমান্নার থেকে সাঁতার শুরু করেন আফরিন। টানা সাত ঘণ্টারও বেশি সময় জলে লড়াই করে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে সফলভাবে পৌঁছে যান তামিলনাড়ুর ধনুষকোটিতে। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত আফরিন জানান, তএটা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সফল হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।দ মেদিনীপুর শহরের দেওয়ানবাবা চক এলাকার বাসিন্দা আফরিনের এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর বাবা শেখ পিয়ার আলি ও মা সাবিনা পারভীন। এর আগেও ২০২৫ সালের ২৯ জুলাই ইংলিশ চ্যানেল জয় করে নজর কেড়েছিলেন তিনি। তবে এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না। আর্থিক সমস্যার কারণে একসময় পক প্রণালী জয়ের স্বপ্ন থমকে যেতে বসেছিল। সেই সময় পাশে দাঁড়ায় মেদিনীপুর রোটারি ক্লাব ও রোটারি আই হাসপাতাল। তাঁদের উদ্যোগে আফরিনকে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছতেই আফরিনকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ক্রীড়াপ্রেমীরা। হুডখোলা গাড়িতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে তাঁকে মেদিনীপুরে আনা হয়। বিভিন্ন জায়গায় ফুল ও সংবর্ধনায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই কৃতি সাঁতারুকে। আফরিন জানান, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য এখন ক্যাটারিনা প্রণালী জয়।

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার যুবক, পকসো আইনে মামলা মানবাজারে

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মানবাজার থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। ঘটনাটি মানবাজার থানা এলাকার। অভিযুক্তের নাম বাউল রজক। নাবালিকার বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, ওই নাবালিকা প্রতিদিনের মতো মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিল।

সেই সময় ফাঁকা জায়গার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত তার সঙ্গে অসভ্য আচরণ করে এবং শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ পরিবারের। বাড়িতে ফিরে নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়।

এরপরই নাবালিকার বাবা মানবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত তদন্তে নামে মানবাজার থানার পুলিশ।

সোমবার রাতেই অভিযুক্ত বাউল রজককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে।

মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নাবালিকার বক্তব্যও নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন অনেকেই। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশু ও মহিলাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগকেই হালকাভাবে নেওয়া হবে না। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

রক্তদানেই জীবন বাঁচানোর বার্তা, মেদিনীপুর সিটি কলেজে রক্ত দিলেন ২৩৩ জন

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ গ্রীষ্মকালে রক্তের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগী হলো মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মঙ্গলবার কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত বৃহৎ রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে রক্তদান করলেন মোট ২৩৩ জন। কলেজ চত্বরে সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা করা এবং সমাজে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রত্যেক রক্তদাতাকে স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সিটি কলেজের কর্ণধার ডঃ প্রদীপ ঘোষ, অধ্যক্ষ ডঃ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, উপাধ্যক্ষ ডঃ কুন্তল ঘোষ, জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক সমর দাস, বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ রাকেশ জানা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সোমনাথ রানা এবং বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী সুদীপ কুমার খাঁড়া-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রক্ত সংগ্রহের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মেদিনীপুর, শালবনী ও নয়াগ্রাম ব্লাড সেন্টারকে। তিনটি ব্লাড সেন্টারের কর্মীরাই শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্ত সংগ্রহ করেন। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট রক্তদাতার মধ্যে ১৬১ জন পুরুষ এবং ৭২ জন মহিলা ছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও আরও বড় আকারে এই ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে কলেজে এক মানবিক ও ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 13-05-2026 10:28 Page 10

বিজেপি প্রার্থীকে হেনস্থার অভিযোগ! সাসপেন্ড বারুইপুর থানার আইসি ও সাব ইন্সপেক্টর

নয়া জামানা,বারুইপুর ঃ বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পালকে হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। এই ঘটনায় বারুইপুর থানার আইসি সমর দে এবং সাব ইন্সপেক্টর সুকুমার রুইদাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এটি মূলত প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই করা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির তরফে অভিযোগ উঠেছিল, বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পালকে মারধর ও হেনস্থা করা হয়। অভিযোগের তির ছিল বারুইপুর থানার আইসি সমর দে এবং সাব ইন্সপেক্টর সুকুমার রুইদাসের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি নিয়ে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হয়নি। ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তিকে মারধর করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। বিজেপির দাবি, ওই ব্যক্তি বিশ্বজিৎ পাল এবং তাঁকে মারধর করেছেন দুই পুলিশ আধিকারিক। অভিযোগ, গত ৫ মে বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। এরপর বিজেপির তরফে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলেও বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার শুভেন্দ্র কুমার জানান, তপ্রশাসনিক কাজে গাফিলতির কারণেই কয়েক সপ্তাহ আগেই সমর দে-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে।দ তবে সাব ইন্সপেক্টর সুকুমার রুইদাসের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। জানা গিয়েছে, গত ৮ মে নবান্ন থেকে সমর দে-র সাসপেনশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা অজয় মুকুন্দ রানাডের সই করা সেই নির্দেশিকায় বিভাগীয় তদন্ত চলার কারণে তাঁকে সাসপেন্ড করার কথা উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

‘দুর্নীতি হলে জেল নিশ্চিত’- খাদ্যমন্ত্রী হয়েই কড়া বার্তা অশোক কীর্তনিয়ার

নয়া জামানা , বনগাঁ ঃ নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভাতেই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম বৈঠকের পরই এই ঘোষণা করা হয়। আর দায়িত্ব পেয়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত খাদ্যমন্ত্রী। শনিবার ব্রিগেডে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই বনগাঁ জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

বনগাঁর রামনগর রোডের বাড়িতে আনন্দে মেতে ওঠেন পরিবারের সদস্যরাও। টিভির পর্দায় ছেলের খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার খবর দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তাঁর মা অহল্যা কীর্তনিয়া ও স্ত্রী মৌমিতা কীর্তনিয়া। দায়িত্ব গ্রহণের পর অশোক কীর্তনিয়া বলেন, তখাদ্য দপ্তরে কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। কোনও ডিলার বা আধিকারিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে সরাসরি সাসপেন্ড করা হবে। মানুষের খাবার নিয়ে দুর্নীতি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দ তিনি আরও জানান, আগের মন্ত্রীদের সময়কার সমস্ত ফাইল খতিয়ে দেখা হবে। কোথাও দুর্নীতির প্রমাণ মিললে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর কথায়, তদুর্নীতি ধরা পড়লে কষ্ট আছে, জেলেও যেতে হতে পারে।দ ২০২১ সালে প্রথমবার বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে বিধায়ক হন অশোক কীর্তনিয়া। এবারও সেই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়ে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে প্রায় ৩৯ হাজারের বেশি ভোটে হারান তিনি। টানা দ্বিতীয়বার জয়ের পরই মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তিশালী করতেই অশোক কীর্তনিয়াকে খাদ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। বনগাঁ জুড়ে এখন একটাই আলোচনা; ঘরের ছেলে এবার রাজ্যের মন্ত্রী

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

চাকরির টোপে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা! ভান্ডারখালিতে ধরা পড়ল অভিযুক্ত

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আইসিডিএস-এ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সাহেবখালি ও ভান্ডারখালি এলাকার। অভিযুক্তের নাম জয় প্রকাশ মহাজন। তিনি ডি-গ্রুপের কর্মী বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বাড়ি দেউলী পুকুরিয়া এবং বসিরহাট এলাকায় রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। অভিযোগ, গত এক বছর আগে আইসিডিএস-এ চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহেবখালির একাধিক মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন জয় প্রকাশ মহাজন। প্রতারিতদের মধ্যে রয়েছেন শতাব্দি মহাজন মণ্ডল, তনুশ্রী মণ্ডল-সহ আরও কয়েকজন। প্রত্যেকের কাছ থেকেই কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি। টাকা নেওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে খুঁজছিলেন প্রতারিত পরিবারগুলি। অবশেষে সোমবার ভান্ডারখালি বাজার এলাকায় জয় প্রকাশ মহাজনকে দেখতে পান কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। এরপর তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হয় এবং বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ মানুষজন। অভিযোগ, ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গেলে সংবাদমাধ্যমের কাজেও বাধা দেওয়া হয়। এমনকি এক সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সেবার হাতকে সম্মান রায়দিঘী হাসপাতালে পালিত আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,রায়দিঘী ঃ আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ অনুষ্ঠান। দিনভর উৎসবের আবহে হাসপাতাল চত্বরে নার্সদের সম্মান জানাতে একত্রিত হন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সিং স্টাফ ও হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নার্সদের হাতে ফুল ও শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁদের নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক পরিষেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বক্তারা বলেন, একজন রোগীর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে তাঁরা রোগীদের পাশে থাকেন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সচল রাখেন। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় নার্সদের আত্মত্যাগ, সাহস ও মানবিক দায়িত্ববোধ গোটা সমাজকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছিল বলেও উল্লেখ করা হয় অনুষ্ঠানে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলেন নার্সরা। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবামূলক মানসিকতা ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। এদিন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বেরও আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ‘আমরা রক্ত যোদ্ধা’ গ্রুপের সদস্যরা নার্সদের ফুল ও মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের নার্সদের বিশেষ সম্মাননাও প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে রায়দিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে এদিন এক আবেগঘন ও আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সেবাশ্রয়ের কাঠামোয় বন্ধ খেলা! মাঠ ফেরানোর আশ্বাস দীপক হালদারের

নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবার শহরের একমাত্র বড় খেলার মাঠ হিসেবে পরিচিত এসডিও গ্রাউন্ড গত প্রায় আট মাস ধরে কার্যত খেলাধুলার অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। মাঠ জুড়ে এখনও পড়ে রয়েছে সেবাশ্রয় শিবিরের বিশাল লোহার কাঠামো, স্টেজ তৈরির সামগ্রী, বাঁশ, প্লাস্টিক ও বিভিন্ন আবর্জনা।

ফলে নিয়মিত অনুশীলন থেকে শুরু করে সাধারণ খেলাধুলাও সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই মাঠ পুনরুদ্ধারের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। স্থানীয় খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। তাদের দাবি, দ্রুত মাঠ পরিষ্কার করে খেলাধুলার উপযোগী করে তুলতে হবে। এই দাবির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকালে এসডিও গ্রাউন্ড পরিদর্শনে যান দীপক কুমার হালদার। মাঠ ঘুরে দেখে তিনি জানান, এখনও বড় বড় লোহার কাঠামো মাঠের বিভিন্ন অংশে পড়ে রয়েছে। কোথাও আবর্জনার স্তূপ, আবার কোথাও ঘাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে মাঠে অনুশীলন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। খেলোয়াড়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন মাঠ বন্ধ থাকায় ফুটবল ও ক্রিকেট অনুশীলনে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে।

ছোট ছেলেমেয়েরাও খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পাশাপাশি মাঠে পড়ে থাকা লোহার কাঠামোর কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দীপক হালদার তৃণমূল কংগ্রেস ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, তসেবাশ্রয়ের নামে মাঠ দখল করে রাখা হয়েছে। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে তাদের একমাত্র মাঠ কেড়ে নেওয়া হয়েছে।দ তিনি আরও দাবি করেন,

এই প্রকল্পে খরচ হওয়া অর্থ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহার করলে সাধারণ মানুষ বেশি উপকৃত হতেন। স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী সুদ্বীপ হালদার জানান, দীর্ঘদিন ধরে মাঠ ব্যবহার করতে না পারায় এলাকার যুব সমাজ সমস্যায় পড়েছে।

দীপক হালদার দ্রুত মাঠ পুনরুদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছেন বলেও তিনি জানান। এখন প্রশ্ন, কবে আবার খেলাধুলার জন্য খুলবে ডায়মন্ড হারবারের এই গুরুত্বপূর্ণ মাঠ।

চন্দ্রনাথ খুনে সিবিআই তদন্ত শুরু, কোটি টাকার ‘সুপারি’ ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,মধ্যমগ্রাম ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। মঙ্গলবার দুপুরে মধ্যমগ্রামের সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল। গত ৬ মে ওই এলাকাতেই গাড়ি আটকে চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। তদন্তে গতি আনতে সিবিআইয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিল কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি -এর তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল। এদিন ঘটনাস্থল ঘিরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। সাধারণ মানুষকে পুলিশি ব্যারিকেড পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সাত সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা এস আই টি এই তদন্ত চালাচ্ছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ডিআইজি পঙ্কজ কুমার সিং। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে নতুন করে রক্তের নমুনা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই খুন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, পুরো অপারেশনে এক কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। খুনে ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে একটির মূল্যই ১০ লক্ষ টাকার বেশি বলে অনুমান। এছাড়াও শার্প শুটার ভাড়া, রেইকি, বাইক ও গাড়ির ব্যবস্থা; সব মিলিয়ে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রাজ সিং ওরফে চন্দন সিংকে পেশাদার শার্প শুটার বলে সন্দেহ পুলিশের। এছাড়া মায়াঙ্ক রাজ মিশ্র ও ভিকি মৌর্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি টোল প্লাজার উপিআই লেনদেনের সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা তাদের খোঁজ পান। এখন তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, কে বা কারা কোটি টাকার ‘সুপারি’ দিয়ে এই খুনের ছক

১৫ বছর পর ফের লাল ঝান্ডা পুনরুদ্ধার হল সিপিআইএমের পার্টি অফিস

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ পনেরো বছর পর ফের নিজেদের পার্টি অফিস ফিরে পেল সিপিআইএম। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত মাদারতলা এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চর্চা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মাদারতলায় অবস্থিত সিপিআইএমের পার্টি অফিসটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে যায়। অভিযোগ, সেই সময় জোরপূর্বক পার্টি অফিস দখল করা হয়েছিল। এরপর কেটে যায় দীর্ঘ ১৫ বছর। এই সময়ে এলাকায় কার্যত সংগঠন পরিচালনায় সমস্যার মুখে পড়তে হয় বাম কর্মী-সমর্থকদের। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির পর বদলাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সেই আবহেই সোমবার মাদারতলায় পুরনো পার্টি অফিসে ফের লাল ঝান্ডা তোলেন সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকেরা। পার্টি অফিস পুনরুদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় বাম কর্মীদের মধ্যে দেখা যায় উচ্ছ্বাস। বহু পুরনো কর্মী আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। সিপিআইএম নেতৃত্বের দাবি, এটি শুধু একটি পার্টি অফিস ফিরে পাওয়ার ঘটনা নয়, বরং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

সীমান্তে কাঁটাতার চাই , জমি অধিগ্রহণে সম্মতি সীমান্তবাসীদের

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করতে বিএসএফের জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে সামশেরনগর পর্যন্ত প্রায় ১৫০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে এখনও ৫১ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হয়নি।

ফলে ওই বিস্তীর্ণ অংশ এখনও অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিশেষ করে বসিরহাটের পানিতর সীমান্ত এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন অংশ লাগোয়া এলাকায় এখনও বহু ভারতীয় কৃষকের জমি রয়েছে। সীমান্তবর্তী কৃষকেরা প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে জমিতে চাষ করতে যান। স্থানীয়দের দাবি, যেখানে এখনও কাঁটাতার দেওয়া হয়নি, সেখানে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করা হোক। সীমান্তবাসীদের একাংশ জানান, দেশের নিরাপত্তা সবার আগে।

প্রশাসন ও বিএসএফ যদি জমি অধিগ্রহণ করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে, তাহলে সাধারণ মানুষ আরও নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ২২১৭ কিলোমিটার। ডুয়ার্স, তরাই, দুই দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত এই সীমান্তের মধ্যে এখনও প্রায় ৫৬৯ কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নয়। এর মধ্যে পাহাড়ি ও জলসীমান্ত মিলিয়ে প্রায় ১১৭ কিলোমিটার অংশ বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানা

জাহাঙ্গীর পলাতক ফলতায় ফিরছে ঘরছাড়া মানুষ! তবু কাটেনি আতঙ্ক

নয়া জামানা , ফলতা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলাতে শুরু করেছে ফলতার পরিস্থিতিও। দীর্ঘদিন এলাকায় ‘ত্রাস’ হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর খান ও তার কথিত ‘বাইক বাহিনী’ এখন পলাতক বলে দাবি স্থানীয়দের। আর সেই সুযোগেই ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন বহু ঘরছাড়া পরিবার।

তবে স্বস্তির মাঝেও এখনও আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি বলেই জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ,

দীর্ঘদিন ধরে ফলতা এলাকায় জাহাঙ্গীর খান ও তার অনুগামীদের দাপট চলত। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের মারধর, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ,

কেউ তোলা দিতে অস্বীকার করলে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতো, এমনকি জোর করে দখল নেওয়ার ঘটনাও ঘটত।

এলাকার মহিলাদের একাংশও অভিযোগ করেছেন, প্রতিবাদ করলেই হুমকি ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো। স্থানীয়দের দাবি, কেউ মুখ খুললে তাকে দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে মারধর পর্যন্ত করা হতো। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও এই পরিস্থিতির প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি। তোলাবাজি ও অশান্তির কারণে একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু শ্রমিক কাজ হারান বলে অভিযোগ।

বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর বহু মানুষ আবার এলাকায় ফিরতে শুরু করেছেন। তবে এখনও ভয়ের পরিবেশ পুরোপুরি কাটেনি। প্রশাসনের কাছে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিজেপির জয়ে মানত পূরণ মাথা মুণ্ডন করে গঙ্গায় পুণ্যডুব সাগরের বিজেপি কর্মীর

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ ১৫ বছরের রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়কে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা সাগর বিধানসভা এলাকা। বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডলের জয়ের খবর সামনে আসতেই বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় বিজয় মিছিল, আবির খেলা ও আনন্দ উদযাপন। আর সেই আবেগঘন আবহেই সামনে এল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। সাগরের মায়া গোয়ালিনী ঘাটে নিজের বহুদিনের মানত পূরণ করলেন রাধাকৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা ও বিজেপি সমর্থক সত্য বান পরিয়ারি। প্রকাশ্যেই মাথার কেশ মুণ্ডন করেন তিনি। এরপর দুধ দিয়ে স্নান করে গঙ্গায় পুণ্যডুব দেন। এই ঘটনাকে ঘিরে ঘাট এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশায় ছিলেন সত্য বান পরিয়ারি। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে বহুবার হেনস্থা ও অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। শুধু তিনি নন, এলাকার বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থকও দীর্ঘদিন ভয় ও চাপের পরিবেশে দিন কাটিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। আবেগঘন কণ্ঠে সত্য বান পরিয়ারি বলেন, তদুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত মাথার চুল কাটব না বলে মানত করেছিলাম। আজ মানুষের রায়ে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।দ তাঁর মতে, এই রাজনৈতিক পরিবর্তন শুধুমাত্র ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, বঞ্চনা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১ থেকে ৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জাহাজে লুকিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিয়াল

নয়া জামানা ঃ সাউদাম্পটন উপকূল থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে লুকিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে একটি ব্রিটিশ লাল শিয়াল। বর্তমানে দুই বছর বয়সী এই পুরুষ শিয়ালটি নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রায় ১১ পাউন্ড ওজনের এই রোমাঞ্চপ্রিয় প্রাণীটি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল সফলভাবে অতিক্রম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি বন্দরের মার্কিন কর্মকর্তারা জাহাজের মালামালের ভেতর থেকে শিয়ালটিকে উদ্ধার করে সেটিকে ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়।ব্রিটিশ বন্দর নগরী সাউদাম্পটনে নোঙর করা জাহাজে প্রাণীটি ঠিক কীভাবে প্রবেশ করেছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় শিয়ালটি সুস্থ আছে এবং বর্তমানে সেটিকে পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকি ফলাফলগুলো আসার পর বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে প্রাণীটির জন্য একটি উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে।চিড়িয়াখানার প্রাণী কর্মসূচি পরিচালক কিথ লাভেট জানিয়েছেন, দীর্ঘ ও প্রতিকূল যাত্রার ধকল কাটিয়ে শিয়ালটি নতুন পরিবেশের সাথে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিচ্ছে।এদিকে সাউদাম্পটন বন্দরের মুখপাত্র রসিকতা করে বলেন, তাদের বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি ও কন্টেইনার যাতায়াত করলেও এমন অনাহূত যাত্রীর ট্রান্সআটলান্টিক ভ্রমণ তাদের অবাক করেছে। তিনি মজা করে আরও যোগ করেন যে, পরের বার এমন সফরের জন্য শিয়ালটির উচিত কুইন মেরি ২-এর মতো আরামদায়ক জাহাজ বেছে নেওয়া।ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তথ্যমতে, লাল শিয়াল পৃথিবীর অন্যতম অভিযোজনক্ষম প্রাণী।এদের ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন মহাদেশে পাওয়া যায়।অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বহুমুখী খাদ্যাভ্যাসের অধিকারী হওয়ার কারণেই হয়তো প্রতিকূল পরিবেশেও এই শিয়ালটি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে।

চিলির অন্ধকার আকাশ এখনো ঝুঁকিতে !

নয়া জামানা ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার ও শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানে রাতের আকাশ খুব পরিষ্কার দেখা যায়। এই আকাশ রক্ষায় বড় এক জ্বালানি প্রকল্প বাতিল হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদ এখনো কাটেনি। মার্কিন কোম্পানি এইএস করপোরেশনের সহযোগী এইএস আন্দেস তাদের 'ইন্না' সবুজ জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে।প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির পারানাল মানমন্দিরের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ার কথা ছিল।বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রকল্প হলে আলো দূষণ, ধুলা, কম্পন ও বায়ুর অস্থিরতা তৈরি হতো। এতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষতি হতো। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রেইনহার্ড গেনজেলসহ ৩০ জন গবেষক একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করেছিলেন।তবে প্রকল্প বাতিল হলেও নতুন সমস্যা সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিলির আকাশ রক্ষার আইন এখনো দুর্বল ও পুরনো। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রকল্প আবারও আসতে পারে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শক্ত আইন না হলে এই মূল্যবান অন্ধকার আকাশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

৫ ঘরোয়া ফেসপ্যাকেই ফিরে পাবেন হারানো জৌলুস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গরম পড়তেই ত্বকের সমস্যা যেন বেড়েই যায়। রোদ, ঘাম, ধুলোবালি আর দূষণের কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। অনেকের ত্বক নিস্তেজ দেখায়, আবার কারও ত্বকে ট্যান, র‌্যাশ বা অতিরিক্ত তেল জমার সমস্যা হয়। এই সময় ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় দামি প্রসাধনীর দরকার হয় না। রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়েই খ ুব সহজে তৈরি করা যায় ঘরোয়া ফেস প্যাক, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।প্রথমেই বলা যায় কলা ও মধুর ফেস প্যাকের কথা। একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চাইলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলও দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলায় থাকা ভিটামিন ও মধুর ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। যাদের ত্বক শুষ্ক, তাদের জন্য এটি খুব উপকারী।গরমে ত্বকে জ্বালা বা রোদে পোড়া ভাব কমাতে শসা ও অ্যালোভেরার প্যাক খুব ভাল কাজ করে। শসা ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। চাইলে কয়েকটি পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। এই প্যাক ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং মুখের ক্লান্ত ভাব দূর করে। বাইরে থেকে এসে এটি ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।ত্বক দ্রুত ফ্রেশ ও উজ্জ্বল করতে তরমুজের ফেস প্যাকও দারুণ কার্যকর। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য মধু ও দুধের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে। গরমে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই প্যাক সাহায্য করে।যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা ওটস ও টমেটোর প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর রসের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে হালকা করে স্ক্রাব করুন। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক পরিষ্কার থাকে।পাশাপাশি মুখের অতিরিক্ত তেলও কমে।এছাড়া টক দই ও ওটসের ফেস প্যাক ট্যান দূর করতে সাহায্য করে। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং মুখে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে।তবে যে কোনও ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করার আগে হাতে বা কানের পাশে একটু লাগিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।

কুকুর ছানাকে স্কুলে ভর্তি করার খরচ ২ লক্ষ টাকা

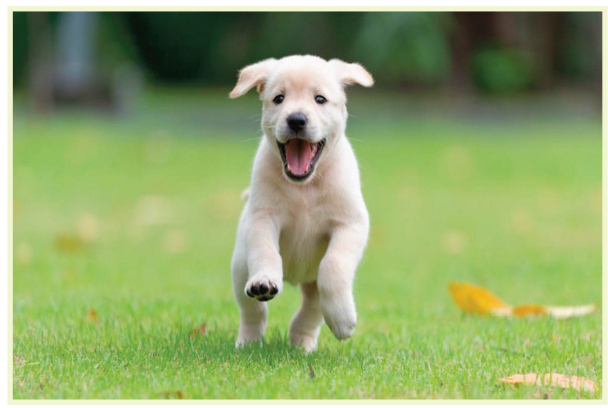

নয়া জামানা ঃ চীনে পোষা প্রাণির প্রতি ভালোবাসা আর যত্নের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এক তরুণী। নিজের ছয় মাস বয়সী সাদা রঙের স্যাময়েড প্রজাতির কুকুরছানাকে তিনি ভর্তি করেছেন একটি বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে-যেখ ানে পোষা প্রাণিদের আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দুই লাখ টাকারও বেশি। তবে এটি শুধু সাধারণ দেখাশোনার জন্য নয় বরং এখানে কুকুরছানাটির জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা।এই প্যাকেজের আওতায় প্রথমেই কুকুরছানাটির আচরণগত মূল্যায়ন করা হয়। তার স্বভাব, মেজাজ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে সে অযথা ঘেউ ঘেউ না করে কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ না করে।পাশাপাশি অন্য প্রাণিদের সঙ্গে মিশে চলার দক্ষতাও শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রতিদিন কুকুরছানাটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে এই সেবায়।খাবারের ব্যবস্থাও আছে, তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। এছাড়া মালিকরা অনলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তাদের পোষা প্রাণীর ওপর নজর রাখতে পারেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখ ানে।কুকুরছানাটির মালিক, যিনি নিজের পরিচয় তাওতাও নামে জানিয়েছেন।তিনি বলেন- কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার পোষা প্রাণিকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাই এই বিশেষ সেবাটি বেছে নিয়েছেন।চীনে এ ধরনের পোষা প্রাণির 'কিন্ডারগার্টেন' এখন আর নতুন কিছু নয়। নগর জীবনে অনেকেই পোষা প্রাণিকে পরিবারের সদস্যের মতো দেখেন, ফলে তাদের জন্য উন্নত সেবা গ্রহণের প্রবণতাও দ্রুত বাড়ছে।চায়না পেট ইন্ডাস্ট্রি হোয়াইট পেপার-২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনে ২০২৫ সালে শহুরে পোষা প্রাণি শিল্পের বাজার প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ইউয়ানে (প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার) পৌঁছেছে।আগামী বছরগুলোতে তা আরও বড় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নজরে INSTA

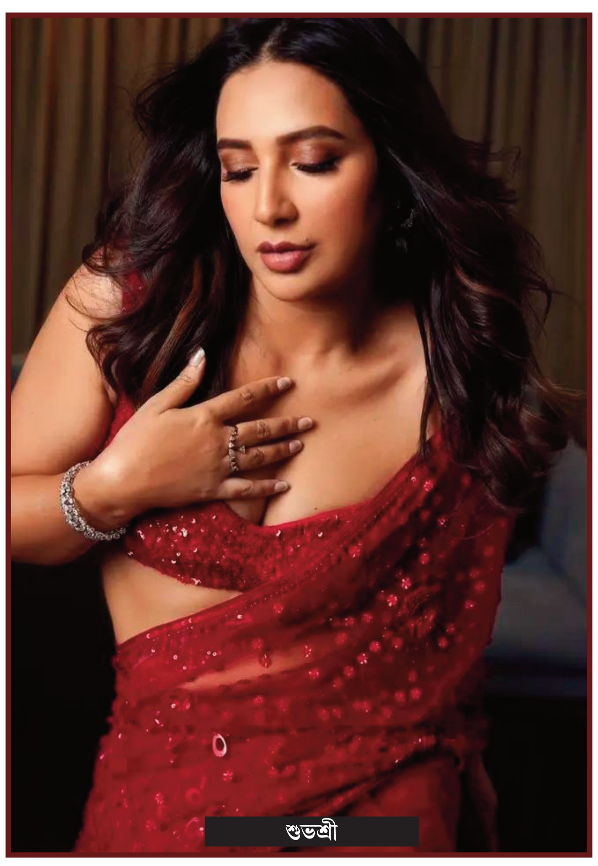

শুভশ্রী

প্রিয়াঙ্কা

তৃণা

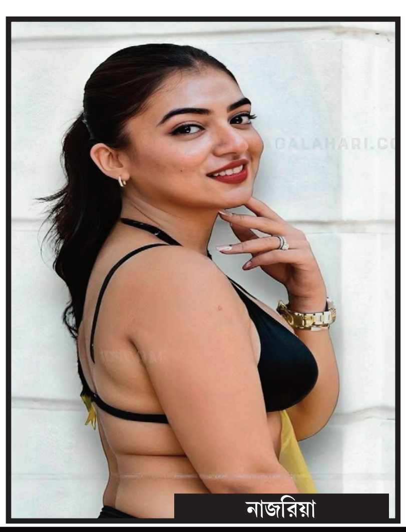

নাজরিয়া

শ্রাবন্তী

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

নয়া জামানা ঃ সাধারণত মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। তবে এর চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত থাকায় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রথাব মুনিয়াণ্ডি নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার মুখে মোট দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।৩৩ বছর বয়সী প্রথাব মুনিয়াণ্ডি পেশায় একজন প্রকৌশলী।অতিরিক্ত দাঁতের কারণে তার হাসি অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায় বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।
প্রথাব জানান, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে প্রথম তিনি বিষয়টি টের পান। ২০২১ সালে পরিবারের সঙ্গে চা পান করার সময় তিনি অনুভব করেন যে তার মুখে অতিরিক্ত কিছু দাঁত গজাচ্ছে।পরে পরিবারের সদস্যরা দাঁত গুনে দেখেন তখন তার দাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এরপর ডেন্টাল এক্স-রে পরীক্ষায় জানা যায়, আরও চারটি দাঁত ওঠার বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২টিতে।প্রথাব জানান, তার বেশিরভাগ দাঁতই স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এতে তার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি। প্রথম দেখ ায় অধিকাংশ মানুষ তার অতিরিক্ত দাঁতের বিষয়টি বুঝতে পারে না।তবে তিনি নিজে বিষয়টি বললে অনেকেই অবাক হয়ে যান এবং অনেকে বিশ্বাসও করতে চান না যে তার মুখে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত রয়েছে।অতিরিক্ত দাঁত থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলেও জানান তিনি। দাঁতের যত্নে তিনি বেশ সচেতন প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করেন এবং নিয়মিত ফ্লস ব্যবহার করেন।এর আগে ৪১টি দাঁত নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন কানাডার ইভানো মেলোন। প্রথাব মুনিয়াণ্ডির ৪২টি দাঁত এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সর্বোচ্চ দাঁতের নতুন রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইউরেনিয়াম দখল না করা পর্যন্ত ইরান যুদ্ধ শেষ হবে না নেতানিয়াহু

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়েছে বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানের মজুত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরিয়ে নেওয়া না হয়। এমনটাই মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। রোববার (১০ মে) সিবিএসের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘৬০ মিনিটস’-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ‘যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। কারণ ইরানের কাছে এখনো সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে, যা সরিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি যেসব স্থানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চলছে, সেগুলোও ভেঙে ফেলতে হবে।’ইউরেনিয়াম কীভাবে সরানো হবে; এমন প্রশ্নের জবাবে নেতানিয়াহু বলেন, ‘ভেতরে যেতে হবে এবং তা নিয়ে আসতে হবে।’তিনি দাবি করেন, এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থানও একই। নেতানিয়াহুর ভাষ্য, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে বলেছেন, ‘আমি সেখানে যেতে চাই।’তবে নেতানিয়াহুর এ বক্তব্য ট্রাম্পের প্রকাশ্য অবস্থানের সঙ্গে পুরোপুরি মিলছে না।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বর্তমানে দেশের ভেতরে ইরান যুদ্ধ শেষ করার জন্য বাড়তি চাপের মুখে রয়েছেন। তিনি বরাবরই বলে আসছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।রোববার প্রচারিত আরেক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরান ‘সামরিকভাবে পরাজিত’ হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যেকোনো সময় ইউরেনিয়াম সরিয়ে নিতে পারবে।টেলিভিশন সাংবাদিক শ্যারিল অ্যাটকিসনের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা যখন চাই তখনই সেটা নিতে পারব। পুরো বিষয়টি আমাদের নজরদারিতে রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ওই স্থানটি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কেউ সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমরা জানতে পারব এবং সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালাব।’সিবিএসের প্রশ্নের জবাবে নেতানিয়াহু জানান, তিনি সামরিক পদক্ষেপের চেয়ে একটি সমঝোতাকেই বেশি গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় এটি বাস্তবভাবে করা সম্ভব। এটা বড় কোনো সমস্যা নয়। যদি একটি চুক্তি হয় এবং আপনি ভেতরে গিয়ে তা সরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে সেটিই হবে সবচেয়ে ভালো উপায়।’

তবে গোপনে রাখা ইউরেনিয়াম দখলে নিতে সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে কি না; এমন প্রশ্নে তিনি সরাসরি কিছু বলতে চাননি।নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমাদের সামরিক পরিকল্পনা বা সক্ষমতা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।’ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কোনো সময়সীমাও দিচ্ছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন।’এ ছাড়া, যুদ্ধের আরও কিছু লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইরান এখনো বিভিন্ন প্রক্সি গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে। তারা এখনো ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও আমরা তাদের সক্ষমতার বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছি, তবুও অনেক কিছু এখনো রয়ে গেছে এবং কাজ শেষ হয়নি।’

ফের তরমুজ-আতঙ্ক, খাওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু কিশোরের!

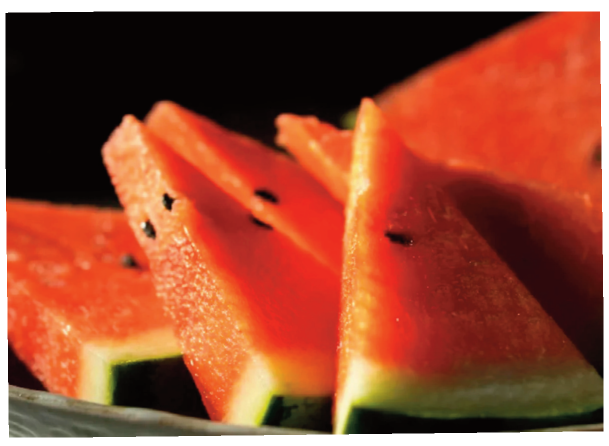

ফের তরমুজে আতঙ্ক। এবার তরমুজ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হল এক কিশোরের। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও ৪ কিশোর। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ছত্তিশগড়ের জানজগীর-চাম্পা জেলার ঘুরকোট গ্রামে। জানা গিয়েছে, এই পাঁচ কিশোর একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সোমবার দুপুরে বাড়িতে রাখা তরমুজ-সহ অন্যান্য খাবার খায় তারা। পরিবারের দাবি, দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ খাবার খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের বমি, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দেয়। এরপর তড়িঘড়ি তাদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখ ানকার চিকিৎসকরা ১৫ বছরের অখি লেশ ধীবরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার বাড়ি পোড়ি দলহা গ্রামে। বাকি চার কিশোর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। অসুস্থদের নাম শ্রী ধীবর, পিন্টু ধীবর, নরেন্দ্র ধীবর ও হিতেশ ধীবর। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে এরকম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। জেলা প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর ভিসেরা নমুনাও সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা. এস কুজুর জানান, বমি, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে পাঁচ শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বাকি চারজনের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। রিপোর্ট এলেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনার জেরে গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কয়েকদিন আগে তরমুজ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুম্বইয়ে এক পরিবারের ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ফরেন্সিক পরীক্ষার পর জানা যায়, তরমুজ খাওয়ার কারণে নয়, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মৃতদের শরীরে ইঁদুর মারার বিষ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তরমুজ নিয়ে আতঙ্ক কাটেনি। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মুম্বইয়ের বেশ কয়েকটি এলাকায় গরমের ফল হিসেবে পরিচিত তরমুজের বিক্রি কমে গিয়েছে। এর ফলে এই ফলের দামও কমেছে । এই আবহে তরমুজ নিয়ে ছত্তিসগড়েও আতঙ্ক তৈরি হল ।

অসম মডেলেই বাংলায় সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রুখতে কীসের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে কড়া বাংলার বিজেপি সরকার। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রচারে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুপ্রবেশকারী রুখতে ও বিতাড়িত করার কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে একই সুর শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন শুভেন্দু । অসমের মাটি থেকে এদিন একইভাবে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। অসমে যেভাবে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করা হয়েছে, সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, বাংলাও সেই মডেল ফলো করতে পারে। তেমনই জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তাহলে কি আগামী দিনে অসমের মতো বাংলাতেও এনআরসি হবে? সেই ইঙ্গিত দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? তৃণমূল আমলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় ঘাঁটি গেড়েছে! সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিতে তাঁরা থাকছে, এই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। ভোটের প্রচারেও এবার অনুপ্রবেশ ছিল অন্যতম ইস্যু। বাংলায় এসআইআরে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। বিজেপি সরকারে আসার পরেও যে কোনওভাবে অনুপ্রবেশ ইস্যু হালকা করতে রাজি নয়, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী , দিলীপ ঘোষরা। বাংলা অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে অসম মডেল ফলো করার ইঙ্গিতও এদিন দিলেন শুভেন্দু। অসমে গিয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, তদেশের ভালোর জন্য অসমে, ত্রিপুরার যে কাজ হয়েছে, সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে বাংলাতেও বিজেপি সরকার করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার মিটিংয়ে বলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর অসম, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সমস্যা শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলাতেও আগে তুষ্টিকরণের সরকার ছিল। সেই সরকার বিএসএফকে জমি পর্যন্ত দেয়নি। দেশের সুরক্ষায় প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। অনুপ্রবেশ ইস্যু, বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা করার জন্য অসম যে কাজ করেছে, বাংলাতেও সেই পদক্ষেপ করা হবে।দ হিমন্ত বিশ্বশর্মা সম্পর্কে তাঁর দাদার মতো। তাঁর থেকে অনেক কিছু শেখ ার আছে। তাঁর কাজের থেকে শিক্ষা নিয়েও কাজ করা হবে। এদিন সেই কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, তহিমন্ত বিশ্বশর্মা আমার বড় ভাই। তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক অনেক দিনের। তিনি অনেক সাহায্যও করেন। একসঙ্গে কাজ করি। ওনাকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে। রাত একটার সময়ও তিনি নিজে হাতে ফোন ধরে কথা বলেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আগামী দিন আরও ভালো হবে,

ক্ষমতায় এসেই বিরোধী দল ভাঙানো শুরু

ক্ষমতায় এসেছিলেন রাজনীতিতে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আশ্বাস দিয়েছিলেন দিনবদলের। কিন্তু মুখ ্যমন্ত্রীরের চেয়ারে বসেই থলপতি বিজয় আর পাঁচজন সাধারণ রাজনীতিবিদের মতো কাজ করা শুরু করে দিলেন। ক্ষমতার জাদুদণ্ড হাতে পেতেই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরালেন টিভিকে প্রধান। যা পরিস্থিতি তাতে তামিলনাড়ুতে আড়াআড়ি ভাঙতে চলেছে জয়ললিতার দল এআইএডিএমকে। দলের প্রধান ই পালানিস্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিজয়কে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন এআইএডিএমকের বেশিরভাগ বিধায়ক। ২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮টি এই মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সেটা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। কিন্তু সরকার চালাতে সম্ভবত খুব বেশি বেগ পেতে হবে না থলপতিকে। কারণ সূত্রের খবর, জয়ললিতার দল এআইএডিএমকের অন্তত ৩০ জন বিধায়ক বিজয়কে সমর্থন করতে ইচ্ছুক। এমনকী দলের প্রধান পালানিস্বামী যদি বিজয়কে সমর্থনে রাজি না হন, তাহলে তাঁরা সদলবলে পালানিস্বামীকে ছেড়ে নিজেরাই জয়ললিতার দলের মালিকানা দাবি করতে পারেন। বিদ্রোহী বিধায়কদের নেতা ৩ বারের রাজ্যসভার সাংসদ সি ভি সন্মুগামগ এবং এস পি ভেলুমানি। তাঁদের দাবি, দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে। তবে তাঁরা দল ভাঙাতে চান না। দলের প্রধান পালানিস্বামীর উচিত

ক্ষমতায় এসেছিলেন রাজনীতিতে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আশ্বাস দিয়েছিলেন দিনবদলের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীরের চেয়ারে বসেই থলপতি বিজয় আর পাঁচজন সাধারণ রাজনীতিবিদের মতো কাজ করা শুরু করে দিলেন। ক্ষমতার জাদুদণ্ড হাতে পেতেই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরালেন টিভিকে প্রধান। যা পরিস্থিতি তাতে তামিলনাড়ুতে আড়াআড়ি ভাঙতে চলেছে জয়ললিতার দল এআইএডিএমকে।

আসন। কিন্তু কোনও দল বা জোটই তা ছুঁতে পারেনি। বিধানসভা ভোটে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও জাদু সংখ্যা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল বিজয়ের দল টিভিকে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ের দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৮। বিজয় দু'টি আসনে জয়ী হওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা ১০৭।

কয়েকদিন আগেই কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়ক সমর্থন করে টিভিকে-কে। শুধু তা-ই নয়, দুই বাম দলের চার বিধায়কও বিজয়ের পাশে দাঁড়ান। পরে ভিসিকে, মুসলিগ লিগের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন তিনি। সব মিলিয়ে বিজয়ের হাতে বিধায়কদের দাবি মেনে বিজয়কে সমর্থন করা। ইতিমধ্যেই ওই বিদ্রোহী বিধায়করা পালানিস্বামীর বদলে এস পি ভেলুমানিকে এআইএডিএমকের বিধানসভার দলনেতা হিসাবে দাবি করেছেন।

ফলে যা পরিস্থিতি তাতে জয়ললিতার দলে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। এমনিতেই জয়ললিতার মৃত্যুর পর বহুবিভক্ত হয়েছে। কখ নও দিনাকরণ, কখনও পনিরসেলভম, কখনও শশিকলা। পরপর ভাঙনে দুর্বল হয়েছে তামিল রাজনীতির অন্যতম প্রধান পক্ষ। এবার আরও একটি ভাঙন পালানিস্বামীরা সইতে পারবেন কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

পাঁচ ছদ্মনামে স্কোয়াডে কাজ, ওষুধের খোঁজে কলকাতায় আসতেই গ্রেপ্তার মাও নেত্রী শ্রদ্ধা

কেন্দ্রের উদ্যোগে মাওবাদী দমনে যৌথবাহিনীর কড়া ঘেরাটোপে সারান্ডায় বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সিপিআই (মাওবাদী) হেড কোয়ার্টারে ফুরিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার রসদ।

কেন্দ্রের উদ্যোগে মাওবাদী দমনে যৌথবাহিনীর কড়া ঘেরাটোপে সারান্ডায় বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সিপিআই (মাওবাদী) হেড কোয়ার্টারে ফুরিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার রসদ। পর্যাপ্ত রেশন সামগ্রী, গুলি-বারুদ থাকলেও জঙ্গলযুদ্ধ চালাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রীও শেষ। তাই ম্যালেরিয়ায় কাবু মাওবাদী নেত্রী, আঞ্চলিক কমিটির সদস্য শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলা চিকিৎসার জন্য বাংলায় আসেন।

বেছে নিয়েছিলেন ভোট শেষ এবং গণনার আগের সময়কে। যেহেতু ওই সময়ে ভোটের ফলাফলের দিকে সকলের নজর থাকবে, তাই গোয়েন্দা ও পুলিশকে ধুলো দিয়ে নদিয়ার চাকদহের কাশিমপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। কিছুটা সুস্থ হলেই ছদ্মবেশে অসমে গা ঢাকা দেওয়া লক্ষ্য ছিল মাও নেত্রীর। কিন্তু তা আর হলো না। ঝাড়খণ্ড পুলিশের সহায়তায় রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের এসটিএফ যৌথ উদ্যোগে শ্রদ্ধা ওরফে বেলাকে গ্রেপ্তার করে। গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে কখ নও জঙ্গল যুদ্ধে, আবার কখনও শহরে, শিল্পতালুকে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মাওবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাঁচ-পাঁচটি আলাদা নাম নিয়ে সক্রিয়ভাবে ছিলেন মাওবাদী স্কোয়াডে। কখনও বেলা সরকার, কখনও পঞ্চমী, আবার কখনও দীপা সরকার, সন্ধ্যা বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বিশ্বাস। মাওবাদ দমনে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের পুলিশ আধিকারিকদের রীতিমতো ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিলেন এতগুলি ছদ্মনামে কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া নেত্রী। তাঁর মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বাংলা থেকে অসমে চলে গিয়ে অন্য নাম নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তিনি আবার মাওবাদী নেতা গৌর চক্রবর্তীর শ্যালিকা।

আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার লালগোলা হরিপট্টিতে। বিপ্লবী ছাত্র ফ্রন্ট নামে সংগঠনের মুখ পাত্র অর্ঘ্যজিৎ প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গত সোমবার ১১ই মে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নদিয়ার চাকদহ থানার অন্তর্গত কাশিমপুর গ্রামে এপিডিআর সদস্য কিশোর সর্দারের বাড়ি থেকে ওই নেত্রী সহ আরও একজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। শ্রদ্ধা বিশ্বাস নামে ওই মহিলা প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড গৌর চক্রবর্তীর পত্নীর বোন। ৫৫ বছর বয়সী এই মাও নেত্রীর স্বামীর নাম শ্যাম শিঙ্কু।

স্কোয়াডে থাকাকালীন তাঁদের ‘কমরেড ম্যারেজ’ হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি স্ত্রীর টানেই আবার স্কোয়াডে ফিরে যান। তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার চাইবাসার কুমারডুঙির পোখ রিয়াতে। তিনি ঝাড়খণ্ডের সক্রিয় এক মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সারান্ডার জঙ্গলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর তীব্র দমন-পীড়ন ও ঘেরাও অভিযানের মুখে শ্রদ্ধা ওরফে বেলা এবং অপর এক কথিত মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মী চিকিৎসার জন্য বাংলায় আসেন। কারণ, তাঁরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। শ্রদ্ধা বিশ্বাস অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, বমি করছিলেন। এপিডিআরের সদস্য মানবিক কারণে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি তাঁদের কথিত রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

বিপ্লবী ছাত্র ফ্রন্টের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, তাদের ভুয়ো ‘এনকাউন্টারে’ বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাই কোর্টে একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হচ্ছে মাওবাদ দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডেডলাইন ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬।

সেই অনুযায়ী মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্যগুলিতে যৌথ বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযান চলছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার পাহাড়-জঙ্গলে এখনও ৪০-৪৫ জন মাওবাদীদের সশস্ত্র স্কোয়াড রয়ে গিয়েছে।

যেখানে সিপিআই (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরো সদস্য মিসির বেসরার মতো দুর্ধর্ষ মাও নেতা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অসীম মন্ডল ওরফে আকাশ আছেন। সেখানেই ছিলেন এই মাও নেত্রী বেলা।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই ফের ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

এবার সরাসরি এশিয়ার মূলপর্বে

ফের ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। গতবারও মহিলা প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মশাল গার্লস। এবার তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। মঙ্গলবার বিকেলে সেতু এফসি ও সেসা এফএ'র মধ্যে ম্যাচ ড্র হওয়ায় নিজেদের ম্যাচে নামার আগেই ফের লিগ খেতাব ঘরে তুলল লাল-হলুদ বাহিনী। সেই সঙ্গে এশিয়ার মঞ্চের মূলপর্বের ছাড়পত্র পেলেন ফাজিলা ইকাওয়াপুটরা। মঙ্গলবার বিকেলে সেতু ও সেসার ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। তার ফলে ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট সেতুর। রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। সেখানে ১১ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট ৩০। মঙ্গলবার রাতেই নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সেতুর আর দু'টি ম্যাচ বাকি। যদি সেই দু'টো ম্যাচ জেতেও, তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে ২৯। নীতার বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বাকি রয়েছে তিনটে ম্যাচ। সেই ম্যাচে নামার আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল।গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে দাপটের সঙ্গে খেলেছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। ১১টা ম্যাচের মধ্যে ১০টিতে জিতেছে। একটি মাত্র হার। গোল করেছে ৩৮টি। সেখানে গোল হজম করেছে মাত্র ৫টি। ১৭টি গোল করে লিগের শীর্ষ গোলস্কোরার ফাজিলা। সব মিলিয়ে পরপর দু'বছর ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল। গত বছর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে জিতে মূল পর্বে ছাড়পত্র পেয়েছিল মশাল গার্লস। তবে এবার আর প্রাথমিক পর্বে খেলতে হবে না। যেহেতু গতবার মূলপর্বে একটি ম্যাচ জিতেছিল, তাই এই সুবিধা পাবে। যদিও প্রথম ম্যাচ জিতলেও আর নকআউটে যেতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এবার সেই অধরা লক্ষ্যে নামবে ইস্টবেঙ্গল। উল্লেখ্য, আইএসএল জয়ের দৌড়ে আছে ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ দল। ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে অস্কার ব্রুজোরা। তার মধ্যেই ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা।

খেলার মাঠকে রাজনীতিমুক্ত করার শপথ নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিশীথকে শুভেচ্ছা মোহনবাগানের

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হচ্ছেন, সেটা দিন কয়েক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী কে হবেন, সেটার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বাংলার ক্রীড়ামহল। সোমবার সরকারিভাবে ক্রীড়ামন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী হলেন নিশীথ প্রামাণিক ।আর দায়িত্ব নিয়েই তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, বাংলার ক্রীড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। একইসঙ্গে তিনি এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রীড়াঙ্গনকে সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত করা হবে। দায়িত্ব নেওয়ার পর নিশীথ বললেন, তবাংলার ক্রীড়াঙ্গনগুলো যাতে রাজনীতিমুক্ত হয়, সেটা আমাদের দেখতে হবে। এখানকার স্পোর্টস কমিটিগুলোতে পরিবারতন্ত্রের একটা ছায়া রয়েছে। স্পোর্টস সেক্টরগুলোকে সেই ছায়া থেকে মুক্ত করতে হবে। বাংলায় যে কোনও ক্রীড়াতেই প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। অনেক সময় এটাও দেখা গিয়েছে, পর্যাপ্ত পরিচর্চার অভাবে সেই প্রতিভাগুলো অচিরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার নিজের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছেন।দবাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী চান, তাঁদের জন্য প্রকৃত প্ল্যাটফর্ম দিতে। নিশীথ বলছিলেন, তরাজ্যে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আমাদের তাঁদের সঠিক প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে। পরিকাঠামো দিতে হবে। তাঁদের সবরকম সুবিধা দিতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য হাতে হাত মিলিয়ে স্পোর্টস ডেভলপমেন্টের জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করব। আজকে দায়িত্ব পেয়েছি। কাগজ দেখব, সবার সঙ্গে কথা বলে রুটম্যাপ ঠিক করব।দ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বও পেয়েছেন নিশীথ। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। সোমবার বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী হওয়ার পর নিশীথকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে মোহনবাগান। প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ১৫ বছরের তৃণমূল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। তৃণমূলের হাত থেকে ক্ষমতা গিয়েছে বিজেপির কাছে। রাজ্যের দায়িত্বে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা ঘনিষ্ঠ শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে একাধিক বৈঠক করেন তিনি। এদিনই শুরু হয়েছে দপ্তর বণ্টন প্রক্রিয়া। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, কৃষি বিপণন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন দিলীপ ঘোষ। অগ্নিমিত্রা পলকে দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর, পুর বিষয়ক দপ্তর। খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন অশোক কীর্তনীয়া। আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা বোর্ড এডুকেশন দপ্তরগুলি গিয়েছে ক্ষুদিরাম টুডুর হাতে।

খোলা হবে মেসি কাণ্ডের ফাইল

দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথের

গত বছরের ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির কলকাতা আগমন ঘিরে চরম গন্ডগোল হয়েছিল যুবভারতীতে। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। টিকিটের দাম ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা দর্শকরা পাননি। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের উঠেছে মেসি কাণ্ডের প্রসঙ্গ। যা নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন পশ্চিমবঙ্গের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। আর তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মেসি কাণ্ডের তদন্তের ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই তাঁকে মেসি কাণ্ড নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন। যার উত্তরে তিনি বলেন, তমেসি কাণ্ড আমাদের জন্য দুঃখজনক। আমি ফাইল চেয়েছি, সেই ফাইল দেখব। এই নিয়ে মিটিং করব। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা

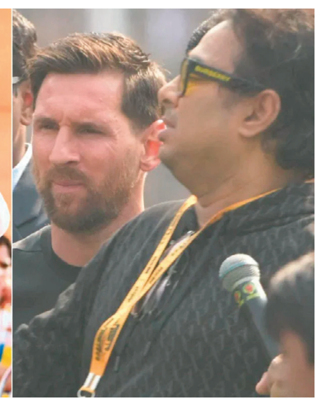

বলব। কী সিদ্ধান্ত হয়, তা জানানো হবে।দ১৩ ডিসেম্বর শতদ্রু দত্তের আয়োজিত 'দ্য গোট ট্যুরে' কলকাতায় এসেছিলেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি'পল। কিন্তু ৬০ হাজার দর্শক হাজার-হাজার টাকার টিকিট কেটেও মেসিকে ভালোভাবে দেখতে পাননি। সেই টিকিটের টাকা কি দর্শকরা পাবেন? জবাবে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, তআগের সরকারের সব বিষয়ে অন্তর্ঘাত ছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। আমরা চাই সব বিভাগের উন্নতি হোক। আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলে এমন একটি ম্যাচও করানোর চেষ্টা করব, যাতে মানুষ মেসিকাণ্ডের দুঃখ ভুলতে পারে।দ শতদ্রু দত্ত সম্প্রতি জানিয়েছেন, ভারতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসিকে ফের ভারতে আনবেন। কিন্তু কলকাতায় আনবেন কি না জোরগলায় বলতে পারছেন না। কিন্তু একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চান।

নতুন সরকারের থেকে সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা চান। উল্লেখ্য, মেসি কাণ্ডের বিশৃঙ্খলায় অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীদের দায়ী করা হয়। মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করেন ক্ষুব্ধ দর্শকরা। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। এরপর বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল শতদ্রুকে। ৩৮ দিন জেলও খাটতে হয়েছিল।

প্রথমবার ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে টেস্টে হারাল বাংলাদেশ

ইতিহাস ড়ল বাংলাদেশ। প্রথমবার নিজেদের দেশের মাটিতে পাকিস্তানকে টেস্টে হারাল 'টাইগাররা' ।ঢাকার শেরে-এ-বাংলা স্টেডিয়ামে ১০৪ রানে জিতল বাংলাদেশ এর আগে পাকিস্তানে গিয়েতাদেরদুই টেস্টে হারিয়েছিল। এবার নিজেদের ঘরে। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরি ও নাহিদ রানার পাঁচ উইকেট পার্থক্য গড়ে দিল। আর সেই সঙ্গে চর্চায় শাহিন শাহ আফ্রিদির বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ। এর আগে পাকিস্তান সুপার লিগে বল বিকৃতি করে শাস্তি পেয়েছিলেন। দেড় মাসের মধ্যে ফের একই পরিস্থিতি। এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট চলাকালীন এমন কাণ্ড করলেন, যা ফেরবল বিকৃতির অভিযোগ উসকে দিল। যদিও আম্পায়ার শেষ পর্যন্ত পাকপেসারকেশাস্তি দেননি ।ঢাকায় প্রথম টেস্টে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ তোলে ৪১৩ রান। সেঞ্চুরি করেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। জবাবে আজান আওয়াইসের সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের ইনিংস থামে ৩৮৬ রানে। মেহেদি হাসান পান ৫টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের জন্য লক্ষ্য ছিল ২৬৮। শেষদিনে অন্তত ড্রয়ের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আবদুল্লা ফজল। কিন্তু নাহিদ রানার গতির সামনে সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। শেষমেশ ১৬৩ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। শান মাসুদরা হারেন ১০৪ রানে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়েরসময়বিতর্ক বাঁধে। একটি বলের পর পা দিয়ে বল থামান শাহিন। কিন্তু সেখানেই থামেননি। ফের বুটের স্পাইক দিয়ে বলের উপর চাপ দেন। এতে বলের আকার বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা কার্যত বল বিকৃতির শামিল। সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ার বলটি পরীক্ষার জন্য চেয়ে নেন। তবে পরীক্ষার পর কোনও ত্রুটি খুঁজে পাননি আম্পায়ার। আফ্রিদির হাতে বল তুলে দেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে পাক পেসার ৫ উইকেট পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেটের দিনই বিতর্ক বাঁধালেন তিনি।

টিভিতে বিশ্বকাপ দেখানো হবে না কেন

হাই কোর্টের দ্বারস্থ ফুটবলপ্রেমী

নোটিস পেল কেন্দ্র

বিশ্বকাপ (**FIFA World Cup 2026**) শুরু হতে বাকি মাত্র ৩০ দিন। কিন্তু ভারতে কোন চ্যানেল বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মেগা টুর্নামেন্ট সম্প্রচার হবে তা এখনও অজানা। ফুটবলপ্রেমীদের অনেকের মনেই প্রশ্ন,বিশ্বকাপকিআদৌ দেখা যাবে? তাঁদের জন্য সুখবর দিল দিল্লি হাই কোর্ট। মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের তরফথেকে নোটিস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র এবং প্রসার ভারতীকে। দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ,দূরদর্শনএবং ডিডি স্পোর্টসে ফুটবলবিশ্বকাপ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষে ফুটবলপ্রেমীর অভাব নেই। দেশ র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে ও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-স্পেনের ম্যাচ দেখার দর্শক প্রচুর পরিমাণে আছেন।২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়াশুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও সংস্থা ম্যাচ দেখানোর আগ্রহ দেখায়নি। বাধ্য হয়ে ফিফা সম্প্রচার স্বত্ব নামিয়ে আনে৩৫ মিলিয়ন ডলারে। কিন্তু অবস্থা বদলায়নি।তাই এখনও ঠিক হয়নি বিশ্বকাপের ম্যাচ কোথায় দেখাযাবে।১১জুনথেকেশুরু বিশ্বকাপ। কিন্তু কেন এই দুরবস্থা? আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় আয়োজিত বিশ্বকাপের অধিকাংশ ম্যাচ ভারতীয় সময় গভীর রাতে। মূলত রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টা, সাড়ে তিনটে, ভোর সাড়ে চারটে কিংবা সকাল সাড়ে ছটায়। সেই সময় কি বিপুল পরিমাণ দর্শক খেলা দেখবেন? সংশয়ে চ্যানেল সংস্থাগুলো। সম্ভবত সে কারণেই উৎসাহ হারাচ্ছে টেলিভিশন সংস্থা বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ দেখার আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী।

তাঁদের আবেদন, ফিফা বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন টুর্নামেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্ট যদি দূরদর্শনের মতো চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচার করা না হয় তাহলে সেটা সংবিধানের কিছু অংশ লঙ্ঘন করবে। যেহেতু প্রসার ভারতীর কাছে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের যাবতীয় পরিকাঠামো রয়েছে, তাই দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিশ্বকাপ সম্প্রচার করা উচিত-এমনটাই দাবি ছিল আবেদনকারীদের। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে দিল্লি হাই কোর্ট। কিন্তু যাদের বাড়িতে টিভি নেই, সেই ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সমস্যা এখনও মেটেনি।

দু'ম্যাচ চোট নিয়ে খেলেছেন

আরসিবির বিরুদ্ধে বরুণকে ছাড়াই নামবে কেকেআর

প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে শক্তিশালী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারাতেই হবে। এ হেন মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে নাইট শিবিরে অস্বস্তি। চোটের জন্য বুধবারের ম্যাচে অনিশ্চিত বরুণ চক্রবর্তী। নাইট শিবির সূত্রের খবর, বুধবার রায়পুরে বরুণের খেলা নিয়ে রীতিমতো সংশয় রয়েছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়। কেকেআরের জন্য টুর্নামেন্টের শুরুটা হয়েছিল বিশ্রী। প্রথম ৬ ম্যাচে একটাও জয় নেই। মরশুমের শুরু থেকেই একের পর এক চোট সমস্যা। মরশুমের শুরুতেই হর্ষিত রানার চোট, মুস্তাফিজুর রহমানকে না পাওয়া, দীর্ঘসময় পাথিরানাকে না পাওয়া, দলের একাধিক তারকার ফর্মে না থাকা। সেসব দুঃসময় কাটিয়ে এসেছে কেকেআর। শেষ চার ম্যাচের চারটিই জিতেছে নাইটরা। এখনও পুরোদস্তুর প্লে-অফের দৌড়ে নাইটরা। এখনও চারটে ম্যাচ খেলা বাকি আছে কেকেআরের। প্রত্যেকটায় জিতলে ১৭ পয়েন্টে পৌঁছবে নাইটরা। তাহলে প্লে অফ খেলার সম্ভাবনা প্রবল। রান রেট খারাপ থাকলেও সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। কিন্তু এ হেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুঃসংবাদ, ফর্মে থাকা স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর চোট। নাইটদের শেষ দু'ম্যাচেই যন্ত্রণা নিয়ে বল করেছেন বরুণ। সেটা তাঁর খেলা দেখে বোঝাও গিয়েছে। কিন্তু বুধবার তিনি আদৌ নামতে পারবেন কিনা সেটা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, এখন পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে হাঁটতে হচ্ছে বরুণকে। যদিও নাইট শিবিরের দাবি, বরুণকে খেলানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।নাইটদের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন মঙ্গলবার জানিয়েছেন, তযন্ত্রণা নিয়েই শেষ দু'ম্যাচ খেলেছে বরুণ। ওর পায়ে এখনও অস্বস্তি রয়েছে। আমরা ওকে পর্যবেক্ষণে রেখেছি। চোট নিয়েও খুব ভাল বল করছে।দ ওয়াটসনের কথায়, তমরশুমের শুরুতে ভালো ফর্মে না থাকলেও ইদানিং দারুণ উন্নতি করেছে বরুণ। আমরা আশা করছি, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারবে। তবে এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।দ ওয়াটসন সাফ বলে দিচ্ছেন, ম্যাচের দিন পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভেন্টিলেশনে রয়েছেন মোহনবাগান রত্ন

গুরুতর অসুস্থ টুটু বোস। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গতকাল রাত থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি টুটুবাবুর। তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মোহনবাগান ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষের অসুস্থতার খবর পেয়ে উদ্বেগে রয়েছেন অনুরাগীরা।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধেয় অসুস্থ হয়ে পড়েন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস ওরফে টুটু বাবু। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁকে প্রথম থেকেই রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনও জ্ঞান ফেরেনি টুটু বাবুর। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান সদ্য দায়িত্ব নেওয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

খোঁজখবর নেন মোহনবাগানের প্রাণপুরুষের। হাসপাতালে যান সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও টুটুবাবুর শারীরিক অবস্থা নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি।বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ টুটু বোস। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি।

গত কয়েকবছর তিনি সেভাবে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোহনবাগান ভক্ত এবং ফুটবল অনুরাগীদের মনে এখনও টুটু বাবুই সবুজ-মেরুনের অভিভাবক। তাঁর অসুস্থতায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা। সকলের প্রার্থনা, দ্রুত সেরে উঠুন তিনি।গত বছর মোহনবাগান দিবসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন টুটু বোস।

আম্পায়ারিং নিয়োগ থেকে টুর্নামেন্ট নীতি

সার্বিক প্রশ্নের মুখে সিএবি

একদিকে, দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্লে-অফের ফাইনালে আম্পায়ার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক। অন্যদিকে, একই টুর্নামেন্টে জোড়া নীতি প্রয়োগ। দুইয়ে মিলিয়ে ফের বিতর্কে জড়াল সিএবি । সোমবার দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্লে-অফ ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফকে চার উইকেটে হারিয়ে জিতল বিএনআর। কিন্তু বিতর্ক বাঁধল ম্যাচের আম্পায়ারিং নিয়ে। জর্জের অভিযোগ, অন্তত দু'জন ব্যাটারের 'ইনসাইড এজ' হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এলবিডব্লিউ দিয়েছেন ম্যাচের আম্পায়ার প্রদীপ ঘোষ। বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র ওই দুই আউটের সিদ্ধান্তে যে জর্জ চার উইকেটে ফাইনাল হেরে গিয়েছে, তা নয়। কিন্তু খেলার রেজাল্টে ওই দুই বিতর্কিত আউটের প্রভাব পড়েছে তো বটেই।

জর্জ টেলিগ্রাফ প্রদত্ত ১৬৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে ছ'উইকেট চলে গিয়েছিল বিনএনআরের। কে বলতে পারে, বিতর্কিত এলবিডব্লিউ না দেওয়া হলে, দুই 'সেট ব্যাটার' আরও কিছুক্ষণ ক্রিজে থেকে গেলে, খেলার ফলাফল অন্যরকম হত না?সিএবি-র একাংশ বলছে যে, বোর্ড আম্পায়ার রাহুল রায় হাতে থাকা সত্ত্বেও সংস্থার পদাধিকারীরা দ্বিতীয় ডিভিশন প্লেঅফ ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রদীপ ঘোষকে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব দিলেন। রাহুল খেলা পরিচালনা করলে, প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশ থাকত না। কিন্তু তাঁকে অন্য ম্যাচ পরিচালনা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্লাব টুর্নামেন্ট নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তবে তার নেপথ্যে আম্পায়ারিং নয়। একই টুর্নামেন্টে দুই নীতি প্রয়োগ। ঠিক কী ঘটেছে? ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ,

গত ১ ও ২ মে অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ছিল। প্রথম দিন তিনটে ম্যাচ ছিল ময়দানে। আর একটা ম্যাচ বারাসাতে। বৃষ্টির কারণে ময়দানের তিনটে ম্যাচ খেলাই হয়নি। সেখানে পিচ কভার ছিল না। টসে নিষ্পত্তি হয় তিন ম্যাচের। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে নাকি বারাসতে পিচ কভার ছিল! শুধু অর্থাৎ ২ মে-র বাদবাকি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দিন পালটে দেওয়া হয়! অর্থাৎ, কয়েকটা দলের ভাগ্য স্রেফ টসে নিষ্পত্তি হল। আর গোটা কতক দলের ভাগ্য খেলার মাধ্যমে ঠিক হল। আর সেই 'দুর্ভাগা'দের তালিকায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবও রয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, স্পোর্টিংয়ের পক্ষ থেকে এ নিয়ে প্রতিবাদী চিঠিও জমা পড়েছে সিএবিতে। দাঁড়ান, এখানেই শেষ নয়। বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের নিলামেও বিতর্ক বেঁধেছে একপ্রস্থ। গতকাল, অর্থাৎ রবিবার নিলামের প্রথম দিনে এক ফ্র্যাঞ্চাইজির টেবলে উপবিষ্ট থাকতে দেখা যায় সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য সুরজিৎ লাহিড়ীকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, লোধা আইন অনুযায়ী যা স্বার্থের সংঘাত। তবে সোমবার নিলামের দ্বিতীয় দিনে ফ্র্যাঞ্চাইজ টেবিলে তাঁকে দেখা যায়নি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।